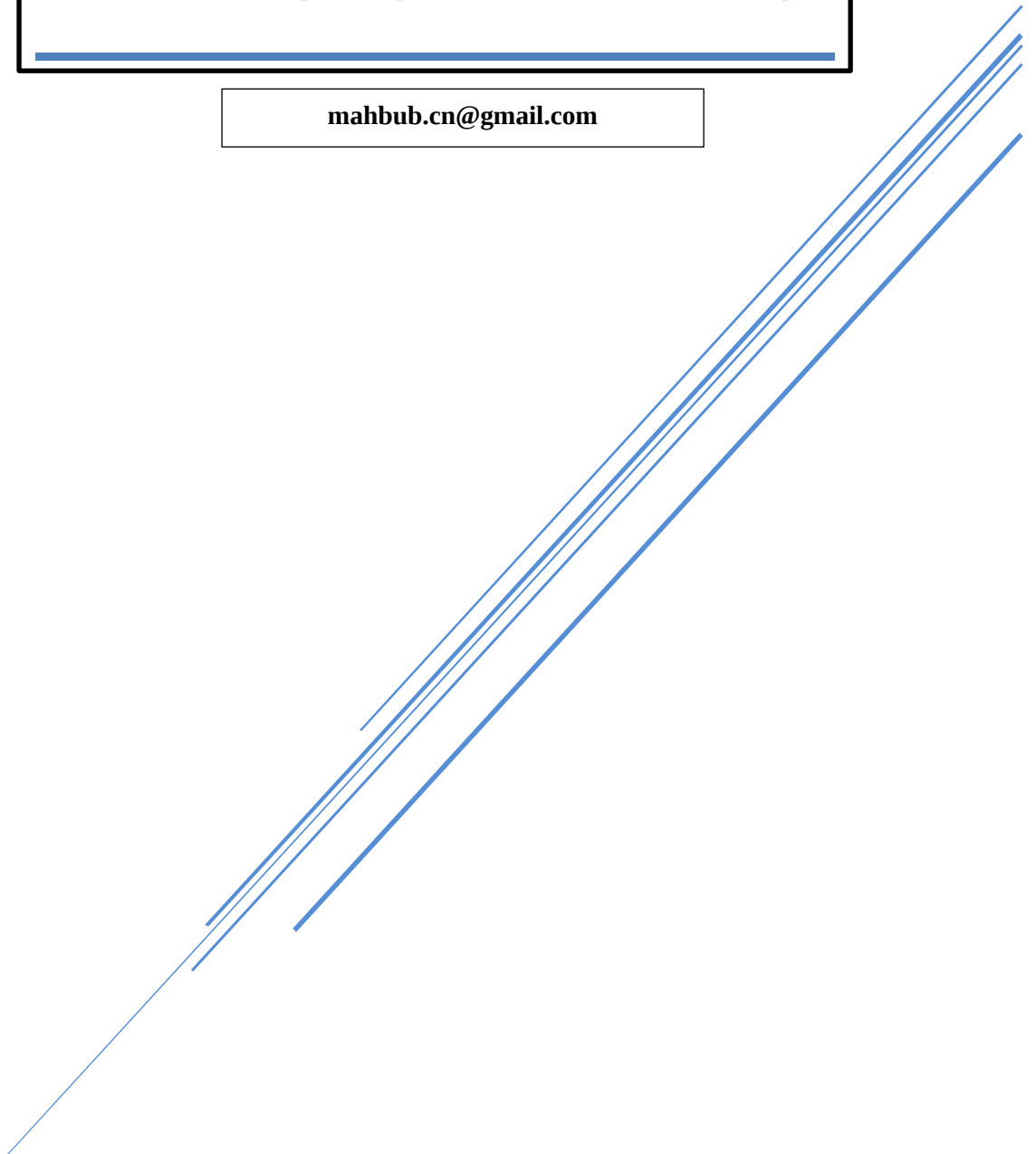


# BEYOND VICTORY AND DEFEAT: MOVING FROM BINARY CONFLICT TO MULTIPOLAR COOPERATION

**-A Blueprint for a Peaceful and Inclusive Society**

MAHBUBUR RAHMAN

mahbub.cn@gmail.com



| অধ্যায়ক্রম | অধ্যায় শিরোনাম                                                                                      | পৃষ্ঠা |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| প্রথম       | জয় পরাজয়ঃ বাইনারী ভিশন থেকে মাল্টিপোলার ভিশন                                                       | ০৩     |
| দ্বিতীয়    | নৈতিক দর্শনঃ জয় পরাজয়ের বাইনারী ভিশন দর্শন বদলানোর উপায়                                           | ০৫     |
| তৃতীয়      | খসড়া পত্রঃ 'মাল্টিপোলার ভিশন'                                                                       | ০৮     |
| চতুর্থ      | জয়-পরাজয়ের বাইনারি সংস্কৃতি থেকে উত্তরণ এবং 'মাল্টিপোলার ভিশন'<br>ভিত্তিক রাজনীতি গড়ার প্রস্তাবনা | ১২     |
| পঞ্চম       | শ্যাডো ক্যাবিনেট (Shadow Cabinet) বা 'ছায়া মন্ত্রিসভা'                                              | ১৩     |
| ষষ্ঠ        | "Short Money" (State funding for Opposition research)<br>budget to encourage intellectual politics?  | ১৮     |
| সপ্তম       | White Paper: The Multipolar Vision                                                                   | ২০     |
| অষ্টম       | পজিটিভ-সাম গেমঃ সভ্যতার উন্নয়ন সর্বজনীন দর্শন                                                       | ২৫     |
| নবম         | জিরো-সাম গেম ও পজিটিভ-সাম গেম এবং মাল্টিপোলার ভিশন                                                   |        |
| দশম         | জাপানি সংস্কৃতিতে 'বুশিডো' বা নৈতিক কোড অফ কন্ডাক্ট                                                  | ৪১     |
| একাদশ       | 'মাল্টিপোলার ভিশন' এবং 'পজিটিভ-সাম গেম'-এর ধারণা ও ইসলাম                                             | ৪৯     |
| দ্বাদশ      | ভোটের মাঠে "যেকোনো মূল্যে জয়" বনাম "সত্যতার সাথে পরাজয়"                                            | ৫৩     |
| ত্রয়োদশ    | তরুণ প্রজন্মের প্রতি খোলা চিঠি                                                                       | ৫৭     |

আপনার পুরো প্রজেক্টটি গুছিয়ে নেওয়ার জন্য আমি নিচে একটি পূর্ণাঙ্গ **চেকলিস্ট ও ফোল্ডার স্ট্রাকচার** তৈরি করে দিচ্ছি। এটি আপনাকে আপনার 'মাল্টিপোলার ভিশন' অত্যন্ত পেশাদারভাবে উপস্থাপন করতে সাহায্য করবে।

## ■ প্রজেক্ট ফোল্ডার: "মাল্টিপোলার ভিশন - রূপরেখা ২০২৬"

### ১. প্রধান নথি (The Core Documents)

- [ ] **White Paper:** "The Multipolar Vision: A Roadmap for New Political Culture in Bangladesh" (ইংরেজি ও বাংলা সংস্করণ)।
- [ ] **Executive Summary:** নীতিনির্ধারকদের জন্য ১ পৃষ্ঠার সারসংক্ষেপ।
- [ ] **Shadow Cabinet Proposal:** ছায়া মন্ত্রিসভার সুবিধা এবং 'শর্ট মানি' (Short Money) বরাদ্দের বিস্তারিত প্রস্তাবনা।

### ২. তাত্ত্বিক ও রেফারেন্স ম্যাটেরিয়াল (The Theoretical Framework)

- [ ] **Game Theory Note:** জিরো-সাম এবং পজিটিভ-সাম গেমের ইতিহাস ও প্রয়োগ।
- [ ] **Reading List:** ৫টি বইয়ের সামারি (রবার্ট রাইট, সাইমন সিনেক ইত্যাদি)।
- [ ] **Bushido Code:** নৈতিক আচরণবিধির ৮টি স্তম্ভ এবং আধুনিক প্রয়োগ।
- [ ] **Islamic Perspective:** কুরআন, হাদিস ও মদীনা সনদের আলোকে তুলনামূলক বিশ্লেষণ।

### ৩. প্রচার ও প্রকাশনা (Media & Outreach)

- [ ] **Speech Draft:** জনসভা বা সেমিনারের জন্য তৈরি করা খসড়া বক্তৃতা।
- [ ] **Design Assets:** কভার পেজ এবং পোস্টারের লেআউট আইডিয়া।
- [ ] **Hand-outs:** সাধারণ মানুষ ও ধর্মীয় সভার জন্য লিফলেট।
- [ ] **Cue Cards:** আলোচনার সময় তাৎক্ষণিক সহায়তার জন্য কিউ-কার্ড।

## ✓ চূড়ান্ত প্রস্তুতির জন্য চেকলিস্ট

- লক্ষ্য নির্ধারণ:** আপনি কি এটি কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের কাছে জমা দেবেন, নাকি এটি একটি সামাজিক আন্দোলন হিসেবে শুরু করবেন?
- নেটওয়ার্কিং:** সিভিল সোসাইটি, বুদ্ধিজীবী এবং তরুণ প্রজন্মের ইনফ্লুয়েন্সারদের একটি তালিকা তৈরি করুন যারা এই দর্শনে বিশ্বাস করতে পারেন।
- অনুবাদ যাচাই:** বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভার্সনই যেন পড়ার সময় সহজবোধ্য এবং প্রভাবশালী হয়।
- ডিজিটাল প্রেজেন্স:** এই কন্টেন্টগুলো নিয়ে একটি ওয়েবসাইট বা সোশ্যাল মিডিয়া পেজ খোলার কথা ভাবুন।

## জয় পরাজয়ঃ বাইনারী ভিশন থেকে মাল্টিপোলার ভিশন

আপনার পর্যবেক্ষণটি অত্যন্ত গভীর এবং প্রাসঙ্গিক। আমাদের সমাজে জয়-পরাজয়ের এই 'বাইনারি' বা দ্বিমুখী দৃষ্টিভঙ্গি কেবল পেশিশক্তি নয়, বরং অসহিষ্ণুতা এবং নৈতিক অবক্ষয়েরও অন্যতম কারণ। যখন লক্ষ্য কেবল 'জিতা' হয়, তখন 'পন্থা' বা 'উপায়' গৌণ হয়ে পড়ে। এই সংস্কৃতি থেকে মুক্তি পেতে এবং একটি নীতিবান সমাজ গঠনে আমরা নিচের দর্শনিক ও ব্যবহারিক পরিবর্তনগুলো নিয়ে ভাবতে পারি:

### ১. 'প্রক্রিয়া-কেন্দ্রিক' দর্শন (Process over Outcome):

আমরা জয়কে গ্লোরিফাই করি, কিন্তু সততা বজায় রেখে লড়াই করাকে সম্মান দিতে জানি না। জাপানি সংস্কৃতিতে 'বুশিডো' বা নৈতিক কোড অফ কন্ডাক্ট এ ক্ষেত্রে একটি বড় উদাহরণ। সেখানে পরাজয়ের চেয়েও অসম্মানজনক হলো নিয়ম ভঙ্গ করা বা নীতি বিসর্জন দিয়ে জেতা।

\* পরিবর্তন: আমাদের সমাজকে শেখাতে হবে যে, অনৈতিকভাবে জেতার চেয়ে নৈতিকভাবে হেরে যাওয়া অনেক বেশি মর্যাদাপূর্ণ। 'কি জিতলাম' তার চেয়ে 'কিভাবে লড়লাম'—এটিই হওয়া উচিত মূল্যায়নের মাপকাঠি।

### ২. সহমর্মিতার রাজনীতি ও 'উইন-উইন' মডেল

পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্যের অনেক আধুনিক দর্শনে 'Zero-sum Game' (যেখানে একজনের জয় মানেই অন্যজনের নিশ্চিত পরাজয়) থেকে বেরিয়ে আসার কথা বলা হয়।

\* বিকল্প দর্শন: গেম থিওরির '**Non-zero-sum Game**' বা **সহযোগিতামূলক দর্শন**। এখানে লড়াইয়ের উদ্দেশ্য প্রতিপক্ষকে বিনাশ করা নয়, বরং বিতর্কের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ সমাধান খুঁজে বের করা। যখন আমরা 'প্রতিপক্ষ'কে 'শত্রু' না ভেবে 'অংশীদার' (Partner in progress) মনে করব, তখন পেশিশক্তির প্রয়োজন কমে আসবে।

### ৩. অ্যারিস্টটলের 'গোল্ডেন মিন' বা মধ্যপন্থা

বিজয় মানেই অহংকার আর পরাজয় মানেই গ্লানি—এই চরমপন্থা থেকে বাঁচতে অ্যারিস্টটলের 'Golden Mean' দর্শন সহায়ক হতে পারে। এটি শেখায় যে কোনো কিছু চরম সীমায় না গিয়ে ভারসাম্য বজায় রাখা।

\* প্রয়োগ: পরাজয়কে 'ব্যর্থতা' হিসেবে না দেখে একে 'শিক্ষা' বা 'অভিজ্ঞতা' হিসেবে গ্রহণ করার সামাজিক সংস্কৃতি গড়ে তোলা।

### ৪. আইনের শাসন ও প্রাতিষ্ঠানিক ন্যায্যতা

মানুষ যখন দেখে যে নিয়ম মেনে চললে কোনো লাভ নেই এবং পেশিশক্তি থাকলেই বিচার এড়ানো যায়, তখনই সে অনৈতিক জয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

\* সমাধান: রাষ্ট্র ও সমাজ যখন আইনের শাসন নিশ্চিত করবে, তখন জয়-পরাজয় কেবল গায়ের জোরের ওপর নির্ভর করবে না। মেধা ও নৈতিকতার ভিত্তিতে যখন ফলাফল নির্ধারিত হবে, তখন মানুষ নৈতিক হতে উৎসাহিত হবে।

এই পরিবর্তন কীভাবে আনা সম্ভব?

| ক্ষেত্র            | করণীয়                                                                                                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| শিক্ষা ব্যবস্থা    | ছোটবেলা থেকেই খেলাধুলায় 'স্পোর্টসম্যানশিপ' এবং বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধার শিক্ষা দেয়া।  |
| পারিবারিক সংস্কৃতি | সন্তান পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার চেয়ে কতটা সততার সাথে পড়াশোনা করেছে, তাকে গুরুত্ব দেয়া।                      |
| গণমাধ্যম ও সাহিত্য | জয়ী বীরের চেয়ে 'নীতিবান লড়াকু'কে নায়ক হিসেবে তুলে ধরা।                                                   |
| রাজনৈতিক সংস্কৃতি  | জয়ী পক্ষের পক্ষ থেকে বিজিত পক্ষকে সম্মান জানানো এবং পরাজয়কে সৌজন্যের সাথে মেনে নেওয়ার দৃষ্টান্ত তৈরি করা। |

## নৈতিক দর্শনঃ জয় পরাজয়ের বাইনারী ভিশন দর্শন বদলানোর উপায়

এই বিষয়টিকে আরও গভীরে বুঝতে হলে আমাদের রাষ্ট্রদর্শন, নৈতিক দর্শন এবং আইনের শাসনের কিছু মৌলিক তত্ত্ব বুঝতে হবে। জয়-পরাজয়ের এই বাইনারি ভাঙতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদগণ যা বলেছেন, তার একটি বিস্তারিত রূপরেখা নিচে দেওয়া হলো:

### ১. নৈতিক দর্শন: ডিওন্টোলজি বনাম কনসিকুয়েন্সিয়ালিজম

সমাজে পেশিশক্তির জয়ের পেছনে মূলত 'ফলাফলবাদী' (Consequentialism) চিন্তা কাজ করে। যেখানে মনে করা হয়— "ফলাফল ভালো হলে (অর্থাৎ জিতলে) উপায় যাই হোক না কেন, তা জায়েজ।"

এর বিপরীতে ইমানুয়েল কান্ট-এর ডিওন্টোলজি (Deontology) বা 'কর্তব্যবাদ' অত্যন্ত শক্তিশালী।

\* মূল কথা: কাজটির ফলাফল কী হবে তার চেয়ে বড় হলো কাজটি নৈতিকভাবে সঠিক কি না। কান্টের মতে, এমন কাজ করা উচিত যা একটি 'সার্বজনীন আইন' হতে পারে।

\* উদাহরণ: আপনি যদি জেতার জন্য মিথ্যা বলেন বা শক্তি খাটান, তবে আপনি এমন একটি নীতি সমর্থন করছেন যেখানে সবাই মিথ্যা বলতে পারে। এমন সমাজে কেউ নিরাপদ নয়। তাই 'নীতি' রক্ষাই প্রকৃত বিজয়।

### ২. সামাজিক ন্যায়বিচারের দর্শন: জন রলস ও 'ভেইল অফ ইগনোরেন্স'

দার্শনিক জন রলস (John Rawls) সামাজিক ন্যায়বিচারের এক অনন্য পথ দেখিয়েছেন। তিনি 'Veil of Ignorance' বা 'অজ্ঞতার পর্দা' তত্ত্বের কথা বলেছেন।

\* তত্ত্ব: কল্পনা করুন, আপনি জানেন না সমাজে আপনার অবস্থান কী হবে—আপনি কি বিজয়ী শক্তিশালী পক্ষ হবেন নাকি পরাজিত দুর্বল পক্ষ? এই অবস্থায় আপনি নিশ্চয়ই এমন আইন চাইবেন যা সবার জন্য সমান এবং ন্যায়সঙ্গত।

\* প্রয়োগ: যখন সমাজ জয়-পরাজয়ের উর্ধ্বে উঠে এমন একটি 'কমন গ্রাউন্ড' বা সাধারণ ক্ষেত্র তৈরি করে যেখানে নিয়ম সবার জন্য এক, তখনই পেশিশক্তির দাপট কমে আসে।

### ৩. আইনের শাসন (Rule of Law) ও 'প্রসিডিউরাল জাস্টিস'

আইনশাস্ত্রে Procedural Justice বা 'পদ্ধতিগত ন্যায়বিচার' একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা।

\* এটি বলে যে, যদি প্রক্রিয়া (Process) স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষ হয়, তবে ফলাফল যাই হোক না কেন, মানুষ তা মেনে নেয়।

\* উদাহরণ: একটি ফুটবল ম্যাচে যদি রেফারি নিরপেক্ষ থাকেন এবং নিয়ম কঠোরভাবে পালিত হয়, তবে পরাজিত দলও সেই হার মেনে নেয়। কিন্তু নিয়ম না থাকলে সবাই ফাউল করে জিততে চায়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমাদের এই 'প্রক্রিয়া' বা 'ইনস্টিটিউশন' গুলোকে শক্তিশালী করা জরুরি।

### ৪. গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক ও তাদের দৃষ্টিভঙ্গি:

| দার্শনিক        | দর্শন/তত্ত্ব                  | মূল শিক্ষা                                                                                                          |
|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| মহাত্মা গান্ধী  | সাধ্য ও সাধন (Means and Ends) | "অশুদ্ধ উপায়ে অর্জিত জয় আসলে পরাজয়েরই নামান্তর।" তিনি উপায় বা পদ্ধতির বিশুদ্ধতার ওপর জোর দিয়েছেন।              |
| মাধব আচার্য     | কর্মফল ও ধর্ম                 | ভারতীয় দর্শনে 'ধর্ম' মানে কেবল পূজা নয়, বরং 'সঠিক পথ'। অন্যায় বিজয় শেষ পর্যন্ত বিনাশ ডেকে আনে।                  |
| ভিক্টর ফ্রাঙ্কল | দ্রাব্যিক অপটিমিজম            | পরাজয়ের মধ্যেও মানুষের মর্যাদা (Dignity) খুঁজে পাওয়া সম্ভব। হার মানেই শেষ নয়, বরং এটি চারিত্রিক দৃঢ়তার পরীক্ষা। |

### ৫. সামাজিক ও আইনি উদাহরণ

\* দক্ষিণ আফ্রিকার 'ট্রুথ অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন কমিশন' (TRC): বর্ণবাদ পরবর্তী দক্ষিণ আফ্রিকায় নেলসন ম্যান্ডেলা জয়-পরাজয়ের বাইনারি থেকে বের হতে চেয়েছিলেন। তিনি শ্বেতাঙ্গদের পরাজিত করে বিনাশ করার বদলে 'ক্ষমা ও সত্য' অনুসন্ধানের পথ বেছে নেন। এটি একটি সমাজকে গৃহযুদ্ধ থেকে বাঁচিয়ে সংহতির পথে নিয়ে আসে।

\* খেলাধুলার স্পিরিট: অলিম্পিক গেমসের মূল আদর্শ হলো—**"The most important thing is not to win but to take part."** এটি সমাজের জন্য একটি বড় শিক্ষা যে, অংশগ্রহণ এবং লড়াইয়ের মানই শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি।

#### ৬. 'জিরো সাম গেম' থেকে উত্তরণ

বাংলাদেশে রাজনীতি বা লড়াইকে আমরা Zero-sum Game মনে করি ( $1 + (-1) = 0$ ), যেখানে আমার ১ টাকা লাভ মানে আপনার ১ টাকা লস। এর বিপরীত হলো **Positive-sum Game**, যেখানে আলোচনার মাধ্যমে এমন পথ বের করা হয় যাতে দুই পক্ষই উপকৃত হয়।

এই মুক্তি অর্জনের ৩টি ধাপ:

১. পরাজয়কে স্বাভাবিক করা: ব্যর্থতা বা পরাজয় মানেই লজ্জিত হওয়া নয়, এটি জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ—এই মানসিকতা পরিবার থেকে শুরু করতে হবে।
২. আইনের শ্রেষ্ঠত্ব: যখন অপরাধী (সে যে-ই হোক) শাস্তি পায়, তখন সাধারণ মানুষ পেশিশক্তির বদলে আইনের ওপর ভরসা করতে শেখে।
৩. বিজয়ীর বিনয় ও পরাজিতের মর্যাদা: বিজয়ী পক্ষকে দম্বা ত্যাগ করতে হবে এবং পরাজিত পক্ষকে তুচ্ছতাচ্ছল্য করার সংস্কৃতি বন্ধ করতে হবে।

২১/০১/২০২৬

বুধবার

০৩

## বাইনারী লেন্স এর বিপরীত লেন্সসমূহ

বাইনারি লেন্স (জয়-পরাজয়, সাদা-কালো) থেকে বেরিয়ে এসে আরও বিস্তৃত জীবনদর্শন বোঝানোর জন্য আপনি নিচের শব্দ বা শব্দগুচ্ছগুলো ব্যবহার করতে পারেন। এগুলো সাধারণ মানুষের কাছে যেমন সহজবোধ্য, তেমনি বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনায়ও গ্রহণযোগ্য:

#### ১. বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি (Multidimensional Perspective)

এটি সবচেয়ে কার্যকর শব্দ। 'বাইনারি' মানে যেখানে মাত্র দুটি দিক (হয় জয়, না হয় পরাজয়), সেখানে 'বহুমাত্রিক' মানে একটি বিষয়ের অনেকগুলো দিক থাকতে পারে। পরাজয়ের মধ্যেও নৈতিক জয় থাকতে পারে, বা জয়ের মধ্যেও নৈতিক অবক্ষয় থাকতে পারে—এই জটিলতাগুলো এই শব্দে স্পষ্ট হয়।

#### ২. বর্ণালি দৃষ্টিভঙ্গি (Spectrum View)

রংধনুর যেমন কেবল সাতটি রং নয়, বরং রঙের একটি নিরবিচ্ছিন্ন 'স্পেকট্রাম' বা বর্ণালি থাকে, তেমনি জয়-পরাজয়ের মাঝেও অনেকগুলো স্তর থাকে।

- কেন ব্যবহার করবেন: এটি বোঝায় যে জীবন কেবল 'হ্যাঁ' বা 'না'-তে চলে না; এর মাঝে অসংখ্য গ্রে-শেড (Gray areas) বা ধূসর এলাকা আছে।

#### ৩. অন্তর্ভুক্তিমূলক দর্শন (Inclusive Philosophy)

যখন লড়াইয়ের উদ্দেশ্য কেবল প্রতিপক্ষকে হতানো নয়, বরং সবাইকে নিয়ে একটি টেকসই সমাধানে পৌঁছানো হয়, তাকে বলা হয় অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি। এটি 'আমি জিতলে তুমি হারবে'—এই আদিম চিন্তা থেকে সমাজকে বের করে আনে।

#### ৪. পদ্ধতিগত শ্রেষ্ঠত্ব (Procedural Excellence)

'ফলাফল' বা 'রেজাল্ট'-কে বড় করে না দেখে 'পদ্ধতি' বা 'প্রক্রিয়া'-কে গুরুত্ব দেয়া। আপনি একে 'পথের বিশুদ্ধতা' হিসেবেও সহজ বাংলায় বলতে পারেন। (অর্থাৎ, গন্তব্যের চেয়ে যাত্রাটি কতটা সং ছিল)।

## ৫. সামগ্রিক বা হোলিস্টিক বিচার (Holistic Judgment)

একটি লড়াইকে কেবল তাৎক্ষণিক ফলাফল দিয়ে বিচার না করে তার দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব, ত্যাগ এবং নৈতিকতা দিয়ে বিচার করা।

শব্দগুলোর একটি তুলনামূলক ছক:

| পুরনো শব্দ (বাইনারি) | প্রস্তাবিত নতুন শব্দ  | যা বোঝাতে চায়                                                  |
|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| হার-জিতের লড়াই      | মূল্যবোধের লড়াই      | লড়াইয়ের উদ্দেশ্য কেবল জেতা নয়, বরং একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা। |
| একপাক্ষিক জয়        | ভারসাম্যমূলক বিজয়    | যেখানে বিজয়ী পক্ষও অন্যের অধিকার বা মতকে শ্রদ্ধা করে।          |
| সাদা-কালো বিচার      | ধূসর বা বর্ণালি বিচার | জীবনের জটিলতা ও মানবিক সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করা।                |
| পেশিশক্তির দাপট      | যুক্তির শ্রেষ্ঠত্ব    | গায়ের জোরের চেয়ে সত্য ও ন্যায়ের আবেদনকে বড় দেখা।            |

সহজ উদাহরণ দিয়ে যেভাবে বলতে পারেন:

আপনি কাউকে বোঝানোর সময় বলতে পারেন— "আসুন আমরা লড়াইটাকে শুধু 'হার-জিতের চশমা' দিয়ে না দেখে 'ন্যায়ের মানদণ্ডে' দেখি। কারণ অন্যায় জয় আসলে এক ধরনের নৈতিক পরাজয়।"

আপনি কি মনে করেন বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কাছে "বহুমাত্রিকতা" শব্দটির চেয়ে "ন্যায়ের মানদণ্ড" বা "সত্যতার লড়াই"—এই ধরনের পরিচিত শব্দগুলো বেশি আবেদন তৈরি করবে?

প্রস্তাবিত শব্দগুলোর পাশাপাশি মাল্টিপোলার লেন্স বা মাল্টিপোলার ভিশন শব্দটি কেমন হয়?

'মাল্টিপোলার লেন্স' (Multipolar Lens) বা 'মাল্টিপোলার ভিশন' শব্দটি আপনার ভাবনার গভীরতা প্রকাশের জন্য চমৎকার একটি পছন্দ। বিশেষ করে যারা সমাজবিজ্ঞান, রাজনীতি বা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে পড়াশোনা করেন, তাদের কাছে এটি খুবই পরিচিত এবং শক্তিশালী একটি শব্দ।

তবে সাধারণ মানুষের কাছে এর অর্থ এবং প্রয়োগ স্পষ্ট করার জন্য কিছু বিষয় মাথায় রাখা যেতে পারে:

### ১. কেন 'মাল্টিপোলার' শব্দটি শক্তিশালী?

বাইনারি মানে দুটি মেরু (উত্তর-দক্ষিণ বা জয়-পরাজয়)। আর 'মাল্টিপোলার' মানে হলো বহুমেরু।

- এটি সমাজকে বোঝায় যে, কোনো দ্বন্দ্ব কেবল দুটি পক্ষ বা দুটি ফলাফল থাকে না। সেখানে তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চম কোনো পক্ষ বা সমাধান থাকতে পারে।
- এটি একনায়কতান্ত্রিক চিন্তা (যেখানে শুধু আমার জেতাটাই সব) থেকে বের হয়ে এসে গণতান্ত্রিক বা বহুত্ববাদী চিন্তা (যেখানে সবারই কিছু না কিছু অবদান বা গুরুত্ব আছে) উৎসাহিত করে।

### ২. দর্শনে এর প্রয়োগ: 'মাল্টিপোলার ভ্যালুস'

দার্শনিক আইজায়া বার্লিন (Isaiah Berlin) এর 'ভ্যালু প্লুরালিজম' (Value Pluralism) তত্ত্বের সাথে আপনার এই 'মাল্টিপোলার ভিশন' এর দারুণ মিল রয়েছে।

- বার্লিন বলতেন, জীবনে এমন অনেক লক্ষ্য থাকে যা একই সাথে সত্য হতে পারে কিন্তু একে অপরের সাথে সাংঘর্ষিক। যেমন: 'স্বাধীনতা' এবং 'সাম্য'। দুটোরই গুরুত্ব আছে, কিন্তু একটাকে পূর্ণতা দিতে গেলে অন্যটা কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- মাল্টিপোলার লেন্স দিয়ে দেখলে আমরা বুঝব, একজনের 'জয়' মানেই অন্যের 'সর্বনাশ' নয়, বরং সেখানে একটি ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব।

## ৩. সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা

'মাল্টিপোলার' শব্দটি কিছুটা টেকনিক্যাল। বাংলাভাষী সাধারণ মানুষের কাছে এটি সহজে পৌঁছে দিতে আপনি এর সাথে কিছু পরিপূরক শব্দ ব্যবহার করতে পারেন:

- বহুকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি: যেখানে ক্ষমতার কেন্দ্র একটি নয়, বরং অনেক।
- সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গি: যেখানে জয়-পরাজয়ের উর্ধ্বে উঠে সত্যকে খোঁজা হয়।

'বাইনারি' বনাম 'মাল্টিপোলার': একটি তুলনা

| বৈশিষ্ট্য         | বাইনারি লেন্স (বর্তমান অবস্থা)              | মাল্টিপোলার লেন্স (আপনার প্রস্তাবিত)               |
|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| কেন্দ্রবিন্দু     | কেবল নিজের জয়।                             | সমষ্টিগত কল্যাণ ও সত্য।                            |
| বিরোধ নিষ্পত্তি   | পেশিশক্তি বা সংঘাত।                         | সংলাপ, সমঝোতা ও যুক্তি।                            |
| প্রতিপক্ষের স্থান | প্রতিপক্ষ মানেই শত্রু, যাকে বিনাশ করতে হবে। | প্রতিপক্ষ মানে ভিন্নমত, যা সিস্টেমকে পূর্ণতা দেয়। |
| সাফল্যের সংজ্ঞা   | যে কোনো মূল্যে ফলাফল অর্জন।                 | নৈতিকতা ও প্রক্রিয়া বজায় রাখা।                   |

## ৪. আপনি এটি যেভাবে প্রচার করতে পারেন:

আপনি যখন কোনো আলোচনায় এটি বলবেন, তখন এভাবে বলতে পারেন—

"আমরা যদি এই লড়াইকে কেবল জয়-পরাজয়ের বাইনারি লেন্স দিয়ে না দেখে একটি 'মাল্টিপোলার ভিশন' বা 'বহুমাত্রিক চশমা' দিয়ে দেখতাম, তবে দেখতাম যে এখানে জেতার চেয়েও বড় হলো ন্যায়বিচার এবং মানুষের মর্যাদা রক্ষা করা।"

## খসড়া পত্রঃ 'মাল্টিপোলার ভিশন'

একটি উন্নত এবং ন্যায়পরায়ণ সমাজ গঠনের জন্য 'মাল্টিপোলার ভিশন' বা 'বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি'-র ধারণাটি ভূগমূল পর্যায়ে (স্কুল, পরিবার বা পাড়ার আড্ডায়) প্রচার করার জন্য নিচে একটি সহজ খসড়া বা গাইডলাইন দেওয়া হলো:

প্রচারণা শিরোনাম: "হার-জিতের চশমা বদলাই, ন্যায়ের সমাজ গড়ি"



## ১. মূল লক্ষ্য (The Core Message)

মানুষকে বোঝানো যে, লড়াই বা প্রতিযোগিতার অর্থ কেবল একজনকে হারিয়ে অন্যজনের জিতে যাওয়া নয়। লড়াইয়ের আসল সার্থকতা হলো—কে কতটুকু নীতি মেনে চলল এবং সমাজের কী উপকার হলো।

## ২. আলোচনার মূল পয়েন্টসমূহ (Talking Points)

ক. খেলার মাঠের উদাহরণ (স্কুল শিক্ষার্থীদের জন্য)

- বাইনারি চিন্তা: "আমাকে গোল দিতেই হবে, প্রয়োজনে ফাউল করব, রেফারিকে ফাঁকি দেব। হারলে সব শেষ।"
- মাল্টিপোলার ভিশন: "আমি গোল দেওয়ার চেষ্টা করব, কিন্তু নিয়ম মেনে। আমি হারলেও যদি ভালো খেলি, তবে দর্শক আমাকে হাততালি দেবে। আমার প্রতিপক্ষ আমার শত্রু নয়, সে না থাকলে আমি খেলতেই পারতাম না।"
- শিক্ষা: নিয়ম মেনে হারার মর্যাদা, নিয়ম ভেঙে জেতার চেয়ে অনেক বেশি।

খ. নির্বাচনের উদাহরণ (কমিউনিটি বা বড়দের জন্য)

- বাইনারি চিন্তা: "আমার দল জিতলে আমি রাজা, বিপক্ষ দল নরকে যাবে। জিততে হলে পেশিশক্তি ব্যবহার করব।"
- মাল্টিপোলার ভিশন: "আমরা সবাই এই এলাকার উন্নয়ন চাই। কেউ জিতবে, কেউ হারবে—কিন্তু এলাকার মানুষের সেবা করার সুযোগ সবাই থাকা উচিত। জয়ী প্রার্থী যেন পরাজিত প্রার্থীর ভালো পরিকল্পনাগুলো গ্রহণ করেন।"
- শিক্ষা: ক্ষমতা কুক্ষিগত করা নয়, বরং সবার মতামতের গুরুত্ব দেওয়া।

## ৩. সহজ তিনটি স্লোগান (প্রচারণার জন্য)

১. "অন্যায় জয় আসলে পরাজয়, ন্যায় লড়াই-ই আসল পরিচয়।"

২. "আমি আর তুমি মানেই যুদ্ধ নয়, আমরা মিলে খুঁজি সত্যের জয়।"

৩. "পেশিশক্তির দাপট ছাড়া, যুক্তির শক্তিতে বড় হও।"

## ৪. ছোট একটি 'অ্যাকশন প্ল্যান' (কিভাবে বাস্তবায়ন করবেন)

| ধাপ                | করণীয়                                                                                                                     | প্রত্যাশিত ফল                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ১. গল্প বলা        | স্কুল বা সভায় এমন মানুষের গল্প শোনানো যারা হেরে গিয়েও সত্যের পথে ছিলেন (যেমন: সক্রিটিস বা নেলসন ম্যান্ডেলার শুরুর জীবন)। | শিশুদের মনে নৈতিক বীরত্বের ইমেজ তৈরি হবে।    |
| ২. বিতর্ক ও সংলাপ  | এমন বিতর্ক আয়োজন করা যেখানে কোনো পক্ষকে 'বিজয়ী' ঘোষণা না করে 'সেরা যুক্তি'গুলো চিহ্নিত করা হবে।                          | মানুষ ভিন্নমতের প্রতি সহনশীল হতে শিখবে।      |
| ৩. স্বীকৃতি দেওয়া | শুধু যে প্রথম হয়েছে তাকে নয়, বরং যে সবচেয়ে সততা বা সৌজন্য (Sportsmanship) দেখিয়েছে তাকে পুরস্কৃত করা।                  | নৈতিকতাকে গুরুত্ব দেওয়ার সংস্কৃতি তৈরি হবে। |

## ৫. একটি সমাপনী বক্তব্য (বক্তৃতার জন্য)

"বন্ধুরা, আসুন আমরা আমাদের সমাজকে দেখার চশমাটা বদলে ফেলি। আমরা এমন এক সমাজ চাই যেখানে আপনি হারলেও আপনার সম্মান থাকবে, যদি আপনি সত্যের পথে থাকেন। যেখানে জিতলে আপনি অহংকারী হবেন না, বরং পরাজিতকে বুকে টেনে নেবেন। এই 'মাল্টিপোলার ভিশন' বা বহুত্ববাদী চিন্তাই পারে আমাদের পেশিশক্তি ও ঘৃণার রাজনীতি থেকে মুক্তি দিতে।"

## রাজনৈতিক সংস্কৃতি পরিবর্তনের অঙ্গীকারনামা: "বহুমাত্রিক বাংলাদেশ"

## ১. রাজনীতির মূল দর্শন: শত্রুতা নয়, প্রতিযোগিতা

বর্তমানে রাজনীতিতে প্রতিপক্ষকে 'শত্রু' (Enemy) মনে করা হয় যাকে নির্মূল করতে হবে। মাল্টিপোলার ভিশন বলে, প্রতিপক্ষ হলো 'প্রতিদ্বন্দ্বী' (Rival), যারা গণতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষার জন্য অপরিহার্য।

- নীতি: "আমার প্রতিপক্ষ আমার শত্রু নয়, বরং আমার চিন্তার সীমাবদ্ধতা ধরিয়ে দেওয়ার অংশীদার।"

## ২. বিজয়ের সংজ্ঞা পুনঃনির্ধারণ (Redefining Victory)

পেশিশক্তি ও অন্যায় উপায়ে প্রাপ্ত ক্ষমতাকে 'জয়' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া বন্ধ করতে হবে।

- নেতাদের প্রতি বার্তা: বুথ দখল বা পেশিশক্তির মাধ্যমে অর্জিত জয় নেতার ব্যক্তিগত নৈতিক পরাজয় এবং দলের জন্য দীর্ঘমেয়াদী কলঙ্ক।
- লক্ষ্য: জনমতের ভিত্তিতে অর্জিত জয়ই একমাত্র বৈধ এবং সম্মানজনক জয়।

## ৩. "পরাজয় মানেই রাজনৈতিক মৃত্যু নয়"

আমাদের দেশে পরাজয়কে 'অস্তিত্বের সংকট' হিসেবে দেখা হয় বলেই মারমুখী রাজনীতি তৈরি হয়।

- প্তাব: পরাজিত পক্ষকে সংসদে বা রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে গুরুত্ব দেওয়া। 'শ্যডো ক্যাবিনেট' বা বিকল্প ছায়া সরকার ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে পরাজিতদের মেধা ব্যবহারের সুযোগ রাখা। এতে লড়াইয়ের উগ্রতা কমবে।

## ৪. রাজনৈতিক সহিষ্ণুতার ৫টি স্তম্ভ (নেতাদের জন্য গাইডলাইন)

রাজনৈতিক দলগুলো তাদের কর্মীদের প্রশিক্ষণে এই পাঁচটি পয়েন্ট যুক্ত করতে পারে:

- যুক্তি বনাম পেশিশক্তি: আলোচনার টেবিলে হেরে যাওয়া গায়ের জোরে জেতার চেয়ে ভালো।
- সংখ্যালঘুর মতামত: সংখ্যাগরিষ্ঠের জয় মানেই সংখ্যালঘুর কণ্ঠরোধ নয়।
- পদ্ধতিগত সততা: নির্বাচনের ফলাফলের চেয়ে নির্বাচন প্রক্রিয়া স্বচ্ছ রাখা বড় সাফল্য।
- বিনয় ও ক্ষমা: বিজয়ীর দম্ভ ত্যাগ এবং পরাজিতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন।
- দীর্ঘমেয়াদী কল্যাণ: দলের সাময়িক সুবিধার চেয়ে রাষ্ট্রের দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থকে বড় করে দেখা।

## ৫. লিফলেট বা প্রচারণার জন্য একটি খসড়া বার্তা (রাজনৈতিক দলের জন্য)

শিরোনাম: জয়-পরাজয়ের উর্ধ্বে দেশ, আমরা গড়ব নতুন পরিবেশ!

প্রিয় দেশবাসী,

আমরা আর এমন রাজনীতি চাই না যেখানে জিতলে সবাই নিরাপদ, আর হারলে সবাই আতঙ্কে থাকে। আমরা 'বাইনারি' বা বিভাজনের রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসতে চাই।

- আমাদের প্রতিশ্রুতি: আমরা জয়ী হলে পরাজিতদের সম্মান করব।
- আমাদের দর্শন: আমাদের লড়াই কোনো ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়, আমাদের লড়াই দুর্নীতির বিরুদ্ধে এবং ন্যায়ের পক্ষে।
- আমাদের ভিশন: 'মাল্টিপোলার বা বহুমাত্রিক বাংলাদেশ'—যেখানে প্রতিটি মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা হবে, ফলাফল যাই হোক না কেন।

## ৬. সমাজ সচেতনতায় করণীয় (সিভিল সোসাইটির ভূমিকা)

রাজনৈতিক নেতাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে সাধারণ মানুষকে এই দাবিগুলো তুলতে হবে:

- পেশিশক্তি বর্জন: যে নেতা মান্তান পোষেন, তাকে ভোট না দেওয়া।
- তর্ক ও বিতর্ক: এলাকাভিত্তিক প্রার্থীদের নিয়ে মুখোমুখি বিতর্কের আয়োজন করা, যেখানে জয়-পরাজয় নয় বরং 'কার পরিকল্পনা বেশি কার্যকর' তা দেখা হবে।
- শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান: রাজনৈতিক ভিন্নমত থাকা সত্ত্বেও সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোতে এক সাথে অংশগ্রহণ করার সংস্কৃতি চালু করা।

## উপসংহার:

রাজনৈতিক দলগুলো যখন বুঝবে যে জনগণ এখন আর কেবল 'জৈতা' দেখে না, বরং 'কীভাবে জিতল' এবং 'হারার পর আচরণ কেমন' তাও বিচার করে—তখনই তারা তাদের কৌশল পরিবর্তন করতে বাধ্য হবে। 'মাল্টিপোলার লেন্স' আমাদের শেখায় যে, একটি শক্তিশালী দেশ গড়তে হলে জয়ী এবং বিজিত—উভয়কেই সমানভাবে নাগরিক মর্যাদা দিতে হবে।

আপনি কি মনে করেন এই ইশতেহারটি কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ফোরামে বা সোশ্যাল মিডিয়া ক্যাম্পেইনে আলোচনা শুরু করার জন্য যথেষ্ট, নাকি এর সাথে আরও কোনো কঠোর 'আইনি বাধ্যবাধকতা'র পয়েন্ট যোগ করা উচিত?

০৫

## মাল্টিপোলার ভিশনঃ আইনী ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি

রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে 'মাল্টিপোলার ভিশন' বা বহুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গি কেবল নৈতিক কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে তা দীর্ঘস্থায়ী হবে না। এর জন্য প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট 'আইনি কাঠামো' (Legal Framework), যা রাজনৈতিক দল এবং নেতাদের নৈতিক হতে বাধ্য করবে।

নিচে এই দর্শনকে সুরক্ষার জন্য ৫টি গুরুত্বপূর্ণ আইনি পয়েন্ট প্রস্তাব করা হলো:

## ১. রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র বাধ্যতামূলক করা

আইন করে প্রতিটি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলে অভ্যন্তরীণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে হবে।

- **কেন:** যখন দলের ভেতরেই 'একক ক্ষমতা' বা 'বাইনারি' (নেতা বনাম শত্রু) প্রথা থাকে, তখন সেই দল রাষ্ট্রেও তাই প্রয়োগ করে।
- **আইনি পয়েন্ট:** কোনো নেতা নির্দিষ্ট মেয়াদের বেশি ক্ষমতায় থাকতে পারবেন না এবং দলের নীতি নির্ধারণে 'কাউন্সিল' বা 'মাল্টিপোলার' ভোটাভুটি বাধ্যতামূলক করতে হবে।

## ২. 'সংসদীয় আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব' (Proportional Representation) ব্যবস্থা

বর্তমান ব্যবস্থায় "যে বেশি ভোট পায়, সে-ই সব পায়" (First-past-the-post)। এতে ৫০.১% ভোট পেয়ে কেউ ১০০% ক্ষমতা ভোগ করে, আর ৪৯.৯% ভোট পাওয়া পক্ষ শূন্য হয়ে যায়। এটিই পেশিশক্তির লড়াইয়ের মূল কারণ।

- **আইনি পয়েন্ট:** প্রাপ্ত ভোটের শতাংশ অনুযায়ী সংসদে আসন বরাদ্দ দেওয়া।
- **সুফল:** এতে কোনো দলই পুরোপুরি মুছে যাবে না। প্রতিটি দল তার জনসমর্থন অনুযায়ী সংসদে কথা বলার সুযোগ পাবে, যা জয়-পরাজয়ের চরম বাইনারি ভেঙে দেবে।

## ৩. রাজনৈতিক অপরাধের জন্য 'কঠোর অযোগ্যতা' আইন

পেশিশক্তি ব্যবহার করে জয়ের সংস্কৃতি বন্ধ করতে নির্বাচনী আইনের সংস্কার প্রয়োজন।

- **আইনি পয়েন্ট:** যদি কোনো প্রার্থীর বিরুদ্ধে নির্বাচনের সময় সহিংসতা, বুথ দখল বা পেশিশক্তি ব্যবহারের প্রাথমিক প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে তাকে ১০ বছরের জন্য নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করা।

- **সুফল:** "যে কোনো মূল্যে জিততে হবে" —এই মানসিকতার চেয়ে "নিয়ম মেনে লড়াইতে হবে" এই ভয় নেতাদের মধ্যে কাজ করবে।

## ৪. পরাজিত পক্ষের সাংবিধানিক সুরক্ষা ও 'শ্যডো ক্যাবিনেট'

পরাজিত দলকে রাজনৈতিকভাবে নিশ্চিহ্ন করার সংস্কৃতি বন্ধ করতে হবে।

- **আইনি পয়েন্ট:** সংসদে বিরোধী দলীয় নেতাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে 'ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার' পদমর্যাদা বা বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা। গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় নিয়োগে (যেমন: নির্বাচন কমিশন, দুদক) সরকারি ও বিরোধী দল—উভয় পক্ষের সম্মতি বাধ্যতামূলক করা।
- **সুফল:** এতে পরাজিত পক্ষ নিজেকে 'অসহায়' মনে করবে না এবং জয়ী পক্ষ 'একচ্ছত্র অধিপতি' হতে পারবে না।

## ৫. রাজনৈতিক অর্থায়নের স্বচ্ছতা ও অডিট আইন

পেশিশক্তির উৎস হলো কালো টাকা। যারা পেশিশক্তি দিয়ে জিততে চায়, তারা বড় অংকের টাকা বিনিয়োগ করে।

- **আইনি পয়েন্ট:** প্রতিটি রাজনৈতিক দলের আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রতি বছর একটি স্বাধীন কমিশন দ্বারা অডিট করা এবং নির্বাচনী ব্যয়ের উর্ধ্বসীমা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা।
- **সুফল:** টাকার জোরে জেতার সুযোগ কমলে মেধাবী ও নীতিবান মানুষেরা রাজনীতিতে আসার সুযোগ পাবেন।

এই আইনি সংস্কারের একটি সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ:

| বিষয়ের নাম        | প্রস্তাবিত আইন/নীতি                          | কাজক্ষিত পরিবর্তন                           |
|--------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| নির্বাচনী ব্যবস্থা | আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (PR System)            | ছোট-বড় সব পক্ষের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা। |
| সংসদীয় কাঠামো     | কো-অপারেশন অ্যান্ড (সরকারি-বিরোধী যৌথ কমিটি) | শত্রুতার বদলে জাতীয় স্বার্থে সমঝোতা।       |
| আচরণবিধি           | জিরো টলারেন্স টু ভায়োলেন্স আইন              | পেশিশক্তির বদলে যুক্তির রাজনীতি।            |
| রাষ্ট্রীয় পদ      | বিরোধী দলীয় নেতার সাংবিধানিক ক্ষমতায়ন      | হার-জিতের ভীতি দূর করা।                     |

০৬

## জয়-পরাজয়ের বাইনারি সংস্কৃতি থেকে উত্তরণ এবং 'মাল্টিপোলার ভিশন' ভিত্তিক রাজনীতি গড়ার প্রস্তাবনা

ভূমিকা:

বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে জয়-পরাজয়কে কেবল একটি 'বাইনারি' বা 'শূন্য-যোগফল খেলা' (Zero-sum Game) হিসেবে দেখা হচ্ছে। এই সংস্কৃতিতে জয়কে গ্লোরিফাই করা হয় এবং পরাজয়কে অস্তিত্বের সংকট হিসেবে দেখা হয়। এর

ফলে সমাজে পেশিশক্তি, অসহিষ্ণুতা এবং অনৈতিকভাবে জেতার প্রবণতা মহামারি আকার ধারণ করেছে। এই সংকট থেকে উত্তরণে আমরা 'মাল্টিপোলার ভিশন' বা 'বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি' ভিত্তিক একটি নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক চুক্তির প্রস্তাব করছি।

## ১. দার্শনিক ভিত্তি (Philosophical Shift)

আমাদের লড়াইয়ের মূলনীতি হতে হবে—"পদ্ধতির বিশুদ্ধতা ফলাফলের চেয়ে দামী।"

- নীতি ও নৈতিকতা:** রাজনৈতিক দলগুলোকে স্বীকার করতে হবে যে, অন্যায় উপায়ে অর্জিত বিজয় আসলে একটি দীর্ঘমেয়াদী পরাজয়।
- সহাবস্থান:** প্রতিপক্ষকে 'নির্মূলযোগ্য শত্রু' না ভেবে 'প্রয়োজনীয় ভিন্নমত' হিসেবে গ্রহণ করার মানসিকতা তৈরি করা।

## ২. আইনি ও কাঠামোগত সংস্কার (Legislative Reforms)

কেবল নৈতিক উপদেশ দিয়ে পরিবর্তন সম্ভব নয়; এর জন্য প্রয়োজন শক্তিশালী আইনি রক্ষাকবচ:

- আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচন (Proportional Representation):** বর্তমান 'Winner-takes-all' পদ্ধতি পরিবর্তন করে ভোটের অনুপাত অনুযায়ী সংসদে আসন বন্টন করতে হবে। এতে প্রতিটি পক্ষ তাদের ন্যায্য হিস্যা পাবে এবং হার-জিতের চরম সংঘাত কমেবে।
- বিরোধী দলের সাংবিধানিক মর্যাদা:** সংসদীয় ব্যবস্থায় বিরোধী দলীয় নেতাকে বিশেষ ক্ষমতা ও রাষ্ট্রীয় প্রটোকল প্রদান করা। গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তে (নিয়োগ ও নীতি নির্ধারণ) বিরোধী দলের 'ভেটো' বা সম্মতির আইনি বিধান রাখা।
- নির্বাচনী সহিংসতায় স্থায়ী অযোগ্যতা:** কোনো প্রার্থী বা দল পেশিশক্তি ব্যবহার করলে তাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার স্থায়ীভাবে বাতিলের কঠোর আইন প্রণয়ন করা।
- অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র ও মেয়াদের সীমাবদ্ধতা:** রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতর বাধ্যতামূলক নির্বাচন এবং শীর্ষ পদে মেয়াদের সীমাবদ্ধতা (Term Limit) আরোপ করা।

## ৩. সামাজিক ন্যায়বিচার ও জবাবদিহিতা (Social Accountability)

- স্বাধীন প্রতিষ্ঠান:** নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন এবং বিচার বিভাগকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখতে হবে, যাতে ন্যায়বিচার কোনো নির্দিষ্ট দলের 'বিজয়'-এর ওপর নির্ভর না করে।
- তৃণমূল সংলাপ:** এলাকাভিত্তিক 'মাল্টিপোলার কাউন্সিল' গঠন করা, যেখানে সব দলের প্রতিনিধিরা জয়-পরাজয় ভুলে এলাকার উন্নয়নে একসাথে কাজ করবেন।

## ৪. আমাদের আহ্বান (The Call to Action)

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতি:

আসুন, ক্ষমতার রাজনীতির চেয়ে নীতির রাজনীতিকে বড় করে দেখি। পরাজয়কে সম্মানজনক এবং জয়কে বিনয়ী করার সংস্কৃতি শুরু করুন।

জনসাধারণের প্রতি:

পেশিশক্তি ব্যবহারকারী নেতার বদলে যুক্তিবাদী ও নীতিবান নেতৃত্বকে বেছে নিন। লড়াইকে কেবল 'হার-জিতের চশমা' দিয়ে না দেখে 'ন্যায়বিচারের মানদণ্ডে' বিচার করুন।

উপসংহার:

একটি উন্নত বাংলাদেশ গড়তে হলে আমাদের এমন এক ব্যবস্থায় ফিরতে হবে যেখানে জয়ী পক্ষ হবে অভিভাবক এবং পরাজিত পক্ষ হবে ছায়া-সরকার। 'মাল্টিপোলার ভিশন' আমাদের সেই বহুত্ববাদী ও স্থিতিশীল ভবিষ্যতের পথ দেখাবে।

নিবেদক,

সচেতন নাগরিক সমাজ।

০৭

## শ্যাডো ক্যাবিনেট (Shadow Cabinet) বা 'ছায়া মন্ত্রিসভা'

শ্যাডো ক্যাবিনেট (Shadow Cabinet) বা 'ছায়া মন্ত্রিসভা' হলো সংসদীয় গণতন্ত্রের একটি অত্যন্ত শক্তিশালী এবং পরিশীলিত কাঠামো। এটি মূলত বিরোধী দলের একটি 'প্রস্তুত মন্ত্রিসভা' হিসেবে কাজ করে।

সহজ কথায়, সরকারে যেমন একজন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বা অর্থমন্ত্রী থাকেন, বিরোধী দলেও একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি থাকেন যিনি শুধু ওই মন্ত্রণালয়টির কাজের ওপর নজরদারি করবেন।

নিচে এর কার্যকারিতা এবং আপনার প্রশ্নের উত্তর বিস্তারিতভাবে দেওয়া হলো:

### ১. শ্যাডো ক্যাবিনেট কিভাবে ফাংশনাল হয়?

এটি একটি সুশৃঙ্খল ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হয়:

- বিভাগভিত্তিক নজরদারি (Departmental Monitoring):** শ্যাডো মন্ত্রিসভার প্রতিটি সদস্যকে (যাদের 'শ্যাডো মিনিস্টার' বলা হয়) একটি নির্দিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়। যেমন, সরকারের অর্থমন্ত্রী যখন বাজেট ঘোষণা করেন, শ্যাডো অর্থমন্ত্রী তার ভুলত্রুটি ধরে 'বিকল্প বাজেট' পেশ করেন।
- সংসদে জবাবদিহিতা:** সংসদে যখন কোনো নির্দিষ্ট মন্ত্রণালয় নিয়ে আলোচনা হয়, তখন শ্যাডো মিনিস্টার সেই মন্ত্রণালয়ের সরকারি মন্ত্রীকে সরাসরি যুক্তি ও তথ্য দিয়ে প্রশ্ন করেন। এটি সাধারণ সমালোচনার চেয়ে অনেক বেশি গভীর ও টেকনিক্যাল হয়।
- প্রস্তুত সরকার (Government-in-waiting):** শ্যাডো ক্যাবিনেটের মূল উদ্দেশ্য হলো জনগণকে দেখানো যে—যদি বর্তমান সরকার আজই ক্ষমতা হারায়, তবে বিরোধী দলের কাছে রাষ্ট্র চালানোর মতো যোগ্য ও দক্ষ টিম প্রস্তুত আছে।
- উদাহরণ:** ব্রিটেনের পার্লামেন্টারি সিস্টেমে শ্যাডো ক্যাবিনেট খুবই কার্যকর। সেখানে 'অফিসিয়াল অপজিশন' বা প্রধান বিরোধী দলকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা বাজেট এবং অফিস দেওয়া হয় যাতে তারা সরকারের কাজের ভুলগুলো গবেষণার মাধ্যমে বের করতে পারে।

### ২. তারা কি শুধু বিরোধী হিসেবে থাকবে নাকি মন্ত্রিসভার অংশ হতে পারবে?

আপনার এই প্রশ্নটি 'মাল্টিপোলার ভিশন' বা বহুত্ববাদী রাজনীতির জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রচলিত ব্রিটিশ মডেলে শ্যাডো মিনিস্টাররা সরাসরি সরকারের অংশ বা মন্ত্রী হন না। কিন্তু আধুনিক 'কোয়ালিশন' বা 'জাতীয় ঐক্যের' দর্শনে এর দুটি ভিন্ন রূপ হতে পারে:

#### ক. প্রচলিত মডেল (শুধুমাত্র বিরোধী হিসেবে):

এখানে শ্যাডো মিনিস্টাররা সরকারের অংশ হন না। তারা সরকারের বাইরে থেকে একটি 'ওয়াচডগ' (Watchdog) বা পাহারাদারের ভূমিকা পালন করেন। তাদের কাজ হলো সরকারের বিকল্প চিন্তা উপস্থাপন করা।

#### খ. জাতীয় ঐক্যের মডেল (অংশীজন বা মন্ত্রী হিসেবে):

আপনার প্রস্তাবিত 'মাল্টিপোলার ভিশন' অনুযায়ী, একটি বিশেষ আইনি কাঠামোর অধীনে শ্যাডো ক্যাবিনেটকে সরকারের অংশ করা সম্ভব। একে বলা হয় 'কনসেনসাস ডেমোক্রেসি' (Consensus Democracy)।

- উদাহরণ:** ইসরায়েল বা সুইজারল্যান্ডে অনেক সময় 'গ্র্যান্ড কোয়ালিশন' হয়, যেখানে প্রধান দুটি দলই সরকারে থাকে।
- মাল্টিপোলার পদ্ধতি:** গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ইস্যুতে (যেমন: পররাষ্ট্রনীতি বা শিক্ষা) সরকার ও শ্যাডো ক্যাবিনেট মিলে একটি 'যৌথ কাউন্সিল' গঠন করতে পারে। সেখানে শ্যাডো মিনিস্টার সরাসরি সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নিতে পারেন যাতে জাতীয় স্বার্থে কোনো ভুল না হয়।

## ৩. শ্যাডো ক্যাবিনেটের মাধ্যমে 'জয়-পরাজয়' বাইনারি যেভাবে দূর হয়

| বিষয়          | প্রচলিত বিরোধী দল                         | শ্যাডো ক্যাবিনেট (মাল্টিপোলার)                          |
|----------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ভূমিকা         | শুধু সরকারের বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করা। | বিকল্প পলিসি বা সমাধান পেশ করা।                         |
| মানসিকতা       | সরকারকে ব্যর্থ করার চেষ্টা।               | সরকারের ভুল ধরিয়ে দিয়ে রাষ্ট্রকে বাঁচানো।             |
| পরাজিতের স্থান | তারা রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা ও অসহায়।       | তারা একটি 'ছায়া সরকার' হিসেবে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা পায়। |
| পেশিশক্তি      | রাজপথে শক্তি প্রদর্শনের প্রবণতা।          | পার্লামেন্টে তথ্য ও যুক্তির লড়াই।                      |

## ৪. উদাহরণ: একটি সফল প্রয়োগ

ধরুন, বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে বড় কোনো পরিবর্তন আসছে।

- **বাইনারি মডেলে:** সরকার তার পরিকল্পনা পাস করবে, বিরোধী দল রাজপথে হরতাল ডাকবে। ফলাফল: শূন্য।
- **শ্যাডো ক্যাবিনেট মডেলে:** বিরোধী দলের একজন 'শ্যাডো শিক্ষামন্ত্রী' থাকবেন। তিনি তার বিশেষজ্ঞ দল নিয়ে সরকারের খসড়া আইনের ওপর বিকল্প প্রস্তাবনা দিবেন। জনগণ তুলনা করতে পারবে কার পরিকল্পনা বেশি বাস্তবসম্মত। এতে গায়ের জোরের চেয়ে মেধার জয় হবে।

## আমাদের জন্য করণীয়:

বাংলাদেশে শ্যাডো ক্যাবিনেট কার্যকর করতে হলে আইনিভাবে '**বিরোধী দলীয় নেতা ও সদস্যদের অধিকার আইন**' প্রণয়ন করা প্রয়োজন। যেখানে বিরোধী দলের নির্বাচিত সদস্যদের নির্দিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ওপর ছায়া-মন্ত্রী হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেওয়া হবে।

## ০৪

## How a Shadow Cabinet Functions: A Detailed Explanation

A **Shadow Cabinet** is a sophisticated institutional framework in parliamentary democracies where the primary opposition party appoints a group of senior leaders to "shadow" or mirror the positions of the ruling government's cabinet. It acts as a professional and organized "**Government-in-Waiting**."

## 1. Operational Mechanics: How it Functions

A Shadow Cabinet becomes functional through a systematic division of labor:



- **Portfolio Mapping:** Each senior opposition member is assigned a specific ministry (e.g., Shadow Finance Minister, Shadow Health Minister). Their job is to become an expert on that specific department's policies, spending, and failures.
- **Technical Scrutiny:** When the government proposes a bill or a budget, the Shadow Cabinet does not just say "No." The Shadow Minister for that department presents a detailed critique based on data and research, often offering an "**Alternative Policy Paper**."
- **Parliamentary Accountability:** During "Question Time" in parliament, Shadow Ministers directly confront the actual Ministers. This ensures that the government is held accountable by someone who understands the technicalities of the ministry as much as they do.
- **Institutional Support:** In countries like the UK or Canada, the Shadow Cabinet is provided with state resources (offices and research staff) because their role is seen as essential for the stability of the state.

## 2. Role: Critics vs. Stakeholders (Can they be Ministers?)

The role of a Shadow Cabinet can be interpreted in two ways depending on the political model:

- **The Traditional "Watchdog" Model (Opponents):**  
In the classic Westminster system, Shadow Ministers do not hold executive power or join the government. They remain strictly in opposition. Their goal is to prove to the voters that they are a more competent team for the next election.
- **The "Multipolar" Stakeholder Model (Partners):**  
Under your proposed Multipolar Vision, the Shadow Cabinet can transcend being mere critics to become "Stakeholders in Governance." This is often seen in Consensus Democracies or during national crises.
  - **Bipartisan Committees:** Legislation can mandate that for "National Interest" issues (e.g., Climate Change, National Security, or Education), the government *must* consult the Shadow Cabinet.
  - **Joint Policy Formulation:** In this model, the Shadow Minister doesn't just oppose; they participate in high-level committees. While they don't hold the title of "Government Minister," their input has legal weight in the decision-making process.

## Breaking the Binary: Why the Shadow Cabinet is Vital

| Feature                  | Conventional Binary Politics                           | Shadow Cabinet (Multipolar Vision)                       |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>View of the Loser</b> | Marginalized and "irrelevant" until the next election. | A dignified, functional, and state-recognized authority. |
| <b>Strategy</b>          | Street agitation and paralyzing the government.        | Policy-based debates and presenting better alternatives. |



|                     |                                                              |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Victory Goal</b> | Total control of the state (Zero-sum).                       | Ensuring the best policy for the nation (Positive-sum).            |
| <b>Muscle Power</b> | High; used to gain attention since they have no formal role. | Low; they have a formal platform in parliament to exert influence. |

## Conclusion: Making it Functional in Bangladesh

To move away from muscle power and the "winner-takes-all" mentality, the Shadow Cabinet must be **legalized**. We need a "**Statutory Opposition Act**" that grants:

1. **Official Recognition:** Legal titles for Shadow Ministers.
2. **Information Access:** A legal right for Shadow Ministers to request data from the departments they shadow.
3. **Mandatory Consultation:** A requirement for the government to seek the Shadow Cabinet's feedback on long-term national policies.

In this way, the "Loser" of an election remains a powerful contributor to the nation's progress, removing the desperation to win by any means necessary.

## 09

### "Job Description" or "Code of Conduct" for a Shadow Minister based on this Multipolar Vision?

In the UK, the Shadow Cabinet is not just a group of critics; it is a **formally recognized institution** of the state. This recognition is what makes it functional and prevents the "binary" desperation of wanting to win by any means.

#### 1. Benefits and Privileges of the Shadow Cabinet (UK Model)

The UK system ensures that the "losers" of an election remain powerful and relevant through specific legal and financial provisions:

- **Official Recognition (Her Majesty's Opposition):** The Shadow Cabinet is officially termed "His Majesty's Most Loyal Opposition." This title implies that while they oppose the *Government*, they are loyal to the *State*.
- **"Short Money" (Financial Support):** The UK government provides millions of pounds in annual funding (known as Short Money) to the Shadow Cabinet. This money is used specifically for:
  - Research and policy development.
  - Hiring expert advisors to analyze government bills.
  - Running the office of the Leader of the Opposition.
- **Constitutional Salaries:** The Leader of the Opposition and the Opposition Chief Whips receive an **official salary from the state**, in addition to their salary as MPs. This acknowledges that "opposing" is a full-time professional job for the public good.
- **Access to the "Civil Service" (The Douglas-Home Rules):** Before an election, Shadow Ministers are legally allowed to meet with senior Civil Servants (Permanent Secretaries). This ensures that if the government changes, the transition is seamless because the Shadow Cabinet already understands the internal workings of the ministries.
- **The Privy Council:** The Leader of the Opposition is usually a member of the **Privy Council**. This allows them to receive "Secret" or "Top Secret" briefings from the Prime Minister on matters of national security, ensuring the opposition doesn't accidentally harm the country while criticizing the government.

## 2. Countries Implementing the "Multipolar Vision"

Beyond the UK, several countries use different mechanisms to ensure that politics is not a "Zero-Sum Game" (where one's win is the other's total loss).

### A. Germany: The Culture of "Grand Coalitions"

Germany often operates through a **Multipolar Consensus**. Because of their electoral system, no single party usually wins an absolute majority.

- **How it works:** Rivals (like the CDU and SPD) often form a "Grand Coalition" together.
- **Result:** This forces bitter rivals to sit in the same cabinet and run the country together. It destroys the "Winner-Takes-All" binary because the "winner" must share power with the "loser" to form a government.

### B. Switzerland: The "Magic Formula" (The Ultimate Multipolarity)

Switzerland has perhaps the most stable multipolar system in the world.

- **How it works:** Since 1959, they have used a "Magic Formula" to divide the 7 seats of the Federal Council (the Cabinet) among the four largest political parties.

- **Result:** There is no "Opposition" in the traditional sense because all major parties are *always* in government. Decisions are made by **consensus**, not by a majority crushing a minority. This has made Switzerland one of the most peaceful and prosperous nations.

### C. New Zealand: Proportional Representation (MMP)

New Zealand moved away from the UK-style "First-Past-the-Post" system in the 1990s to **Mixed Member Proportional (MMP)**.

- **How it works:** Even if a party "loses" the race for a specific seat, if they get 5% of the national vote, they get seats in Parliament.
- **Result:** This ensures that small parties and different ideologies are always at the table. It prevents the two-party binary and encourages parties to build bridges rather than burn them.

### D. South Africa: The Government of National Unity (GNU)

After the end of Apartheid, Nelson Mandela knew that a "Binary Win" for the Black majority would lead to civil war.

- **How it works:** He created a Government of National Unity where the former oppressors (National Party) and the liberators (ANC) sat in the same cabinet.
- **Result:** This saved the country from collapse. Even today, South Africa recently returned to a GNU model to ensure stability when no party won a full majority.

---

## 3. Why this matters for Bangladesh

In Bangladesh, we lack these "**Institutional Safety Nets.**"

1. **Financial:** Our opposition has no "Short Money" to do research, so they rely on slogans.
2. **Legal:** Our "Winner" takes 100% of the power, leaving the "Loser" with 0%. This makes the "Loser" feel they must use violence to survive.
3. **Security:** Our government and opposition do not share "Secret" briefings, leading to a total lack of trust on national issues.

Conclusion:

By adopting the UK's Shadow Cabinet privileges and Germany's consensus-building mindset, Bangladesh can transform its political landscape from a "battlefield" into a "boardroom."

## 10

## "Short Money" (State funding for Opposition research) budget to encourage intellectual politics?

Implementing "Short Money" (State funding for Opposition research) would be a transformative step for Bangladesh. It would move the political focus away from "who has more muscle" to "who has better ideas."

Below is a formal proposal drafted for the Bangladesh context, followed by the Bengali version.

### Proposal: Strengthening Democracy through Intellectual Politics

#### Introducing "Shadow Excellence Grants" (Short Money) in Bangladesh

##### 1. The Problem: "A Vacuum of Alternatives"

Currently, political opposition in Bangladesh is often forced into street-based agitation because they lack the institutional resources to engage in "policy warfare." Without data, researchers, or offices, opposition parties cannot provide technical critiques of the National Budget or government projects, leading to a "binary" conflict where only the loud survive.

##### 2. The Solution: The UK "Short Money" Model

We propose that the Bangladesh National Budget include a specific allocation called the "Parliamentary Research & Oversight Fund" (PROF). This fund will provide financial assistance to opposition parties specifically for:

- Shadow Research: Hiring economists, legal experts, and environmentalists to analyze government bills.
- Shadow Cabinet Salaries: Providing a professional allowance to Shadow Ministers so they can work full-time on their portfolios.
- Institutional Capacity: Funding travel and administrative costs for Shadow Ministers to visit grassroots areas and collect public grievances.

##### 3. Proposed Funding Formula for Bangladesh

To ensure fairness, the funding should be calculated based on:

1. Base Grant: A fixed amount for any party with at least 2 seats in Parliament.
2. Performance Bonus: A specific amount for every 100,000 votes received in the last General Election (recognizing parties with large public support but fewer seats).
3. Audit & Accountability: Every Taka must be audited by the Comptroller and Auditor General (CAG). If the money is used for political rallies or violence, the funding will be permanently canceled.

##### 4. Expected Benefits

- Reduced Violence: Opposition parties will focus their energy on creating "Alternative Budgets" rather than calling for strikes (Hartals).
- Better Governance: The government will be forced to improve its policies because the opposition will have the data to prove where the government is failing.
- Professional Leadership: Young, educated professionals will be attracted to politics because it becomes an intellectual profession rather than a muscle-based one.

## প্রস্তাবনা: মেধাবী রাজনীতির মাধ্যমে গণতন্ত্রের শক্তিশালীকরণ

বাংলাদেশে "ছায়া গবেষণা অনুদান" (Short Money) প্রবর্তনের প্রস্তাব

১. সমস্যা: "বিকল্প চিন্তার অভাব"

বাংলাদেশের বর্তমান রাজনীতিতে বিরোধী দলগুলো প্রায়ই রাজপথের আন্দোলনে বাধ্য হয় কারণ তাদের কাছে "নীতিগত যুদ্ধের" জন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সম্পদ নেই। উপাত্ত (Data), গবেষক বা দাপ্তরিক সহায়তা ছাড়া বিরোধী দলগুলো জাতীয় বাজেট বা সরকারি প্রকল্পের কারিগরি সমালোচনা করতে পারে না। ফলে রাজনীতি কেবল "গলার জোরের" ওপর টিকে থাকে।

২. সমাধান: যুক্তরাজ্যের "শর্ট মানি" মডেল

আমরা প্রস্তাব করছি যে, বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটে "পার্লামেন্টারি রিসার্চ অ্যান্ড ওভারসাইট ফান্ড" (PROF) নামে একটি বিশেষ বরাদ্দ রাখা হোক। এই তহবিলটি বিরোধী দলগুলোকে সুনির্দিষ্ট কিছু কাজে সহায়তা করবে:

- ছায়া গবেষণা: সরকারি বিল এবং নীতিগুলো বিশ্লেষণের জন্য অর্থনীতিবিদ, আইন বিশেষজ্ঞ এবং পরিবেশবিদ নিয়োগ করা।
- ছায়া মন্ত্রী ভাতা: শ্যাডো মিনিস্টার বা ছায়া মন্ত্রীদের একটি পেশাদার ভাতা দেওয়া যাতে তারা পূর্ণসময় তাদের মন্ত্রণালয়ের জন্য কাজ করতে পারেন।
- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা: ছায়া মন্ত্রীদের তৃণমূল পর্যায়ে যাওয়ার জন্য যাতায়াত এবং প্রশাসনিক খরচ বহন করা যাতে তারা জনগণের অভাব-অভিযোগ সরাসরি শুনতে পারেন।

৩. অর্থায়নের প্রস্তাবিত নিয়মাবলী

স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে অনুদানটি নিচের ভিত্তিতে বণ্টন করা যেতে পারে:

১. ভিত্তি অনুদান: সংসদে অন্তত ২টি আসন থাকা যেকোনো দলের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ।

২. জনসমর্থন বোনাস: গত নির্বাচনে প্রতি ১ লক্ষ ভোটের বিপরীতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ (যাতে অনেক ভোট পেয়েও কম আসন পাওয়া দলগুলো বৈষম্যের শিকার না হয়)।

৩. অডিট ও জবাবদিহিতা: প্রতিটি টাকার হিসাব মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (CAG) দ্বারা অডিট করা হবে। যদি এই অর্থ রাজনৈতিক মিছিল বা সহিংসতায় ব্যবহৃত হয়, তবে সেই দলের অনুদান স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়া হবে।

৪. প্রত্যাশিত ফলাফল

- সহিংসতা হ্রাস: বিরোধী দলগুলো হরতাল ডাকার বদলে "বিকল্প বাজেট" বা "বিকল্প পলিসি" তৈরিতে তাদের শক্তি ব্যয় করবে।
- সুশাসন নিশ্চিত: সরকার তাদের নীতিগুলো আরও উন্নত করতে বাধ্য হবে কারণ বিরোধী দলের কাছে সরকারের ভুল ধরার মতো পর্যাপ্ত তথ্য ও বিশেষজ্ঞ থাকবে।
- পেশাদার নেতৃত্ব: শিক্ষিত পেশাজীবীরা রাজনীতিতে আসতে আগ্রহী হবেন কারণ রাজনীতি তখন পেশিশক্তির বদলে একটি মেধাভিত্তিক পেশায় পরিণত হবে।

# White Paper: The Multipolar Vision

## A Roadmap for a New Political Culture in Bangladesh

This **White Paper** serves as a comprehensive roadmap to transition Bangladesh from a confrontational "Binary" political culture to a constructive "**Multipolar Vision**." It integrates the philosophical, legal, and structural reforms we have discussed.

### 1. Executive Summary

Bangladesh's political landscape is currently trapped in a **Binary Lens**, where competition is viewed as a zero-sum game. This "winner-takes-all" mentality glorifies unethical victory and stigmatizes defeat, leading to the use of muscle power over merit. This paper proposes a **Multipolar Vision**—a system where power is shared, opposition is institutionalized, and the "purity of process" is valued over the "glory of result."

### 2. The Philosophical Shift: From Conflict to Competition

- **Process over Outcome:** True victory lies in adhering to ethics and laws. A win achieved through muscle power is a moral defeat for the nation.
- **Multipolarity:** Recognizing that a healthy state requires multiple centers of influence. The opposition is not an "enemy" to be eliminated but a "partner in progress" that provides checks and balances.

### 3. Institutionalizing the "Shadow Cabinet"

To make the opposition functional and professional, Bangladesh must adopt the **Shadow Cabinet** model with specific privileges:

- **Portfolio Mapping:** Opposition leaders should be assigned specific ministries to monitor and provide expert critiques.
- **The "Short Money" Concept:** Providing state-funded research grants to the Shadow Cabinet to develop "Alternative Policy Papers" instead of relying on street protests.
- **Access to Information:** Legal rights for Shadow Ministers to access non-classified departmental data to ensure fact-based debates.

### 4. Legal and Structural Reforms

- **Proportional Representation (PR):** Shifting from "First-Past-the-Post" to a system where parliament seats are distributed based on the percentage of total votes. This ensures no party is completely marginalized.
- **Constitutional Status for the Opposition:** Granting the Leader of the Opposition a formal role in national appointments (e.g., Election Commission, Judiciary).
- **Mandatory Internal Democracy:** Requiring political parties to hold regular internal elections and implement term limits for top leadership.
- **Strict Disqualification:** Permanent disqualification for candidates or parties involved in electoral violence or the use of muscle power.

## 5. The Citizens' Accountability Framework

- **Shadow Minister Scorecard:** Citizens and media will evaluate leaders based on their policy contributions, parliamentary attendance, and rejection of violence.
- **National Interest Clause:** During crises (pandemics, security threats), the Government and Shadow Cabinet must form **Joint Strategic Councils**

# ১৩

## শ্বেতপত্র: মাল্টিপোলার ভিশন

বাংলাদেশের নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি রূপরেখা

### ১. সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের বর্তমান রাজনীতি একটি 'বাইনারি লেসে' বন্দি, যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে "একজনের জয় মানেই অন্যজনের নিশ্চিত বিনাশ" হিসেবে দেখা হয়। এই "সবটুকু পাওয়ার" মানসিকতা অনৈতিক জয়কে উৎসাহিত করে এবং পরাজয়কে গ্লানি হিসেবে চিহ্নিত করে, যার ফলে মেধার চেয়ে পেশিশক্তির কদর বাড়ে। এই শ্বেতপত্রটি একটি 'মাল্টিপোলার ভিশন' বা 'বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির' প্রস্তাব করছে—এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে ক্ষমতা ভাগাভাগি হবে, বিরোধী দলকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হবে এবং "ফলাফলের চেয়ে পদ্ধতির বিশুদ্ধতাকে" বড় করে দেখা হবে।

### ২. দার্শনিক পরিবর্তন: সংঘাত থেকে প্রতিযোগিতা

- **ফলাফলের চেয়ে প্রক্রিয়া বড়:** প্রকৃত বিজয় হলো নীতি ও আইন মেনে চলা। পেশিশক্তির মাধ্যমে অর্জিত জয় আসলে জাতির জন্য একটি নৈতিক পরাজয়।
- **বহুমাত্রিকতা:** একটি সুস্থ রাষ্ট্রের জন্য ক্ষমতার একাধিক কেন্দ্র থাকা প্রয়োজন। বিরোধী দল কোনো "নির্মূলযোগ্য শত্রু" নয়, বরং তারা রাষ্ট্রের ভারসাম্য রক্ষায় "উন্নয়নের অংশীদার"।

### ৩. 'শ্যাডো ক্যাবিনেট' বা ছায়া মন্ত্রিসভাকে কার্যকর করা

বিরোধী দলকে দক্ষ ও পেশাদার করতে বাংলাদেশে 'শ্যাডো ক্যাবিনেট' মডেল চালু করতে হবে:

- **মন্ত্রণালয় ভিত্তিক দায়িত্ব:** বিরোধী দলের নেতাদের নির্দিষ্ট মন্ত্রণালয় পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব দিতে হবে।
- **গবেষণা তহবিল (Short Money):** রাজপথে হরতাল-মিছিলের বদলে বিকল্প পলিসি বা সমাধান তৈরির জন্য বিরোধী দলকে রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে গবেষণার সুযোগ দিতে হবে।
- **তথ্যের অধিকার:** ছায়া মন্ত্রীদের সরকারি দপ্তরের তথ্য পাওয়ার আইনি অধিকার দিতে হবে যাতে তারা সংসদে তথ্যনির্ভর বিতর্ক করতে পারেন।

## ৪. আইনি ও কাঠামোগত সংস্কার

- **আনুগাতিক প্রতিনিধিত্ব (PR):** "যে বেশি ভোট পাবে সে-ই সব পাবে"—এই প্রথা বদলে মোট প্রাপ্ত ভোটের শতাংশ অনুযায়ী সংসদে আসন বরাদ্দ করা। এতে কোনো পক্ষই পুরোপুরি রাজনীতি থেকে মুছে যাবে না।
- **বিরোধী দলের সাংবিধানিক মর্যাদা:** রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগের ক্ষেত্রে (যেমন: নির্বাচন কমিশন, বিচার বিভাগ) বিরোধী দলীয় নেতার সম্মতি বা ভেটো দেওয়ার আইনি ক্ষমতা প্রদান করা।
- **বাধ্যতামূলক অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র:** রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতর নিয়মিত নির্বাচন এবং শীর্ষ পদে মেয়াদের সীমাবদ্ধতা (Term Limit) নিশ্চিত করা।
- **কঠোর অযোগ্যতা আইন:** নির্বাচনী সহিংসতা বা পেশিশক্তি ব্যবহারকারী প্রার্থী ও দলের সদস্যপদ চিরস্থায়ীভাবে বাতিলের আইন প্রণয়ন করা।

## ৫. নাগরিক জবাবদিহিতা কাঠামো

- **ছায়া মন্ত্রী স্কোরকার্ড:** নাগরিক ও গণমাধ্যম নেতাদের মূল্যায়ন করবে তাদের কাজের মান, সংসদে উপস্থিতি এবং সহিংসতার বর্জনের ওপর ভিত্তি করে।
- **জাতীয় স্বার্থ রক্ষা:** জাতীয় সংকটে (মহামারি বা নিরাপত্তা হুমকি) সরকার ও শ্যাডো ক্যাবিনেট মিলে 'যৌথ কৌশলগত কাউন্সিল' গঠন করবে।



## জিরো সাম গেম ও পজিটিভ সাম গেমঃ উৎপত্তি, ইতিহাস ও ব্যবহার

রো-সাম গেম এবং পজিটিভ-সাম গেম-এর ধারণাগুলো শুধু গণিত বা অর্থনীতির বিষয় নয়, এগুলো মানুষের সামাজিক এবং রাজনৈতিক আচরণের মূল ভিত্তি। আপনার 'মাল্টিপোলার ভিশন' বা বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে শক্তিশালী করতে এর ইতিহাস ও প্রয়োগ জানা অত্যন্ত জরুরি।

নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

## ১. জিরো-সাম গেম (Zero-Sum Game): উৎপত্তি ও ইতিহাস

উৎপত্তি:

এর আধুনিক গাণিতিক ভিত্তি স্থাপিত হয় ১৯৪৪ সালে। বিখ্যাত গণিতবিদ জন ভন নিউম্যান (John von Neumann) এবং অর্থনীতিবিদ অস্কার মর্গেনস্টার্ন (Oskar Morgenstern) তাদের যুগান্তকারী বই "Theory of Games and Economic Behavior" এ এটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। তবে এর মূল ধারণাটি হাজার বছরের পুরনো 'মার্কেট ইকোনমি' বা 'যুদ্ধ বিগ্রহ' থেকে এসেছে।

ইতিহাস:

- **প্রাচীন ধারণা:** প্রাচীনকালে সম্পদকে (যেমন জমি বা সোনা) সীমাবদ্ধ মনে করা হতো। ফলে একজনের জমি দখল করা মানেই অন্যের হার।
- **মারক্যান্টিলিজম (Mercantilism):** ১৬শ থেকে ১৮শ শতাব্দীতে ইউরোপীয় রাজারা মনে করতেন পৃথিবীর মোট সম্পদ নির্দিষ্ট। তাই এক দেশ ধনী হতে চাইলে অন্য দেশকে লুট করতে হবে। এটিই ছিল জিরো-সাম রাজনীতির চরম যুগ।
- **শীতল যুদ্ধ (Cold War):** গত শতাব্দীতে আমেরিকা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের লড়াই ছিল একটি ক্লাসিক জিরো-সাম গেম। এক পক্ষের প্রভাব বাড়া মানেই অন্য পক্ষের অস্তিত্বের সংকট।

ব্যবহার:

যখন আপনি জিরো-সাম গেমের সমালোচনা করবেন, তখন বলবেন যে— এই ধারণাটি সমাজকে "অবিশ্বাসের" দিকে ঠেলে দেয়। এখানে মানুষ অন্যকে সহযোগী না ভেবে 'শিকার' মনে করে।

## ২. পজিটিভ-সাম গেম (Positive-Sum Game): উৎপত্তি ও ইতিহাস

উৎপত্তি:

এর আধুনিক ধারণাটি জনপ্রিয় হয় ১৯৫০-এর দশকে গেম থিওরির আরও অগ্রগতির মাধ্যমে, বিশেষ করে জন ন্যাশ (John Nash) এর 'ন্যাশ ইকুইলিব্রিয়াম' (Nash Equilibrium) এর মাধ্যমে। তবে দর্শনের ক্ষেত্রে এর বীজ বুনেছিলেন অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith) তাঁর 'অদৃশ্য হাত' (Invisible Hand) তত্ত্বের মাধ্যমে, যেখানে তিনি দেখান যে পারস্পরিক বাণিজ্যিক বিনিময়ে দুপক্ষই লাভবান হয়।

ইতিহাস:

- **শিল্প বিপ্লব ও বাণিজ্য:** মানুষ যখন বুঝতে পারল যে উৎপাদনশীলতা এবং প্রযুক্তির মাধ্যমে সম্পদ বাড়ানো সম্ভব, তখন জিরো-সাম গেমের ধারণা ভাঙতে শুরু করে। মানুষ বুঝল, বাণিজ্য করলে দুজনেই ধনী হওয়া সম্ভব।
- **আন্তর্জাতিক সহযোগিতা:** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘ (UN) বা ইউরোপীয় ইউনিয়নের (EU) মতো সংস্থাগুলো গঠন করা হয়েছিল পজিটিভ-সাম গেমের ভিত্তিতে— অর্থাৎ দেশগুলো মারামারি না করে সহযোগিতা করলে সবার মঙ্গল হবে।
- **অহিংস আন্দোলন:** নেলসন ম্যান্ডেলা দক্ষিণ আফ্রিকায় যখন 'রেইনবো নেশন' গড়লেন, তখন তিনি পজিটিভ-সাম গেম খেলেছিলেন। তিনি শত্রুতাঙ্গদের নির্মূল না করে তাদের সাথে নিয়ে দেশ গড়ার পথ বেছে নিয়েছিলেন।

ব্যবহার:

মাল্টিপোলার ভিশন ব্যাখ্যায় আপনি বলবেন যে— পজিটিভ-সাম গেম মানুষকে "উদ্ভাবন" এবং "সমঝোতার" দিকে নিয়ে যায়। এখানে সম্পদ ভাগাভাগি নয়, সম্পদ সৃষ্টির ওপর জোর দেওয়া হয়।

### ৩. এই ধারণাগুলো বলিষ্ঠভাবে ব্যবহারের কৌশল

আপনার বক্তৃতায় বা রচনায় এই শব্দগুলো নিচের মতো করে প্রয়োগ করতে পারেন:

- রাজনৈতিক সংঘাতের সময়:** "আমরা বর্তমানে যে রাজনীতি করছি তা একটি **জিরো-সাম গেম**। এখানে হারলে সব হারাতে হয় বলেই মানুষ হিংস্র হয়ে ওঠে। আমাদের প্রয়োজন একটি **মাল্টিপোলার ভিশন**, যেখানে রাজনীতি হবে একটি **পজিটিভ-সাম গেম**— যেখানে সবার মতামত গ্রহণ করলে রাষ্ট্রের মোট উন্নতি হবে।"
- উন্নয়ন ব্যাখ্যায়:** "উন্নয়ন মানে কেবল এক পক্ষের লাভ নয়। যখন সরকারি দল এবং বিরোধী দল (শ্যাডো ক্যাবিনেট) একে অপরের গঠনমূলক সমালোচনা করবে, তখন রাষ্ট্র উন্নত হবে। এটিই পজিটিভ-সাম লজিক।"

| বিষয়       | জিরো-সাম গেম                    | পজিটিভ-সাম গেম                            |
|-------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| মূল বিশ্বাস | সম্পদ বা ক্ষমতা সীমাবদ্ধ।       | সম্পদ বা ক্ষমতা বৃদ্ধিযোগ্য।              |
| সম্পর্ক     | একজন জিতলে অন্যজন হারবে।        | দুজনেই বা সবাই লাভবান হতে পারে।           |
| মানসিকতা    | ঈর্ষা ও ধ্বংসাত্মক প্রতিযোগিতা। | আস্থা ও সৃজনশীল সহযোগিতা।                 |
| উদাহরণ      | জুয়া খেলা বা প্রাচীন যুদ্ধ।    | আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বা গণতান্ত্রিক সংলাপ। |

### ৪. নেলসন ম্যান্ডেলার উদাহরণ (একটি বলিষ্ঠ রেফারেন্স)

আপনি যখন রাজনৈতিক নেতাদের কাছে এই দর্শনটি তুলে ধরবেন, তখন নেলসন ম্যান্ডেলার কথা বলতে পারেন। তিনি জানতেন যে— যদি তিনি কেবল কৃষ্ণাঙ্গদের জয়ের কথা ভাবতেন, তবে সেটি হতো **জিরো-সাম** (শ্বেতাঙ্গদের ধ্বংস)। কিন্তু তিনি বেছে নিলেন **পজিটিভ-সাম** পথ, যেখানে সবাই মিলে দক্ষিণ আফ্রিকা গড়বে। এটিই ছিল তাঁর মাল্টিপোলার ভিশন।

১৫

## জিরো সাম গেম ও পজিটিভ সাম গেম এবং মাল্টিপোলার ভিশন

আপনার **মাল্টিপোলার ভিশন** (Multipolar Vision) বা বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে গাণিতিক ও যৌক্তিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য **গেম থিওরি (Game Theory)**-র এই দুটি ধারণা সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার। এটি মানুষকে বোঝাতে সাহায্য করবে যে, কেন বর্তমানের "মারমুখী রাজনীতি" আসলে সবার জন্যই ক্ষতিকর।

নিচে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হলো:

### ১. জিরো-সাম গেম (Zero-Sum Game): "আমার জয় মানেই তোমার ধ্বংস"

মূল ধারণা:

এটি এমন একটি পরিস্থিতি যেখানে মোট সম্পদের পরিমাণ সীমাবদ্ধ বা নির্দিষ্ট। ফলে, একজন যদি কিছু লাভ করে, তবে অন্যজনকে ঠিক সমপরিমাণ হারাতে হয়। গাণিতিকভাবে:  $\$1 + (-\$1) = \$0$ ।

রাজনীতি ও সমাজে এর প্রয়োগ (বাইনারি লেন্স):

আমাদের বর্তমান সমাজ ও রাজনীতি এই 'জিরো-সাম' লেন্স দিয়ে দেখা হয়।

- চিন্তাধারা:** "আমি যদি ক্ষমতা পাই, তবে তোমাকে জেলে যেতে হবে।" অথবা "আমি জিতলে তুমি অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে।"
- ফলাফল:** যেহেতু হারলে 'সব হারানোর' ভয় থাকে, তাই মানুষ যে কোনো মূল্যে, পেশিশক্তি ব্যবহার করে জিততে চায়। এখানে সমঝোতার কোনো জায়গা নেই, কারণ সমঝোতা মানেই নিজের কিছু অংশ ছেড়ে দেওয়া।

কেন এটি ক্ষতিকর?

এটি সমাজে চরম মেরুকরণ এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রতিহিংসা তৈরি করে। এতে সম্পদ বা উন্নয়ন বাড়ে না, কেবল হাতবদল হয়।

## ২. পজিটিভ-সাম গেম (Positive-Sum Game): "সবার জন্য জয়"

মূল ধারণা:

এটি এমন একটি পরিস্থিতি যেখানে পক্ষগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বা সঠিক কৌশলের মাধ্যমে মোট সম্পদের পরিমাণ বাড়িয়ে ফেলা সম্ভব। এখানে একজনের লাভ মানেই অন্যজনের লস নয়, বরং দুজনেই লাভবান হতে পারে। গাণিতিকভাবে:  $\$1 + \$1 = \$3$  (এখানে সিনার্জি বা সমন্বয়ের ফলে ফলাফল মোট যোগফলের চেয়েও বেশি হয়)।

রাজনীতি ও সমাজে এর প্রয়োগ (মাল্টিপোলার ভিশন):

এটিই আপনার প্রস্তাবিত মাল্টিপোলার দর্শনের ভিত্তি।

- চিন্তাধারা:** "আমরা যদি একসাথে একটি ভালো শিক্ষানীতি বা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করি, তবে দেশ উন্নত হবে। দেশ উন্নত হলে সরকারি দল এবং বিরোধী দল—উভয়েরই জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে।"
- ফলাফল:** এখানে লড়াইটা ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়, বরং সমস্যার বিরুদ্ধে। যখন সরকার ও বিরোধী দল (শ্যাডো ক্যাবিনেট) মিলে কোনো জাতীয় সমস্যার সমাধান করে, তখন সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নত হয়, যা দিনশেষে সব রাজনৈতিক দলের জন্যই ইতিবাচক।

## মাল্টিপোলার ভিশন ব্যাখ্যায় এই দুটি ধারণা যেভাবে ব্যবহার করবেন:

আপনি আলোচনার সময় নিচের পয়েন্টগুলো ব্যবহার করতে পারেন:

| বৈশিষ্ট্য      | জিরো-সাম গেম (বাইনারি লেন্স)         | পজিটিভ-সাম গেম (মাল্টিপোলার লেন্স) |
|----------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| লক্ষ্য         | প্রতিপক্ষকে হারানো।                  | সমস্যার সমাধান করা।                |
| মানসিকতা       | "Winner takes all" (বিজয়ীর সব দখল)। | "Win-Win" (সবার বিজয়)।            |
| পদ্ধতি         | পেশিশক্তি, ষড়যন্ত্র ও সংঘাত।        | সংলাপ, বিশেষজ্ঞ মতামত ও সহযোগিতা।  |
| সামাজিক প্রভাব | হিংসা ও অস্থিতিশীলতা।                | সামাজিক শান্তি ও টেকসই উন্নয়ন।    |

একটি বাস্তব উদাহরণ (উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন):

## দৃশ্যপট: একটি রাস্তার উন্নয়ন

- জিরো-সাম পদ্ধতি:** সরকারি দল রাস্তাটি এমনভাবে করবে যাতে কেবল তাদের সমর্থকদের লাভ হয়। বিরোধী দল রাস্তার কাজে বাধা দিবে যাতে সরকার ক্রেডিট না পায়। ফলাফল: রাস্তাটি হবে না বা নিম্নমানের হবে। (ক্ষতি: সাধারণ মানুষের)।
- পজিটিভ-সাম পদ্ধতি (মাল্টিপোলার):** সরকার পরিকল্পনা দিবে, শ্যাডো ক্যাবিনেট সেটির ভুল ধরিয়ে দিয়ে আরও উন্নত প্রস্তাব দিবে। দুপক্ষ মিলে তদারকি করবে। ফলাফল: একটি চমৎকার রাস্তা হবে। সরকার ক্রেডিট পাবে উন্নয়নের জন্য, বিরোধী দল ক্রেডিট পাবে সঠিক তদারকির জন্য। (লাভ: সবার)।

## উপসংহারের জন্য স্লোগান:

"আমাদের রাজনীতিকে জিরো-সাম গেম (মরণপণ যুদ্ধ) থেকে বের করে

## ১৬

## পজিটিভ সাম গেমঃ সভ্যতার উন্নয়ন সর্বজনীন দর্শন

আপনার পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত গভীর এবং সঠিক। **পজিটিভ-সাম গেম (Positive-sum Game)** বা "সবার জয়ের" ধারণাটি মানব সভ্যতার ইতিহাসে একটি বিপ্লব। এটি কেবল একটি গাণিতিক তত্ত্ব নয়, বরং এটি মানুষের টিকে থাকার লড়াই বা 'সারভাইভাল ইন্সটিংক্ট' থেকে একটি উন্নত 'সভ্যতা' গড়ার পথে উত্তরণের গল্প।

নিচে এই ধারণার উৎপত্তি এবং বিস্তারের ইতিহাস বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো:

## ১. ধারণার উৎপত্তি: "সীমাবদ্ধ সম্পদ" বনাম "অসীম সম্ভাবনা"

সভ্যতার শুরুর দিকে মানুষ বিশ্বাস করত পৃথিবীর সম্পদ (জমি, পশু, খনিজ) সীমাবদ্ধ। একে বলা হয় '**লিমিটেড গুড (Limited Good)**' ধারণা। এই ধারণা থেকেই জিরো-সাম বা সংঘাতের জন্ম। কিন্তু পজিটিভ-সাম ধারণার উৎপত্তি ঘটে মূলত তিনটি প্রধান পরিবর্তনের মাধ্যমে:

## ক) শ্রম বিভাজন এবং বিনিময় (Division of Labor):

প্রাচীন মানুষ যখন বুঝতে পারল যে একজন মানুষ একা সব করতে পারে না, তখন পজিটিভ-সাম গেমের সূচনা হয়। ধরুন, একজন ভালো শিকারি এবং অন্যজন ভালো অস্ত্র তৈরি কারক। শিকারি যদি অস্ত্র তৈরি কারককে মাংস দেয় এবং সে বিনিময়ে উন্নত তীরের মাথা দেয়, তবে দুজনেই আগের চেয়ে বেশি লাভবান হয়। এখানে  $১+১=২$  নয়, বরং  $৩$  বা  $৪$  হয়ে যায়।

## খ) বাণিজ্যিক বুদ্ধিমত্তা (Merchant Intelligence):

প্রাচীন সিল্ক রোড বা সামুদ্রিক বাণিজ্যের সময় মানুষ দেখল যে, এক দেশের সম্ভা পণ্য অন্য দেশে নিয়ে গেলে উভয় দেশই লাভবান হয়। এখানে কেউ কাউকে না হারিয়েই সম্পদ বৃদ্ধি করছে। এই 'ট্রেড' বা বাণিজ্যই জিরো-সাম গেমের সীমাবদ্ধতা প্রথম ভেঙে দেয়।

## গ) প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন (Innovation):

পজিটিভ-সাম ধারণার সবচেয়ে বড় চালিকাশক্তি হলো মেধা। মানুষ যখন লাঙল থেকে ট্রাক্টর তৈরি করল, তখন জমির পরিমাণ না বাড়লেও ফসলের পরিমাণ বহুগুণ বেড়ে গেল। অর্থাৎ, **সম্পদ কেবল প্রকৃতি থেকে আহরণ করার বিষয় নয়, সম্পদ সৃষ্টির বিষয়**—এই উপলব্ধিই পজিটিভ-সাম ধারণার জন্ম দেয়।

## ২. পজিটিভ-সাম গেমের বিস্তারের ইতিহাস

এই ধারণাটি সমাজ ও রাষ্ট্রে বিস্তৃত হওয়ার পেছনে কয়েকটি ঐতিহাসিক মাইলফলক রয়েছে:

## ক) অ্যাডাম স্মিথের "দ্য ওয়েলথ অফ নেশনস" (১৭৭৬):

অ্যাডাম স্মিথ আধুনিক অর্থনীতির জনক। তিনি প্রথম প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রমাণ করেন যে, মানুষ যখন নিজের লাভের জন্য কাজ করে এবং অবাধ বাণিজ্যে লিপ্ত হয়, তখন পুরো সমাজের সম্পদ বাড়ে। এটি জিরো-সাম (লুটতরাজ) মানসিকতা থেকে বিশ্বকে পজিটিভ-সাম (উৎপাদন ও বাণিজ্য) মানসিকতায় নিয়ে আসে।

#### খ) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উত্থান:

রাজতন্ত্র ছিল জিরো-সাম। কারণ রাজার ক্ষমতা মানেই প্রজার অধিকারহীনতা। কিন্তু গণতন্ত্র পজিটিভ-সাম লজিক নিয়ে আসে—যেখানে জনগণের ক্ষমতায়ন হলে রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা বাড়ে, যা দিনশেষে সবার জন্যই মঙ্গলজনক।

#### গ) গেম থিওরি ও রবার্ট রাইটের "নন-জিরো" (Nonzero):

বিংশ শতাব্দীতে জন ন্যাশ এবং পরবর্তীতে রবার্ট রাইটের মতো চিন্তাবিদরা দেখান যে, জৈবিক বিবর্তন থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক বিবর্তন—সবই পজিটিভ-সামের দিকে ধাবিত হচ্ছে। রবার্ট রাইট তার বিখ্যাত বই 'Nonzero' এ দেখান যে, সমাজ যত জটিল হচ্ছে, মানুষ তত বেশি একে অপরের ওপর নির্ভরশীল হচ্ছে এবং এই নির্ভরশীলতাই আমাদের যুদ্ধ ত্যাগ করে সহযোগিতা করতে বাধ্য করছে।

### ৩. পজিটিভ-সাম গেম যেভাবে সম্পদ সৃষ্টি করে (মেকানিজম)

এটি প্রধানত ৩টি উপায়ে কাজ করে যা মাল্টিপোলার ভিশন ব্যাখ্যায় আপনার কাজে লাগবে:

- সিনার্জি (Synergy):** দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা দল যখন একত্রে কাজ করে, তখন তাদের সম্মিলিত ফলাফল ব্যক্তিগত ফলাফলের যোগফলের চেয়ে বেশি হয়।
- সংঘাতের খরচ হ্রাস (Reduction of Conflict Costs):** জিরো-সাম গেমের লড়াই করতে গিয়ে প্রচুর সম্পদ ধ্বংস হয় (যেমন যুদ্ধ)। পজিটিভ-সাম গেমের সেই সম্পদ রক্ষা পায় এবং উন্নয়নে ব্যবহৃত হয়।
- জ্ঞান ভাগাভাগি (Knowledge Spillover):** তথ্য বা জ্ঞান বিলিয়ে দিলে কমে না, বরং বাড়ে। এটিই আধুনিক ডিজিটাল ও মেধাভিত্তিক অর্থনীতির মূল ভিত্তি।

### ৪. আধুনিক বিশ্বে এর সফল প্রয়োগ

- ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU):** কয়েকশ বছর যুদ্ধের পর ইউরোপীয় দেশগুলো বুঝল যে একে অপরকে ধ্বংস করে লাভ নেই। তারা সীমানা উন্মুক্ত করে দিল এবং একটি পজিটিভ-সাম ইউনিয়ন গড়ল, যা তাদের সমৃদ্ধির শিখরে নিয়ে গেছে।
- ইন্টারনেট ও ওপেন সোর্স:** উইকিপিডিয়া বা লিনাক্স-এর মতো প্রজেক্টগুলো পজিটিভ-সাম গেমের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। বিশ্বের লাখ লাখ মানুষ বিনা পয়সায় জ্ঞান দিচ্ছে এবং কোটি কোটি মানুষ তা ভোগ করছে—ফলে সামগ্রিক মেধা বাড়াচ্ছে।

#### উপসংহার:

পজিটিভ-সাম গেম সভ্যতার সেই স্তর, যেখানে মানুষ "পেশি শক্তি" (Physical Power) ত্যাগ করে "মেধা শক্তি" (Cognitive Power) ব্যবহার করতে শেখে। সম্পদ যে 'সীমিত' নয় বরং মানুষের মেধা দিয়ে একে যে 'অসীম' করা সম্ভব—এই বিশ্বাসই আধুনিক সভ্যতার মূল চালিকাশক্তি।

আপনার **মাল্টিপোলার ভিশন** আসলে এই পজিটিভ-সাম লজিককে রাজনীতিতে প্রয়োগ করার একটি সাহসী প্রচেষ্টা। রাজনীতিকরা যখন বুঝবে যে—প্রতিপক্ষকে ধ্বংস না করে তাদের সাথে নিয়ে রাষ্ট্র সংস্কার করলে রাষ্ট্রের 'ভ্যালু' বাড়াবে এবং এতে সবার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ আরও নিরাপদ হবে, তখনই আপনার এই ভিশন সার্থক হবে।

## গেম থিওরি ও পজিটিভ-সাম ভিশন: প্রধান বইগুলোর সারসংক্ষেপ

### ১. Nonzero: The Logic of Human Destiny – Robert Wright

- **সারসংক্ষেপ:** লেখক মানব সভ্যতার ইতিহাসকে জীববিদ্যা এবং অর্থনীতির লেন্স দিয়ে দেখেছেন। তিনি দাবি করেন, মানুষ যত বেশি উন্নত হয়েছে, সমাজ তত বেশি জটিল হয়েছে। এই জটিলতাই আমাদের 'নন-জিরো' বা পজিটিভ-সাম গেম খেলতে বাধ্য করে।
- **প্রধান শিক্ষা: \* পারস্পরিক নির্ভরশীলতা:** প্রযুক্তি এবং বাণিজ্য আমাদের এমনভাবে যুক্ত করেছে যে, এখন একজনের ক্ষতি মানেই সবার ক্ষতি।
  - **সভ্যতার বিবর্তন:** সংঘাত নয়, বরং সহযোগিতাই বিবর্তনের মূল চালিকাশক্তি।
- **মাল্টিপোলার ভিশনে প্রয়োগ:** "সভ্যতা মানেই হলো জিরো-সাম থেকে পজিটিভ-সামে উত্তরণ। রাজনৈতিক সংঘাত আসলে আমাদের প্রাগৈতিহাসিক বর্বরতায় ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।"

### ২. The Evolution of Cooperation – Robert Axelrod

- **সারসংক্ষেপ:** কেন মানুষ স্বার্থপর হওয়া সত্ত্বেও একে অপরকে সহযোগিতা করে? রবার্ট অ্যাক্সেলরড একটি কম্পিউটার টুর্নামেন্টের মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্কের ক্ষেত্রে **'Tit-for-Tat'** (যেমন ব্যবহার করবে তেমন পাবে) কৌশলটি সবচেয়ে সফল।
- **প্রধান শিক্ষা: \* পারস্পরিক লেনদেন:** আপনি যদি সহযোগিতার হাত বাড়ান এবং অন্যপক্ষও তা করে, তবে উভয়েই লাভবান হবেন।
  - **ভবিষ্যতের ছায়া (Shadow of the Future):** যদি মানুষ জানে যে ভবিষ্যতে আবার দেখা হবে বা কাজ করতে হবে, তবে তারা সংঘাত এড়িয়ে চলে।
- **মাল্টিপোলার ভিশনে প্রয়োগ:** "রাজনীতিতে যখন আমরা জানি যে বারবার নির্বাচন হবে এবং একে অপরের মুখোমুখি হতে হবে, তখন শত্রুতা না করে সহযোগিতার পরিবেশ (শ্যাডো ক্যাবিনেট) তৈরি করাই বুদ্ধিমানের কাজ।"

### ৩. The Infinite Game – Simon Sinek

- **সারসংক্ষেপ:** সিনেক দুই ধরনের খেলার কথা বলেছেন। **ফাইনাইট গেম:** যেখানে নিয়ম নির্দিষ্ট এবং লক্ষ্য হলো জেতা (যেমন ফুটবল)। **ইনফিনিট গেম:** যেখানে লক্ষ্য জেতা নয়, বরং খেলা চালিয়ে যাওয়া (যেমন জীবন বা রাজনীতি)।
- **প্রধান শিক্ষা: \* দীর্ঘমেয়াদী ভিশন:** যারা কেবল আগামী নির্বাচনে জেতার কথা ভাবে তারা জিরো-সাম মাইন্ডসেটে থাকে। যারা দেশের ভবিষ্যতের কথা ভাবে তারা ইনফিনিট গেম খেলে।
  - **যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী:** প্রতিপক্ষকে ঘৃণা না করে তাকে নিজের উন্নতির জন্য 'যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী' হিসেবে দেখা।
- **মাল্টিপোলার ভিশনে প্রয়োগ:** "রাজনীতি কোনো এক দিনের ফুটবল ম্যাচ নয় যে কেউ ট্রফি নিয়ে চলে যাবে। এটি একটি অন্তহীন প্রক্রিয়া, তাই এখানে সবাইকে সাথে নিয়ে চলাই টেকসই সমাধান।"

## 8. Theory of Games and Economic Behavior – John von Neumann & Oskar Morgenstern

- **সারসংক্ষেপ:** এটি গেম থিওরির মূল উৎস। এখানে দেখানো হয়েছে কীভাবে মানুষ যুক্তিসঙ্গত বা 'র্যাশনাল' সিদ্ধান্ত নেয় যখন সম্পদের জন্য লড়াই করতে হয়।
- **প্রধান শিক্ষা:** \* **যৌক্তিক আচরণ:** মানুষ সব সময় নিজের লাভ সর্বোচ্চ করার চেষ্টা করে।
  - **সংঘাতের গণিত:** জিরো-সাম গেমের একজনের লাভ মানেই অন্যজনের লস, যা সমাজে চরম অশান্তি বয়ে আনে।
- **মাল্টিপোলার ভিশনে প্রয়োগ:** "জিরো-সাম রাজনীতি একটি গাণিতিক ভুল। এটি প্রমাণ করে যে আমরা এখনো আমাদের সম্পদ ও মেধা বৃদ্ধির আধুনিক উপায়গুলো শিখিনি।"

## ৫. A Beautiful Mind (John Nash's Biography/Theory) – Sylvia Nasar

- **সারসংক্ষেপ:** জন ন্যাশের 'ন্যাশ ইকুইলিব্রিয়াম' থিওরি প্রমাণ করে যে, একটি দলের সেরা ফলাফল তখনই আসে যখন প্রত্যেকে নিজের জন্য এবং একই সাথে দলের সবার জন্য সেরা কাজটি করে।
- **প্রধান শিক্ষা:** \* **ভারসাম্য:** কেবল নিজের স্বার্থে কাজ করলে দিনশেষে সবারই ক্ষতি হতে পারে।
  - **সহযোগিতার যৌক্তিকতা:** একে অপরকে সহযোগিতা করা কোনো আবেগ নয়, বরং এটিই গাণিতিকভাবে সবচেয়ে লাভজনক।
- **মাল্টিপোলার ভিশনে প্রয়োগ:** "আমি যদি শুধু আমার দলের কথা ভাবি এবং আপনি আপনার দলের কথা ভাবেন, তবে দেশ ধ্বংস হবে। কিন্তু আমরা যদি দেশ ও জনগণের কথা মাথায় রেখে কাজ করি, তবে আমাদের দুজনেরই লাভ হবে।"

### এই বইগুলো ব্যবহারের কৌশল (Cheat Sheet):

| পরিস্থিতি                        | বই রেফারেন্স                 | মূল পয়েন্ট                                                                             |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা থামাতে | The Evolution of Cooperation | "ভবিষ্যতের ছায়া মাথায় রেখে কাজ করুন, আজ যাকে মারছেন কাল তার সাথে আবার বসতে হতে পারে।" |
| নির্বাচনী জয়ের উদ্ভাদনা কমাতে   | The Infinite Game            | "রাজনীতি জেতা-হারার খেলা নয়, এটি দেশ গড়ার একটি অনন্ত প্রক্রিয়া।"                     |
| অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বোঝাতে         | Nonzero                      | "সহযোগিতা ছাড়া সম্পদ বাড়ানো সম্ভব নয়, সংঘাত কেবল সম্পদ ধ্বংস করে।"                   |



## বক্তৃতার শিরোনাম: জিরো-সাম রাজনীতি থেকে সমৃদ্ধির পজিটিভ-সাম গেম: একটি নতুন বাংলাদেশের রূপরেখা

### সম্মানিত উপস্থিতি,

আজ আমি আপনাদের সামনে কোনো দলীয় এজেন্ডা নয়, বরং আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্তিত্বের একটি গভীর সংকটের সমাধান নিয়ে কথা বলতে চাই। আমরা এমন এক রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে বাস করছি, যেখানে লড়াইটা হয় কেবল 'জেতা' অথবা 'হারার' জন্য। এই সংস্কৃতিকে গেম থিওরির ভাষায় বলা হয় 'জিরো-সাম গেম' (Zero-Sum Game)।

### জিরো-সাম গেম কী?

এটি এমন এক লড়াই যেখানে একজনের বিজয় মানেই অন্যজনের অস্তিত্ব বিলীন হওয়া। এখানে সম্পদের পরিমাণ সীমাবদ্ধ মনে করা হয়, তাই প্রত্যেকেই চায় সবটুকু নিজের দখলে নিতে। ফলে রাজনীতি আজ সেবার জায়গা থেকে বিচ্যুত হয়ে উঠেছে পেশিশক্তি আর প্রতিহিংসার রণক্ষেত্র। রবার্ট রাইট তাঁর বিখ্যাত বই 'Nonzero'-তে দেখিয়েছেন যে, জিরো-সাম মানসিকতা হলো আদিম যুগের বৈশিষ্ট্য। অথচ আমরা আজ একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও সেই প্রাচীন বর্বরতার চর্চা করছি।

### আমাদের প্রস্তাবিত সমাধান: মাল্টিপোলার ভিশন

আমাদের এই 'বাইনারি লেস' বা 'হার-জিতের আতঙ্ক' থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আমাদের লক্ষ্য হতে হবে রাজনীতিকে একটি 'পজিটিভ-সাম গেম' (Positive-Sum Game)-এ রূপান্তর করা। পজিটিভ-সাম গেম হলো এমন এক ব্যবস্থা যেখানে ১ আর ১ যোগ করলে ২ হয় না, বরং সহযোগিতার মাধ্যমে তা ৩ বা ৪ হয়ে যায়। নেলসন ম্যান্ডেলা দক্ষিণ আফ্রিকায় যখন 'রেইনবো নেশন' গড়েছিলেন, তিনি এই পজিটিভ-সাম গেমটিই খেলেছিলেন। তিনি জানতেন, প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করে নয়, বরং তাদের সাথে নিয়ে রাষ্ট্র সংস্কার করলেই কেবল জাতির আসল উন্নয়ন সম্ভব।

### শ্যাডো ক্যাবিনেট: কেন এটি জরুরি?

সাইমন সিনেক তাঁর 'The Infinite Game' বইতে বলেছেন, রাজনীতি কোনো ফুটবল ম্যাচ নয় যে ৯০ মিনিট পর ট্রফি নিয়ে কেউ ঘরে চলে যাবে। এটি একটি অন্তহীন প্রক্রিয়া। এই অন্তহীন খেলায় বিরোধী দল কোনো শত্রু নয়, তারা হলো 'যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী'। আমরা চাই বাংলাদেশে একটি কার্যকর 'শ্যাডো ক্যাবিনেট' ব্যবস্থা। যেখানে পরাজিত পক্ষ প্রান্তিক হয়ে পড়বে না, বরং রাষ্ট্রীয় তহবিলে গবেষণা করবে, ভুল ধরিয়ে দেবে এবং সরকারের অংশীজন হিসেবে কাজ করবে। এটিই হলো আসল গণতান্ত্রিক চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স।

### আমাদের অনুপ্রেরণা: বুশিডো কোড

জাপানি সামুরাইদের 'বুশিডো' নীতি আমাদের শেখায় যে, অন্যায় জয়ের চেয়ে সম্মানজনক পরাজয়ও অনেক বড়। আমরা এমন এক সমাজ চাই যেখানে বিজয় হবে বিনয় আর পরাজয় হবে মর্যাদাপূর্ণ। যেখানে ক্ষমতার পালাবদল হবে ভোটের মাধ্যমে, বুলেটের মাধ্যমে নয়।

### সুধীবৃন্দ,

আসুন আমরা আমাদের রাজনীতিকে কেবল ক্ষমতা দখলের মাধ্যম না বানিয়ে, সমস্যা সমাধানের একটি 'ইন্টেলেকচুয়াল প্রফেশন' হিসেবে গড়ে তুলি। জন ন্যাশ প্রমাণ করে গেছেন যে, নিজের সর্বোচ্চ স্বার্থ রক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় হলো একই সাথে অন্যের স্বার্থের প্রতিও লক্ষ্য রাখা।



আসুন, আমরা জিরো-সাম রাজনীতির অন্ধকার থেকে বেরিয়ে পজিটিভ-সাম রাজনীতির আলোয় বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাই। মনে রাখবেন, দেশ যদি ধ্বংস হয় তবে কেউ বিজয়ী হতে পারবে না, আর দেশ যদি সমৃদ্ধ হয় তবে কেউ পরাজিত হবে না।

ধন্যবাদ সবাইকে।

বক্তৃতার কিছু শক্তিশালী কি-ওয়ার্ড (মনে রাখার জন্য):

- জিরো-সাম: মারমুখী রাজনীতি।
- পজিটিভ-সাম: সহযোগিতামূলক সমৃদ্ধি।
- ইনফিনিট গেম: রাজনীতি একটি অন্তহীন দেশ গড়ার প্রক্রিয়া।
- শ্যাডো ক্যাবিনেট: বিরোধীদের প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা।
- পদ্ধতির বিশুদ্ধতা: বুশিডোর নৈতিকতা।

১৮.১

## শ্যাডো ক্যাবিনেটের উদাহরণ ও বাজেট

শ্যাডো ক্যাবিনেট বা 'ছায়া মন্ত্রিসভা' মূলত ওয়েস্টমিনিস্টার মডেলের গণতন্ত্রের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি বিরোধী দলকে কেবল সমালোচক হিসেবে নয়, বরং একটি 'বিকল্প সরকার' (Government-in-waiting) হিসেবে গড়ে তোলে।

নিচে আপনার জিজ্ঞাসা অনুযায়ী দেশভিত্তিক তথ্য ও ইউকের কার্যক্রমের বিস্তারিত তুলে ধরছি:

### ১. শ্যাডো ক্যাবিনেট চালু থাকা প্রধান দেশসমূহ

ইউকের মতো প্রাতিষ্ঠানিক এবং রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত শ্যাডো ক্যাবিনেট মূলত কমনওয়েলথ দেশগুলোতে দেখা যায়:

- **যুক্তরাজ্য (UK):** সবচেয়ে শক্তিশালী ও প্রাচীন কাঠামো।
- **কানাডা (Canada):** সেখানে একে বলা হয় 'Official Opposition Critic' বা শ্যাডো মিনিস্টার। তাদের জন্য আলাদা বেতন ও গবেষণা ভাতা আছে।
- **অস্ট্রেলিয়া (Australia):** শ্যাডো মিনিস্টারদের জন্য অতিরিক্ত লজিস্টিক সাপোর্ট দেওয়া হয়।
- **নিউজিল্যান্ড (New Zealand):** এখানেও শ্যাডো ক্যাবিনেট অত্যন্ত সক্রিয়।
- **আয়ারল্যান্ড:** এখানে 'Front Bench' হিসেবে বিরোধী দল কাজ করে।
- **ভারত:** সাংবিধানিকভাবে 'Leader of the Opposition' পদটি ক্যাবিনেট মন্ত্রীর পদমর্যাদার হলেও, পূর্ণাঙ্গ শ্যাডো ক্যাবিনেট সেভাবে প্রাতিষ্ঠানিক নয়।

## ২. ইউকে শ্যাডো ক্যাবিনেটের বাজেট ও লজিস্টিক্স (Short Money)

যুক্তরাজ্যে বিরোধী দলগুলোকে রাষ্ট্রীয়ভাবে যে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয় তাকে বলা হয় 'শর্ট মানি' (Short Money)। এটি ১৯৭৪ সালে এডওয়ার্ড শর্ট প্রবর্তন করেন।

বিগত কয়েক বছরের আর্থিক বরাদ্দ (আনুমানিক):

ইউকে পার্লামেন্টের তথ্যমতে, বিরোধী দলগুলোর জন্য শর্ট মানি তিনভাবে বিভক্ত:

- সাধারণ তহবিল (General Funding): যা শ্যাডো মিনিস্টারদের গবেষণা এবং প্রশাসনিক কাজে ব্যয় হয়।
- বিরোধী দলীয় নেতার অফিসের খরচ (Leader of the Opposition's Office): বিশেষ প্রশাসনিক কাজের জন্য।
- ভ্রমণ ও লজিস্টিক সহায়তা (Travel and Infrastructure): সরকারি কাজ বা ছায়া মন্ত্রীদের অফিশিয়াল ভিজিটের জন্য।

| বছর<br>(অর্থবছর) | প্রধান বিরোধী দল (Labour Party) প্রাপ্ত<br>বরাদ্দ | মোট বিরোধী দলীয় বাজেট (শর্ট<br>মানি) |
|------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ২০২১-২২          | £৭.৯ মিলিয়ন (প্রায় ৯০ কোটি টাকা)                | £১০.২ মিলিয়ন                         |
| ২০২২-২৩          | £৮.৩ মিলিয়ন (প্রায় ৯৫ কোটি টাকা)                | £১০.৮ মিলিয়ন                         |
| ২০২৩-২৪          | £৮.৯ মিলিয়ন (প্রায় ১০৫ কোটি টাকা)               | £১১.৫ মিলিয়ন                         |

দ্রষ্টব্য: এই টাকা কেবল অফিসের বেতন, গবেষণা এবং পলিসি পেপার তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়; কোনো রাজনৈতিক প্রচারণার জন্য নয়।

## ৩. শ্যাডো ক্যাবিনেটের রিসার্চ আউটপুট ও কার্যক্রমের প্রতিবেদন

ইউকের শ্যাডো ক্যাবিনেট কেবল কথা বলে না, তারা নিয়মিত 'বিকল্প বাজেট' এবং 'পলিসি পেপার' প্রকাশ করে।

কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও প্রতিবেদন:

- Alternative Budget (বিকল্প বাজেট):** প্রতি বছর অর্থমন্ত্রী (Chancellor) যখন বাজেট পেশ করেন, তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শ্যাডো চ্যান্সেলর একটি বিকল্প অর্থনৈতিক রূপরেখা দেন। উদাহরণস্বরূপ, ২০২৩ সালের 'Cost of Living Crisis' নিয়ে লেবার পার্টির শ্যাডো চ্যান্সেলর র‌্যাচেল রিভস একটি বিস্তারিত এনার্জি পলিসি আউটপুট দিয়েছিলেন।
- Green Prosperity Plan:** লেবার শ্যাডো ক্যাবিনেট জলবায়ু পরিবর্তন রোধে একটি বিস্তারিত রিসার্চ পেপার বের করেছে, যেখানে দেখানো হয়েছে কীভাবে তারা ক্ষমতায় গেলে ক্লিন এনার্জি সেক্টরে কর্মসংস্থান তৈরি করবে।
- NHS Reform Papers:** শ্যাডো হেলথ মিনিস্টার নিয়মিত বর্তমান স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ব্যর্থতা এবং বিকল্প সমাধান নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেন।
- Opposition Day Debates:** ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বছরে ২০ দিন বিরোধী দলকে এজেন্ডা ঠিক করার সুযোগ দেওয়া হয়। সেখানে তারা তাদের গবেষণালব্ধ তথ্য দিয়ে সরকারের ভুল ধরিয়ে দেয়।

৪. কেন এটি আপনার 'মাল্টিপোলার ভিশন'-এর জন্য দরকার?

আপনার ভিশনে এই তথ্যগুলো এভাবে ব্যবহার করতে পারেন:

- **পেশাদারিত্ব:** শ্যাডো ক্যাবিনেট থাকলে বিরোধী দল কেবল রাজপথে শ্লোগান দেবে না, তারা পড়ার টেবিল বা লাইব্রেরিতে বসে পলিসি তৈরি করবে।
- **রাষ্ট্রীয় অপচয় রোধ:** ইউকের উদাহরণ দিয়ে আপনি বলতে পারেন, যদি বিরোধী দলকে বছরে ১০০ কোটি টাকা গবেষণা ভাতা দেওয়া হয়, তবে তারা সরকারের হাজার হাজার কোটি টাকার দুর্নীতির বা ভুল পলিসির পথ বন্ধ করে দিতে পারবে।
- **সুখ ট্রানজিশন:** ক্ষমতায় যাওয়ার পর নতুন মন্ত্রীর কাজ বুঝতে ৩ মাস সময় নষ্ট হবে না, কারণ তিনি শ্যাডো মিনিস্টার হিসেবে আগে থেকেই ওই মন্ত্রণালয়ের সব খুঁটিনাটি জানেন।

## ১৮.২

### দেশে দেশে শ্যাডো ক্যাবিনেট

আসলে মজার বিষয় হলো, বিশ্বের অধিকাংশ দেশে 'শ্যাডো ক্যাবিনেট' সরাসরি কোনো একক 'শ্যাডো ক্যাবিনেট অ্যান্ড'-এর মাধ্যমে চলে না; বরং এটি চলে মূলত **সংসদীয় রীতি (Parliamentary Convention)**, সংবিধানের বিশেষ ধারা এবং **আর্থিক বিধিমালা** (যেমন ইউকের শর্ট মানি) অনুযায়ী।

তবে কিছু দেশ এই ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে নির্দিষ্ট আইন বা বিধিমালার আশ্রয় নিয়েছে। নিচে বিস্তারিত দেওয়া হলো:

#### ১. যুক্তরাজ্য (United Kingdom)

ইউকে-তে শ্যাডো ক্যাবিনেট চলে মূলত '**ওয়েস্টমিনিস্টার কনভেনশন**' অনুযায়ী। তবে তাদের আর্থিক ও পদমর্যাদাগত ভিত্তি আসে দুটি জায়গা থেকে:

- **Ministerial and other Salaries Act ১৯৭৫:** এই আইনের মাধ্যমে বিরোধী দলীয় নেতা এবং বিরোধী দলীয় চিফ হুইপকে রাষ্ট্রীয় বেতন ও পদমর্যাদা দেওয়া হয়।
- **The 'Short Money' Resolution:** এটি কোনো একক আইন নয়, বরং ১৯৭৪ সালের একটি সংসদীয় প্রস্তাব (Resolution), যা বিরোধী দলকে গবেষণা ও প্রশাসনিক কাজের জন্য প্রতি বছর কয়েক মিলিয়ন পাউন্ড বরাদ্দ দেয়।

#### ২. কানাডা (Canada)

কানাডায় শ্যাডো ক্যাবিনেটকে বলা হয় '**Official Opposition Critics**'।

- **Parliament of Canada Act:** এই আইনের মাধ্যমে বিরোধী দলীয় নেতা এবং সমালোচকদের (Critics) বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ও বেতন নিশ্চিত করা হয়। সেখানে প্রতিটি সরকারি মন্ত্রীর বিপরীতে একজন 'ক্রিটিক' থাকেন।

#### ৩. অস্ট্রেলিয়া (Australia)

অস্ট্রেলিয়াতে এটি অত্যন্ত সুশৃঙ্খল।

- Parliamentary Entitlements Act:** এই আইনের অধীনে বিরোধী দলের শ্যাডো মিনিস্টারদের জন্য অতিরিক্ত কর্মী (Staff), অফিস এবং ভ্রমণের খরচ বরাদ্দ করা হয়।

#### ৪. ভারত (India)

ভারতে পূর্ণাঙ্গ শ্যাডো ক্যাবিনেট নেই, তবে বিরোধী দলীয় নেতার পদটি আইনি ভিত্তি পেয়েছে।

- Salary and Allowances of Leaders of Opposition in Parliament Act, ১৯৭৭:** এই আইনের মাধ্যমে বিরোধী দলীয় নেতাকে একজন 'ক্যাবিনেট মন্ত্রী' সমান মর্যাদা ও সুবিধা দেওয়া হয়।

যেহেতু বিশ্বের অনেক দেশে এটি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন বিধির মাধ্যমে চলে, তাই আপনি যদি বাংলাদেশে একটি একক **"Shadow Cabinet Act"** বা **"ছায়া মন্ত্রিসভা আইন"** প্রবর্তন করার প্রস্তাব দেন, তবে এটি হবে একটি **যোগাত্মকারী এবং ইউনিক (Unique)** পদক্ষেপ।

আপনার প্রস্তাবিত আইনের সম্ভাব্য নাম হতে পারে:

### "The Recognition of Opposition and Shadow Cabinet Act"

(বিরোধী দলের স্বীকৃতি ও ছায়া মন্ত্রিসভা আইন)

কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ?

বিশ্বের অনেক দেশেই বিরোধী দল রাষ্ট্রীয় সুবিধা পেলেও তাদের 'বিকল্প পলিসি' তৈরির বাধ্যবাধকতা নেই। আপনি যদি আপনার আইনে 'রিসার্চ গ্র্যান্ট' এবং 'বিকল্প বাজেট পেশ করার বাধ্যবাধকতা' যুক্ত করেন, তবে এটি উন্নত বিশ্বের চেয়েও এক ধাপ এগিয়ে থাকবে।

আপনার জন্য একটি বাড়তি তথ্য:

**কেনিয়া (Kenya)** তাদের ২০১২ সালের **'Presidential Retirement Benefits Act'** এবং সংশ্লিষ্ট বিধিমালায় বিরোধী দলীয় কাঠামোর আধুনিকীকরণের চেষ্টা করেছে। এছাড়া **জিম্বাবুয়ে** তাদের সংবিধানে বিরোধী দলীয় নেতার পদটি অন্তর্ভুক্ত করেছে।

১৮.৩

### প্রস্তাবনামূলক বক্তৃতাঃ শ্যাডো ক্যাবিনেট

একটি গোলটেবিল বৈঠক বা সেমিনারে এই প্রস্তাবিত আইনের পক্ষে আপনার **'প্রস্তাবনামূলক বক্তৃতা' (Preamble Speech)** নিচে দেওয়া হলো। এটি যুক্তি, আবেগ এবং গ্লোবাল রেফারেন্সের সমন্বয়ে তৈরি করা হয়েছে:

বক্তৃতার শিরোনাম: কেন বাংলাদেশের জন্য একটি 'ছায়া মন্ত্রিসভা আইন' এখন সময়ের দাবি?

সুধীবৃন্দ এবং উপস্থিত সম্মানিত সুধী,

আমরা আজ এমন একটি সন্ধিক্ষেপে দাঁড়িয়ে আছি যেখানে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে—আমরা কি কেবল ক্ষমতার পালাবদলের সাক্ষী হয়ে থাকব, নাকি রাষ্ট্র পরিচালনার পদ্ধতিতে একটি গুণগত পরিবর্তন আনব?

আমাদের দেশে রাজনীতি মানেই হলো 'বিজয়ীর সবকিছু দখল' আর 'পরাজিতের অস্তিত্ব সংকট'। এই জিরো-সাম (Zero-Sum) গেম আমাদের সমাজকে বিভক্ত করেছে। কিন্তু আমি আজ যে আইনের প্রস্তাব করছি— 'ছায়া মন্ত্রিসভা আইন' (Shadow Cabinet Act)—এটি সেই বিভাজন ঘুচিয়ে একটি মাল্টিপোলার ভিশন বা বহুমাত্রিক রাজনীতির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবে।

আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন, কেন এই আইন দরকার?

১. গণতন্ত্রের পেশাদারিকরণ: আমাদের সংসদে বিরোধী দল প্রায়ই বয়কট বা প্রতিবাদের রাজনীতিতে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু ইউকে বা কানাডায় বিরোধী দল কেবল রাজপথে থাকে না, তারা থাকে গবেষণার টেবিলে। ইউকে-তে 'শর্ট ম্যানি' বা গবেষণা তহবিলের মাধ্যমে বিরোধী দলকে প্রতি বছর প্রায় ১০০ কোটি টাকার সমপরিমাণ অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়। ফলে তাদের শ্যাডো মিনিস্টাররা সরকারের প্রতিটি ভুল পলিসির বিপক্ষে বিকল্প পলিসি পেশ করতে পারেন। এই আইন বাংলাদেশে চালু হলে বিরোধী দল কেবল 'ভুল' ধরবে না, বরং 'সঠিক সমাধান' কী হতে পারে তা-ও তুলে ধরবে।

২. রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুরক্ষা: শ্যাডো ক্যাবিনেট থাকলে প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের খরচের ওপর একজন নিবেদিত 'ছায়া মন্ত্রী' নজর রাখবেন। এটি সরকারের ওপর একটি মনস্তাত্ত্বিক চাপ তৈরি করবে এবং রাষ্ট্রের হাজার হাজার কোটি টাকা অপচয় ও দুর্নীতি রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

৩. সুখ ট্রানজিশন অব পাওয়ার: যখনই কোনো সরকার বদলে নতুন কেউ ক্ষমতায় আসে, তখন প্রথম ৬ মাস থেকে এক বছর চলে যায় মন্ত্রণালয়ের কাজ বুঝতে। কিন্তু এই আইনের অধীনে যদি আমাদের শ্যাডো মিনিস্টাররা আগে থেকেই প্রস্তুত থাকেন, তবে দেশ একদিনের জন্যও তার উন্নয়নের গতি হারাতে পারবে না।

৪. মর্যাদাপূর্ণ রাজনৈতিক সংস্কৃতি: এই আইন বিরোধী দলকে রাজপথ থেকে ফিরিয়ে সংসদীয় কাঠামোর ভেতর এক প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা দেবে। এটি আমাদের বুশিডো নীতির মতো একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার রাজনীতি শেখাবে।

সম্মানিত সুধী,

এই আইনের উদ্দেশ্য কাউকে দুর্বল করা নয়, বরং রাষ্ট্রকে সবল করা। আমরা যখন বিরোধী দলকে রাষ্ট্রীয় তহবিলে গবেষণা করার আইনি সুযোগ দেব, তখন তারা দেশের শত্রু নয়, বরং রাষ্ট্রের অংশীজন (Stakeholders) হিসেবে কাজ করবে।

আসুন, আমরা জিরো-সাম রাজনীতির অন্ধকার থেকে বেরিয়ে একটি মেধাভিত্তিক, স্থিতিশীল এবং শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশের লক্ষ্যে এই 'ছায়া মন্ত্রিসভা আইন' প্রবর্তনে ঐক্যমত হই।

ধন্যবাদ সবাইকে।

## 'শ্যাডো ক্যাবিনেট অ্যাক্ট' এর খসড়া

আসলে মজার বিষয় হলো, বিশ্বের অধিকাংশ দেশে 'শ্যাডো ক্যাবিনেট' সরাসরি কোনো একক 'শ্যাডো ক্যাবিনেট অ্যাক্ট'-এর মাধ্যমে চলে না; বরং এটি চলে মূলত সংসদীয় রীতি (Parliamentary Convention), সংবিধানের বিশেষ ধারা এবং আর্থিক বিধিমালা (যেমন ইউকের শর্ট মানি) অনুযায়ী।

তবে কিছু দেশ এই ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে নির্দিষ্ট আইন বা বিধিমালার আশ্রয় নিয়েছে। নিচে বিস্তারিত দেওয়া হলো:

### ১. যুক্তরাজ্য (United Kingdom)

ইউকে-তে শ্যাডো ক্যাবিনেট চলে মূলত 'ওয়েস্টমিনিস্টার কনভেনশন' অনুযায়ী। তবে তাদের আর্থিক ও পদমর্যাদাগত ভিত্তি আসে দুটি জায়গা থেকে:

- Ministerial and other Salaries Act ১৯৭৫:** এই আইনের মাধ্যমে বিরোধী দলীয় নেতা এবং বিরোধী দলীয় চিফ হুইপকে রাষ্ট্রীয় বেতন ও পদমর্যাদা দেওয়া হয়।
- The 'Short Money' Resolution:** এটি কোনো একক আইন নয়, বরং ১৯৭৪ সালের একটি সংসদীয় প্রস্তাব (Resolution), যা বিরোধী দলকে গবেষণা ও প্রশাসনিক কাজের জন্য প্রতি বছর কয়েক মিলিয়ন পাউন্ড বরাদ্দ দেয়।

### ২. কানাডা (Canada)

কানাডায় শ্যাডো ক্যাবিনেটকে বলা হয় 'Official Opposition Critics'।

- Parliament of Canada Act:** এই আইনের মাধ্যমে বিরোধী দলীয় নেতা এবং সমালোচকদের (Critics) বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ও বেতন নিশ্চিত করা হয়। সেখানে প্রতিটি সরকারি মন্ত্রীর বিপরীতে একজন 'ক্রিটিক' থাকেন।

### ৩. অস্ট্রেলিয়া (Australia)

অস্ট্রেলিয়াতে এটি অত্যন্ত সুশৃঙ্খল।

- Parliamentary Entitlements Act:** এই আইনের অধীনে বিরোধী দলের শ্যাডো মিনিস্টারদের জন্য অতিরিক্ত কর্মী (Staff), অফিস এবং ভ্রমণের খরচ বরাদ্দ করা হয়।

### ৪. ভারত (India)

ভারতে পূর্ণাঙ্গ শ্যাডো ক্যাবিনেট নেই, তবে বিরোধী দলীয় নেতার পদটি আইনি ভিত্তি পেয়েছে।

- Salary and Allowances of Leaders of Opposition in Parliament Act, ১৯৭৭:** এই আইনের মাধ্যমে বিরোধী দলীয় নেতাকে একজন 'ক্যাবিনেট মন্ত্রী' সমান মর্যাদা ও সুবিধা দেওয়া হয়।

আপনার প্রস্তাবিত আইনের নাম কেন ভিন্ন হওয়া উচিত?

যেহেতু বিশ্বের অনেক দেশে এটি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন বিধির মাধ্যমে চলে, তাই আপনি যদি বাংলাদেশে একটি একক **"Shadow Cabinet Act"** বা **"ছায়া মন্ত্রিসভা আইন"** প্রবর্তন করার প্রস্তাব দেন, তবে এটি হবে একটি **যুগান্তকারী এবং ইউনিক (Unique)** পদক্ষেপ।

আপনার প্রস্তাবিত আইনের সম্ভাব্য নাম হতে পারে:

## "The Recognition of Opposition and Shadow Cabinet Act"

(বিরোধী দলের স্বীকৃতি ও ছায়া মন্ত্রিসভা আইন)

কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ?

বিশ্বের অনেক দেশেই বিরোধী দল রাষ্ট্রীয় সুবিধা পেলেও তাদের 'বিকল্প পলিসি' তৈরির বাধ্যবাধকতা নেই। আপনি যদি আপনার আইনে **'রিসার্চ গ্র্যান্ট'** এবং **'বিকল্প বাজেট পেশ করার বাধ্যবাধকতা'** যুক্ত করেন, তবে এটি উন্নত বিশ্বের চেয়েও এক ধাপ এগিয়ে থাকবে।

আপনার জন্য একটি বাড়তি তথ্য:

**কেনিয়া (Kenya)** তাদের ২০১২ সালের **'Presidential Retirement Benefits Act'** এবং সংশ্লিষ্ট বিধিমালায় বিরোধী দলীয় কাঠামোর আধুনিকীকরণের চেষ্টা করেছে। এছাড়া **জিম্বাবুয়ে** তাদের সংবিধানে বিরোধী দলীয় নেতার পদটি অন্তর্ভুক্ত করেছে।

## ১৯

### 'কিউ-কার্ড' (Cue Cards) বা ছোট ছোট হ্যান্ড-আউট

আপনার আলোচনার সুবিধার্থে আমি কিছু **'কিউ-কার্ড' (Cue Cards)** এবং **'হ্যান্ড-আউট'** তৈরি করে দিচ্ছি। এগুলো এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যেন আপনি বক্তৃতার সময় এক নজরে দেখে নিতে পারেন অথবা শ্রোতাদের হাতে দিলে তারা আপনার দর্শনটি সহজেই বুঝতে পারে।

#### ১. কিউ-কার্ড (বক্তৃতার সময় আপনার ব্যবহারের জন্য)

এগুলো ছোট কার্ডের মতো করে আপনার কাছে রাখতে পারেন:

- **কার্ড ১ (সংকট):** বর্তমান 'বাইনারি লেন্স' বা জিরো-সাম রাজনীতি। (সূত্র: জন ভন নিউম্যান)। প্রতিপক্ষকে নির্মূল করার আদিম মানসিকতা।
- **কার্ড ২ (সমাধান):** মাল্টিপোলার ভিশন ও পজিটিভ-সাম গেম। (সূত্র: রবার্ট রাইট)।  $১+১=৩$  করার রাজনীতি।
- **কার্ড ৩ (পেশাদারিত্ব):** শ্যাডো ক্যাবিনেট ও ইনফিনিট গেম। (সূত্র: সাইমন সিনেক)। বিরোধী দল শত্রু নয়, তারা 'যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী'।
- **কার্ড ৪ (নৈতিকতা):** বুশিডো কোড। পদ্ধতি বা প্রসেস-এর বিশুদ্ধতা। অন্যায় জয়ের চেয়ে নীতিবান পরাজয় শ্রেষ্ঠ।

## ২. হ্যান্ড-আউট (প্রোতাদের মাঝে বিতরণের জন্য সংক্ষেপ)

এটি একটি লিফলেট বা সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের ফরম্যাটে ব্যবহার করা যেতে পারে:

মাল্টিপোলার ভিশন: রাজনীতির নতুন ব্যাকরণ

### ১. জিরো-সাম বনাম পজিটিভ-সাম:

- জিরো-সাম:** আমার জয় মানেই আপনার ধ্বংস। এটি সংঘাত আর হিংসা বাড়ায়।
- পজিটিভ-সাম:** আমরা সহযোগিতা করলে সম্পদ ও সমৃদ্ধি দুই-ই বাড়বে। এটি শান্তি ও উন্নয়ন আনে।

### ২. শ্যাডো ক্যাবিনেট (ছায়া মন্ত্রিসভা):

- বিরোধী দলকে প্রান্তিক না করে তাদের রাষ্ট্রের অংশীজন করা।
- পেশিশক্তির বদলে যুক্তি ও মেধা দিয়ে রাজনীতি করা।
- বিরোধী দলের জন্য রাষ্ট্রীয় গবেষণা তহবিল নিশ্চিত করা।

### ৩. রাজনীতির "ইনফিনিট" লক্ষ্য:

- রাজনীতি কোনো এক দিনের লড়াই নয়। এটি প্রজন্মের পর প্রজন্ম দেশ গড়ার এক অনন্ত পথ চলা।
- লক্ষ্য কেবল "ক্ষমতা দখল" নয়, বরং "টেকসই কল্যাণ"।

### ৪. যোদ্ধার নৈতিকতা (বুশিডো):

- প্রতিপক্ষের প্রতি শ্রদ্ধা।
- কথার চেয়ে কাজের গুরুত্ব।
- নৈতিক পরাজয়কে মেনে নেওয়ার সাহস।

## ৩. ইনফোগ্রাফিক আইডিয়া (ব্যানার বা স্লাইডের জন্য)

আপনি যদি কোনো স্লাইড বা পোস্টার তৈরি করেন, তবে নিচের তুলনাটি বড় করে দিতে পারেন:

| বিষয়       | পুরাতন রাজনীতি (জিরো-সাম)      | নতুন ভিশন (পজিটিভ-সাম)      |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------|
| দৃষ্টিভঙ্গি | শত্রু নির্মূল করা।             | অংশীদারিত্ব বাড়ানো।        |
| হাতিয়ার    | পেশিশক্তি ও ষড়যন্ত্র।         | তথ্য, উপাত্ত ও যুক্তি।      |
| ফলাফল       | অস্থিরতা ও বিভাজন।             | স্থিতিশীলতা ও উদ্ভাবন।      |
| আদর্শ       | Machiavelli (ক্ষমতাই শেষ কথা)। | Bushido (মর্যাদাই শেষ কথা)। |

### একটি ছোট ঘোষণা (আপনার জন্য):

এই কিউ-কার্ডগুলোর নিচে আপনি একটি কিউ-আর কোড (QR Code) যুক্ত করতে পারেন যা আপনার পূর্ণাঙ্গ **শ্বেতপত্র (White Paper)**-এ নিয়ে যাবে। এতে শিক্ষিত তরুণ প্রজন্ম এবং নীতিনির্ধারকরা আপনার প্রতি অনেক বেশি আকৃষ্ট হবে।



## জাপানি সংস্কৃতিতে 'বুশিডো' বা নৈতিক কোড অফ কন্ডাক্ট

জাপানি সংস্কৃতিতে 'বুশিডো' (Bushido) শব্দটি এসেছে দুটি শব্দ থেকে: 'বুশি' (যোদ্ধা) এবং 'ডো' (পথ)। এর অর্থ হলো "যোদ্ধার পথ" (The Way of the Warrior)। এটি মূলত জাপানের সামুরাই যোদ্ধাদের জন্য নির্ধারিত একটি কঠোর নৈতিক নীতিমালা, যা কেবল যুদ্ধ নয়, বরং জীবনযাপন, রাজনীতি এবং সামাজিক আচরণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল।

আপনার প্রস্তাবিত 'মাল্টিপোলার ভিশন' বা 'পজিটিভ-সাম গেম'-এর সাথে বুশিডোর গভীর মিল রয়েছে, কারণ বুশিডো শেখায় যে— "অন্যায়্য জয়ের চেয়ে সম্মানজনক পরাজয় বা মৃত্যুও অনেক শ্রেয়।"

নিচে বুশিডোর আটটি মূল গুণ (The Eight Virtues of Bushido) বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হলো:

### ১. ন্যায়বিচার বা সততা (Gi - Justice/Rectitude)

একজন যোদ্ধার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুণ হলো ন্যায়বিচার। সামুরাইদের মতে, কোনো কাজ করার আগে ভাবা উচিত তা নৈতিকভাবে সঠিক কিনা।

- **শিক্ষা:** কোনো লড়াইয়ে জেতার চেয়ে 'ন্যায়সঙ্গত হওয়া' বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অন্যায়ভাবে জয়ী হওয়াকে বুশিডোতে কাপুরুষতা মনে করা হয়।

### ২. সাহস (Yu - Heroic Courage)

সাহস মানে কেবল ভয় না পাওয়া নয়, সাহস মানে হলো ঝুঁকি জেনেও সঠিক কাজটি করা।

- **শিক্ষা:** পেশিশক্তি দেখানো সাহস নয়; বরং সত্যের পক্ষে দাঁড়ানো এবং নিজের ভুল স্বীকার করা হলো আসল সাহস।

### ৩. পরোপকার বা দয়া (Jin - Benevolence/Compassion)

যোদ্ধার হাতে মারার ক্ষমতা থাকে, কিন্তু সেই ক্ষমতার আসল সার্থকতা হলো দুর্বলের রক্ষা এবং অন্যের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা।

- **শিক্ষা:** জয়ী পক্ষ যখন পরাজিত পক্ষের প্রতি দয়া ও সম্মান দেখায়, তখন সেটি একটি 'পজিটিভ-সাম' পরিবেশ তৈরি করে।

### ৪. সৌজন্য বা শিষ্টাচার (Rei - Respect/Politeness)

শত্রুর প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করা বুশিডোর অন্যতম শিক্ষা। জাপানিরা বিশ্বাস করে, শিষ্টাচার ছাড়া মানুষ পশুর সমান।

- **শিক্ষা:** রাজনৈতিক বা সামাজিক লড়াইয়ে আমরা যখন প্রতিপক্ষকে সম্মান করি, তখন লড়াইটি ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের রূপ নেয় না।

### ৫. সততা ও আন্তরিকতা (Makoto - Honesty/Sincerity)

বুশিডোতে বলা হয়, "যোদ্ধার কথা এবং কাজ এক হতে হবে।" তারা আলাদা করে 'প্রতিজ্ঞা' করত না, কারণ তাদের কথা দেওয়া মানেই তা পালন করা।

- **শিক্ষা:** রাজনীতিতে ভণ্ডামি বা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে জেতা বুশিডোর দৃষ্টিতে আত্মহত্যার শামিল।

### ৬. সম্মান (Meiyo - Honor)

সামুরাইদের কাছে নিজের সম্মানের চেয়ে মূল্যবান আর কিছুই ছিল না। কোনো অনৈতিক কাজের মাধ্যমে যদি জয় অর্জিত হয়, তবে সেই জয় সামুরাইকে কলঙ্কিত করে।

- **শিক্ষা:** আমাদের সমাজে যখন আমরা 'জয় মানেই গ্লোরি' মনে করি, বুশিডো তখন শেখায়— 'সম্মানহীন জয় মানেই চিরস্থায়ী পরাজয়।'

## ৭. কর্তব্য ও আনুগত্য (Chugi - Duty and Loyalty)

যোদ্ধা তার আদর্শ এবং তার নেতার প্রতি অনুগত থাকে। তবে এই আনুগত্য অন্ধ নয়, এটি একটি নৈতিক দায়িত্ব।

- **শিক্ষা:** সমাজের প্রতি আমাদের যে দায়বদ্ধতা আছে, তা পালন করাই হলো রাজনীতির মূল লক্ষ্য।

## ৮. আত্মসংযম (Jiseiki - Self-Control)

যেকোনো পরিস্থিতিতে নিজের আবেগ এবং ক্রোধ নিয়ন্ত্রণে রাখা। একজন প্রকৃত যোদ্ধা কখনো অকারণে রাগ বা হিংসা প্রকাশ করেন না।

- **শিক্ষা:** পেশিশক্তির জয় মূলত রাগের বহিঃপ্রকাশ। আর যুক্তি ও নীতির জয় হলো আত্মসংযমের ফল।

### আপনার 'মাল্টিপোলার ভিশন'-এ বুশিডোর প্রয়োগ কীভাবে করবেন?

আপনি যখন সমাজ সংস্কারের কথা বলবেন, তখন বুশিডোর এই উদাহরণগুলো দিতে পারেন:

১. বিজয়ের নতুন সংজ্ঞা: "বিজয় মানে প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করা নয়, বরং নিজের নীতি বজায় রেখে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা।"
২. পরাজয়কে স্বাভাবিক করা: বুশিডো বলে, ন্যায়পথ থেকে বিচ্যুত না হয়ে হেরে যাওয়াতেও বীরত্ব আছে। এটি সমাজকে 'পেশিশক্তি' বা 'অন্যায় উপায়ে জেতা' থেকে মুক্তি দেবে।
৩. প্রতিপক্ষের মর্যাদা: সামুরাইরা যুদ্ধের আগে ও পরে প্রতিপক্ষকে মাথা নত করে অভিবাদন জানাত। রাজনীতিতে এই সংস্কৃতি থাকলে জয়-পরাজয়ের বাইনারি আতঙ্ক কেটে যাবে।

**সারকথা:** জাপানিরা আজ অর্থনৈতিক ও নৈতিকভাবে এত উন্নত হওয়ার পেছনে এই 'বুশিডো' দর্শনের বড় ভূমিকা আছে। তারা 'পদ্ধতি' (Process) এবং 'মর্যাদা' (Dignity)-কে ফলাফলের চেয়ে উপরে স্থান দেয়।

## ২১

### বুশিডো-ভিত্তিক রাজনৈতিক ও সামাজিক আচরণবিধি

বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা থেকে মুক্তি পেতে এবং একটি 'মাল্টিপোলার ভিশন' গড়ে তুলতে বুশিডোর ৮টি স্তম্ভকে ভিত্তি করে আমি একটি 'রাজনৈতিক ও সামাজিক আচরণবিধি' (Code of Conduct) নিচে সাজিয়ে দিচ্ছি। এটি আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে নৈতিকতার একটি নতুন মানদণ্ড হতে পারে:

বুশিডো ভিত্তিক রাজনৈতিক ও সামাজিক আচরণবিধি

#### ১. ন্যায়ের শাসন (Justice - Gi)

- **নীতি:** প্রতিটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বা পদক্ষেপ নেওয়ার আগে প্রশ্ন করতে হবে— "এটি কি আইনত এবং নৈতিকভাবে সঠিক?"
- **প্রয়োগ:** জয়লাভের চেয়ে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করাকে বড় করে দেখা। যদি জয়ের জন্য অন্যায়ের আশ্রয় নিতে হয়, তবে সেই জয় বর্জন করা।

#### ২. বীরত্বপূর্ণ সাহসিকতা (Courage - Yu)

- **নীতি:** কেবল সংখ্যাধিক্য বা লাঠিয়াল বাহিনী থাকলেই সাহসী হওয়া যায় না। সত্য কথা বলার এবং ভুল স্বীকার করার সাহসই শ্রেষ্ঠ।

- **প্রয়োগ:** দলের ভেতরে বা সমাজের ভুল সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সত্য বলার চর্চা করা। পেশিশক্তি নয়, সত্যের শক্তি দিয়ে প্রতিপক্ষকে মোকাবিলা করা।

### ৩. মমতাবোধ ও সহমর্মিতা (Compassion - Jin)

- **নীতি:** ক্ষমতা কেবল শাসনের জন্য নয়, ক্ষমতা হলো সেবার মাধ্যম।
- **প্রয়োগ:** বিজয়ী পক্ষ পরাজিত পক্ষের প্রতি দয়া ও সহমর্মিতা দেখাবে। পরাজয় মানেই বিনাশ নয়—এই অভয় বাণী সমাজে ছড়িয়ে দেওয়া।

### ৪. পরম শ্রদ্ধা ও শিষ্টাচার (Respect - Rei)

- **নীতি:** প্রতিপক্ষ মানেই শত্রু নয়। মতের ভিন্নতা থাকলেও ব্যক্তির মর্যাদার প্রতি সর্বদা শ্রদ্ধাশীল থাকা।
- **প্রয়োগ:** টকশো, সংসদ বা সামাজিক সভায় প্রতিপক্ষকে ব্যক্তিগত আক্রমণ না করে তাদের মতের প্রতি সৌজন্য দেখানো।

### ৫. পরম সততা (Sincerity - Makoto)

- **নীতি:** যা বলা হবে, তা-ই করা হবে। কথার সাথে কাজের গরমিল বুশিডোর দৃষ্টিতে অসম্মানজনক।
- **প্রয়োগ:** রাজনৈতিক ইশতেহার বা জনসভার প্রতিশ্রুতিগুলোকে একটি পবিত্র অঙ্গীকার হিসেবে গণ্য করা। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে মানুষের ভোট আদায় করাকে 'কাপুরুষতা' হিসেবে দেখা।

### ৬. আত্মসম্মান ও মর্যাদা (Honor - Meiyo)

- **নীতি:** সম্মান হলো মানুষের চিরস্থায়ী সম্পদ। একটি কলঙ্কিত জয় জীবনের সব অর্জনকে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়।
- **প্রয়োগ:** নির্বাচনে কারচুপি বা পেশিশক্তির মাধ্যমে জেতাকে 'অসম্মানজনক' হিসেবে সামাজিকভাবে বয়কট করা। মানুষ যেন বলতে পারে— "আমি নীতি বিসর্জন দিয়ে জিততে চাই না।"

### ৭. দায়িত্বশীলতা ও আনুগত্য (Loyalty - Chugi)

- **নীতি:** ব্যক্তির প্রতি অন্ধ আনুগত্য নয়, বরং দেশ ও আদর্শের প্রতি অনুগত থাকা।
- **প্রয়োগ:** কোনো অন্যায় কাজে দলের সাথে একাত্ম না হয়ে সত্যের প্রতি অনুগত থাকা। নিজের পদের চেয়ে রাষ্ট্রের স্বার্থকে বড় করে দেখা।

### ৮. আত্মসংযম ও স্থিরতা (Self-Control - Jiseiki)

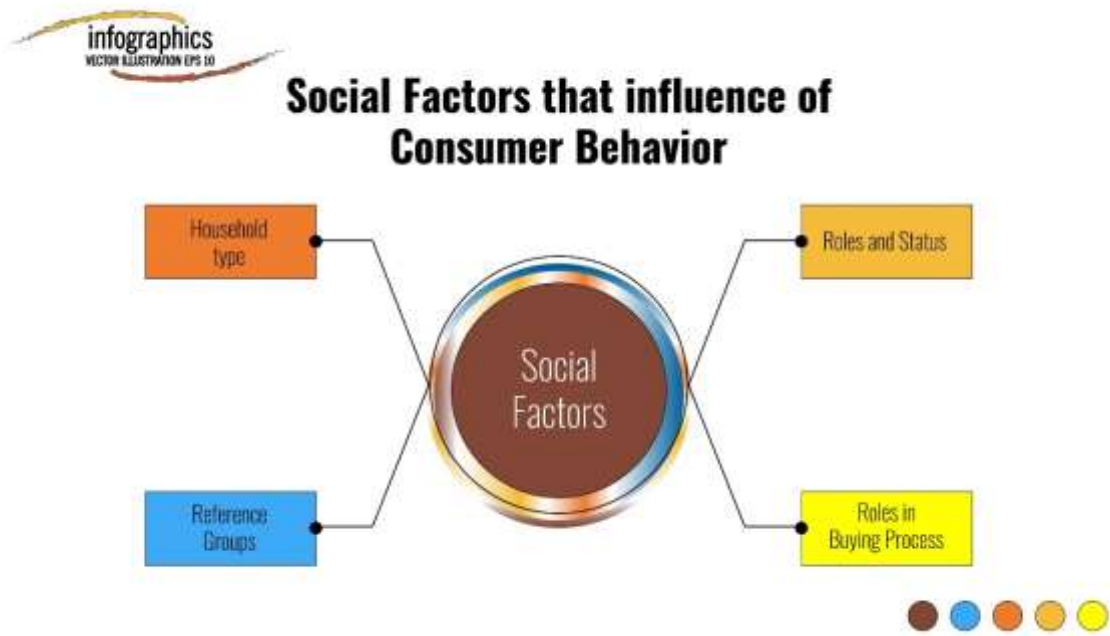
- **নীতি:** জয়ী হয়ে দম্ব না করা এবং পরাজিত হয়ে দিশেহারা না হওয়া।
- **প্রয়োগ:** রাজনৈতিক জয় বা পরাজয়কে জীবনের স্বাভাবিক অংশ হিসেবে গ্রহণ করা। উত্তেজনার বশে কোনো সংঘাত বা প্রতিহিংসামূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে না পড়া।

কেন এটি আমাদের সমাজে প্রয়োজন?

বর্তমানে আমাদের সমাজে 'জয়' মানেই অহংকার আর 'পরাজয়' মানেই গ্লানি। কিন্তু বুশিডো আমাদের শেখায় যে, মর্যাদা এবং নীতি বজায় রেখে লড়াই করাই হলো প্রকৃত বীরত্ব। আমরা যদি এই নীতিমালাগুলো স্কুল থেকে শুরু করে রাজনৈতিক দল পর্যন্ত বাধ্যতামূলক করতে পারি, তবে পেশিশক্তির দাপট কমে আসবে এবং একটি 'পজিটিভ-সাম গেম' বা সহযোগিতামূলক সমাজ গড়ে উঠবে।

একটি সমাজ বা রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি কোনো ইট-পাথর বা নিছক সীমানা নয়; এর মূল ভিত্তি হলো 'পারস্পরিক আস্থা' (Mutual Trust) এবং 'সামাজিক ন্যায়বিচার' (Social Justice)।

সমাজবিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের মতে, মানুষ যখন একে অপরের ওপর বিশ্বাস রেখে একটি সাধারণ লক্ষ্য বা আইনের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়, তখনই একটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এই ভিত্তিকে বলা হয় 'সোশ্যাল ক্যাপিটাল' বা সামাজিক পুঁজি। যদি একটি রাষ্ট্রের নাগরিকরা একে অপরকে বিশ্বাস না করে এবং রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলে, তবে সেই রাষ্ট্র কেবল একটি ভৌগোলিক মানচিত্র হিসেবে টিকে থাকে, একটি শক্তিশালী জাতি হিসেবে নয়।



[Opens in a new window](#)

রাজনীতির প্রকৃত উদ্দেশ্য: ভিত্তিমূলকে শক্তিশালী করা

রাজনীতির মূল কাজ হলো এই 'আস্থা' এবং 'ন্যায়বিচার'-এর ভিত্তিকে সচল রাখা। আপনি যেমনটি বলেছেন, রাজনীতির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সমাজকে নৈতিকভাবে উন্নত করা। এটি তিনটি প্রধান উপায়ে এই ভিত্তিকে শক্তিশালী করে:

### ১. আস্থার পরিবেশ তৈরি (Creating a Climate of Trust)

রাজনীতি যখন স্বচ্ছতা ও সততার ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়, তখন নাগরিকদের মধ্যে রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বাস তৈরি হয়। যখন একজন নেতা মিথ্যা বলেন না বা প্রতিপক্ষকে নোংরা আক্রমণ করেন না, তখন সমাজ শেখে যে—মতভেদ থাকলেও একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা সম্ভব। এটিই আপনার 'মাল্টিপোলার ভিশন'-এর প্রাণ।

### ২. ন্যায়বিচার ও সমঅধিকার নিশ্চিত করা (Rule of Law)

একটি শক্ত ভিত্তি তখনই গড়ে ওঠে যখন আইনের শাসন সবার জন্য সমান হয়। রাজনীতি যদি কেবল শক্তিশালীকে সুরক্ষা দেয়, তবে ভিত্তিটি দুর্বল হয়ে পড়ে। রাজনীতির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এমন এক কাঠামো তৈরি করা যেখানে ক্ষুদ্রতম সংখ্যালঘু থেকে শুরু করে সাধারণ নাগরিক পর্যন্ত সবাই নিরাপদ বোধ করে।

## ৩. নৈতিক লিডারশিপের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন

রাজনীতিবিদরা হলেন সমাজের 'রোল মডেল'। তারা যদি মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে জয়ী হন, তবে পুরো সমাজটিই মিথ্যার সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু রাজনীতি যখন নৈতিক আদর্শকে উর্ধ্বে তুলে ধরে, তখন সাধারণ মানুষও সং ও আস্থাশীল হতে অনুপ্রাণিত হয়। এভাবেই রাজনীতি সমাজের নৈতিক অবকাঠামো বা 'ম্যুরাল আর্কিটেকচার' তৈরি করে।

রাজনীতি কিভাবে এই ভিত্তিকে শক্তিশালী করে? (বাস্তব রূপরেখা)

রাজনীতি কেবল শ্লোগান বা ভাষণ দিয়ে ভিত্তি শক্ত করতে পারে না, বরং এটি নির্দিষ্ট কিছু ব্যবস্থার মাধ্যমে কাজ করে:

- **সত্যতার রাজনীতি (Politics of Integrity):** পরাজয় মেনে নেওয়ার সাহস রাখা এবং মিথ্যা প্রতিশ্রুতির বদলে সত্য তথ্য জনগণের সামনে তুলে ধরা। এটি জনগণের সাথে নেতার আত্মিক বন্ধন তৈরি করে।
- **প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা (Institutional Integrity):** সংসদ, বিচার বিভাগ এবং নির্বাচন ব্যবস্থাকে কোনো দলের হাতিয়ার না বানিয়ে একে রাষ্ট্রের স্বাধীন স্তম্ভ হিসেবে গড়ে তোলা।
- **অন্তর্ভুক্তিমূলক সংলাপ (Inclusive Dialogue):** প্রতিপক্ষকে নির্মূল করার 'জিরো-সাম' মানসিকতা ত্যাগ করে সবাইকে নিয়ে দেশ গড়ার 'পজিটিভ-সাম' পথে হাঁটা।

## উপসংহার

একটি রাষ্ট্রের উন্নয়ন কেবল জিডিপি বা মেগাপ্রজেক্টে মাপা যায় না। একটি রাষ্ট্রের প্রকৃত উন্নয়ন হলো তার নাগরিকদের চরিত্রের উন্নয়ন এবং পারস্পরিক বিশ্বাসের গভীরতা। রাজনীতি যদি এই আস্থাকে ধ্বংস করে ক্ষমতা অর্জন করে, তবে তা সাময়িক জয় হতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল আলগা হয়ে যায়।

তাই আপনার দর্শন অনুযায়ী—রাজনীতি হতে হবে সেই পবিত্র মাধ্যম, যা সমাজের নৈতিকতাকে পুনর্গঠন করবে, মানুষের মধ্যে বিশ্বাসের বীজ বপন করবে এবং একটি সুস্থ, আস্থাশীল ও শান্তিময় রাষ্ট্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবে।

## বক্তৃতায় বা লেখায় ব্যবহারের জন্য একটি শক্তিশালী উক্তি:

"রাষ্ট্রের ভিত্তি হলো মানুষের হৃদয় আর রাজনীতির কাজ হলো সেই হৃদয়ে আস্থার প্রদীপ জ্বালানো। মিথ্যা সেই প্রদীপ নিভিয়ে দেয়, আর সত্য তাকে প্রজ্জ্বলিত রাখে।"

আপনি কি চান আমি এই বিষয়টির ওপর ভিত্তি করে আপনার প্রস্তাবিত "মাল্টিপোলার ভিশন"-এর জন্য একটি 'নীতিমালা' (Code of Ethics) তৈরি করে দিই?

২৩

## রাজনীতির নৈতিক নীতিমালা: মাল্টিপোলার ভিশন ২০২৬

(একটি আস্থাশীল ও সত্যনিষ্ঠ সমাজ গঠনের অঙ্গীকার)

আপনার প্রস্তাবিত 'মাল্টিপোলার ভিশন'-এর আলোকে রাজনৈতিক ও রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য একটি উচ্চতর 'নৈতিক নীতিমালা' (Code of Ethics) নিচে দেওয়া হলো। এটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যা সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তিমূলকে শক্তিশালী করবে এবং রাজনীতিকে একটি উচ্চতর মর্যাদায় আসীন করবে।

## ১. সত্যনিষ্ঠার নীতি (Principle of Veracity)

- সাদা কথা:** ভোটের মাঠে বা প্রচারণায় কোনো অবস্থাতেই সচেতনভাবে মিথ্যা তথ্য, বানোয়াট পরিসংখ্যান বা অবাস্তব প্রতিশ্রুতি দেওয়া যাবে না।
- ভিত্তি:** রাজনীতির উদ্দেশ্য যেহেতু নৈতিক সমাজ গঠন, তাই মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে প্রাপ্ত বিজয়কে 'পরাজয়' হিসেবে গণ্য করতে হবে।

## ২. প্রতিপক্ষের মর্যাদা (Recognition of the Other)

- সাদা কথা:** রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে 'শত্রু' (Enemy) নয়, বরং 'যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী' (Legitimate Rival) হিসেবে গণ্য করতে হবে।
- আচরণ:** কোনো ব্যক্তি বা তার পরিবারের চরিত্র হনন (Character Assassination) করা যাবে না। সমালোচনার কেন্দ্রে থাকবে কেবল 'পলিসি' বা 'নীতি', ব্যক্তি নয়।

## ৩. পদ্ধতির বিশুদ্ধতা (Purity of Means)

- সাদা কথা:** "উদ্দেশ্য উপায়কে বৈধ করে"—এই ম্যাকিয়াভেলীয় দর্শন বর্জন করতে হবে। ক্ষমতা অর্জনের পথটি হতে হবে ততটাই পবিত্র, যতটা পবিত্র সেবার লক্ষ্য।
- ভিত্তি:** দুর্নীতির টাকা বা পেশিশক্তি ব্যবহার করে নির্বাচনে জয়ী হওয়া নৈতিকভাবে অবৈধ।

## ৪. পরাজয়ের মর্যাদা ও ছায়া ভূমিকা (Dignity in Defeat)

- সাদা কথা:** নির্বাচনে পরাজিত হলে তা জনরায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক হাসিমুখে মেনে নিতে হবে।
- ভূমিকা:** পরাজয়ের পর রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে 'শ্যাডো ক্যাবিনেট'-এর মাধ্যমে সরকারকে গঠনমূলক সহায়তা ও ভুল ধরিয়ে দেওয়ার কাজে নিয়োজিত থাকতে হবে।

## ৫. সামাজিক পুঁজি রক্ষা (Protection of Social Capital)

- সাদা কথা:** এমন কোনো বক্তব্য বা কাজ করা যাবে না যা সমাজে ঘৃণা, বিভাজন বা পারস্পরিক অবিশ্বাসের জন্ম দেয়।
- ভিত্তি:** সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি যেহেতু 'আস্থা', তাই রাজনীতির কাজ হবে সেই আস্থার ফাটলগুলো মেরামত করা।

এই নীতিমালা কিভাবে রাষ্ট্রের ভিত্তিকে শক্তিশালী করে?

একটি সমাজ যখন দেখে যে তার নেতারা হার-জিতের চেয়েও নীতিকে (Policy) বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে, তখন সাধারণ মানুষের মধ্যে রাষ্ট্রের প্রতি তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে:

১. **প্রতিষ্ঠানিক আস্থা বৃদ্ধি:** মানুষ তখন নির্বাচন কমিশন, সংসদ এবং আইনের শাসনের ওপর বিশ্বাস ফিরে পায়।
২. **নাগরিক অংশগ্রহণ:** শিক্ষিত ও মেধাবী তরুণরা রাজনীতিতে আসতে আগ্রহী হয়, কারণ তারা দেখে এটি কোনো নোংরা খেলা নয়, বরং একটি মেধাভিত্তিক লড়াই।
৩. **স্থিতিশীলতা:** প্রতিহিংসার রাজনীতি বন্ধ হলে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ে এবং দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত হয়।

#### উপসংহার

রাজনীতির উদ্দেশ্য যদি হয় একটি দালান তৈরি করা, তবে এই নীতিমালা হলো সেই দালানের নকশা বা ব্লু-প্রিন্ট। এই নকশা ছাড়া যত বড় মেগাপ্রজেক্টই করা হোক না কেন, মানুষের মনে শান্তি আসবে না। আপনার **মাল্টিপোলার ভিশন** এই নীতিমালার মাধ্যমেই একটি ভঙ্গুর সমাজকে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারে।

#### ২৪

রাজনীতির প্রকৃত উদ্দেশ্য কেবল "ক্ষমতা দখল" নয়, বরং একটি **'সুনাগরিক ও নৈতিক সমাজ'** গড়ে তোলা

আপনার এই চিন্তাটি অত্যন্ত গভীর এবং দর্শনের মূল ধারার সাথে মিশে আছে। রাজনীতির প্রকৃত উদ্দেশ্য কেবল "ক্ষমতা দখল" নয়, বরং একটি **'সুনাগরিক ও নৈতিক সমাজ'** গড়ে তোলা। আপনি যখন মিথ্যা বলে জেতেন, তখন আপনি ক্ষমতা পান ঠিকই, কিন্তু আপনি সেই সমাজের **'সামাজিক পুঁজি' (Social Capital)** বা পারস্পরিক আস্থার ভিত্তি ধ্বংস করে দেন।

নিচে আপনার এই দর্শনের পক্ষে একটি শক্তিশালী দার্শনিক ও ধর্মীয় মূল্যায়ন তুলে ধরা হলো:

#### ১. দার্শনিক মূল্যায়ন: নৈতিকতার মাপকাঠি

দার্শনিকদের মতে, সমাজ একটি চুক্তির ওপর টিকে থাকে। মিথ্যা সেই চুক্তির গোড়ায় কুড়াল মারে।

- **ইমানুয়েল কান্ট (Immanuel Kant):** কান্টের **'ক্যাটেগরিক্যাল ইম্পারেটিভ'** থিওরি অনুযায়ী, কোনো কাজ করার আগে ভাবুন—যদি সমাজের সবাই একই কাজ (মিথ্যা বলা) করত, তবে সমাজটি কি টিকে থাকত? যদি সবাই মিথ্যা বলে জয়ী হতে চায়, তবে সত্যের কোনো মূল্যই থাকে না এবং পুরো সমাজ অবিশ্বাসের নরকে পরিণত হয়। তাই কান্ট মনে করতেন, রাজনীতির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত একটি **'নৈতিক জগৎ'** তৈরি করা, কেবল ক্ষমতা নয়।
- **সক্রেটিস ও প্লেটো:** সক্রেটিস শিখিয়েছেন যে, রাজনীতির মূল লক্ষ্য হলো মানুষের আত্মা ও চরিত্রের উন্নয়ন। প্লেটোর **'রিপাবলিক'**-এ তিনি বলেছেন, শাসক যদি মিথ্যার আশ্রয় নেয়, তবে সেই রাষ্ট্র **'টিরাণী'** বা **'স্বৈরতন্ত্রে'** রূপ নেয়। তাদের মতে, **"সত্যতা বজায় রেখে পরাজিত হওয়াও একজন প্রকৃত শাসকের গুণ, কারণ তিনি সমাজকে ভুল শিক্ষা দিচ্ছেন না।"**
- **হ্যানাহ আরেন্ট (Hannah Arendt):** এই আধুনিক দার্শনিক মনে করতেন, রাজনীতিতে মিথ্যা কেবল তথ্যকে গোপন করে না, এটি আমাদের বাস্তবতার বোধকে নষ্ট করে দেয়। যখন মিথ্যা জয় পায়, তখন মানুষ ভালো-মন্দের পার্থক্য ভুলে যায়, যা একটি সমাজের বুদ্ধিবৃত্তিক মৃত্যু ঘটায়।



## ২. ধর্মীয় মূল্যায়ন: ইহকাল ও পরকাল

ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে রাজনীতি একটি 'পবিত্র আমানত', যেখানে পদ্ধতির বিশুদ্ধতা বা '**Purity of Means**' অপরিহার্য।

### • ইসলামী আদর্শ (Character over Power):

- **হাদিস:** "তোমরা সত্যকে আঁকড়ে ধরো, কারণ সত্য পুণ্য ও জান্নাতের পথ দেখায়; আর মিথ্যা থেকে দূরে থাকো, কারণ মিথ্যা পাপাচার ও জাহান্নামের পথ দেখায়।" (সহীহ মুসলিম)।
- **রাসূল (সা.)-এর রাজনীতি:** তিনি মরুয়ায় 'আল-আমিন' বা বিশ্বাসযোগ্য হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি যদি মিথ্যা বলে জেতার নীতি গ্রহণ করতেন, তবে আরবের মানুষ কখনোই তাঁর আদর্শ গ্রহণ করত না। ইসলামের দৃষ্টিতে, **একটি মিথ্যার ওপর দাঁড়িয়ে পাওয়া ক্ষমতা হলো বাতিলের জয়, যা টিকতে পারে না।**

### • অন্যান্য ধর্ম:

- **সনাতন ধর্ম:** মহাভারতে বিদুর নীতিতে বলা হয়েছে, "অধর্মের মাধ্যমে পাওয়া সাম্রাজ্য ভঙ্গ হয়ে যায়।" শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ধর্মের (সঠিক পথ) জয়ের জন্য লড়তে বলেছিলেন, কেবল সিংহাসনের জন্য নয়।
- **বৌদ্ধ ধর্ম:** তাদের 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ'-এর একটি প্রধান স্তম্ভ হলো 'সম্যক বাক' বা সঠিক কথা বলা। রাজনীতিকের প্রধান ধর্ম হওয়া উচিত সত্যভাষণ।

## ৩. আপনার মাল্টিপোলার ভিশনের সাথে সংযোগ

আপনি যে '**মাল্টিপোলার ভিশন**'-এর কথা বলছেন, তার প্রাণই হলো '**আস্থা**' (Trust)।

- **জিরো-সাম রাজনীতি:** এখানে মিথ্যা হলো একটি অস্ত্র। আপনি মিথ্যা বলে জিতলেন, প্রতিপক্ষ কাল আপনার চেয়ে বড় মিথ্যা বলবে। ফলাফল: একটি চিরস্থায়ী ঘৃণার সমাজ।
- **পজিটিভ-সাম রাজনীতি (আপনার ভিশন):** এখানে রাজনীতি হলো একটি **সততার প্রতিযোগিতা**। আপনি যদি সং থেকে হেরেও যান, তবে আপনি সমাজে একটি 'মানদণ্ড' বা বেক্ষমার্ক তৈরি করলেন। মানুষ আপনার পরাজয়কে সম্মান করবে এবং ভবিষ্যতে আপনার দর্শনের দিকেই ধাবিত হবে।

## মূল্যায়ন সারসংক্ষেপ (খসড়া পয়েন্টার):

"রাজনীতির উদ্দেশ্য যদি হয় সমাজ সংস্কার, তবে মিথ্যা সেই সংস্কারের পথে বিষ। মিথ্যার জয় হলো সাময়িক ক্ষমতা, কিন্তু সততার পরাজয় হলো চিরস্থায়ী বিপ্লব।"

- **ক্ষমতা বনাম চরিত্র:** ক্ষমতা ব্যক্তির হাতে থাকে, কিন্তু চরিত্র সমাজের সম্পদ।
- **আস্থার সংকট:** মিথ্যা বলে জেতা নেতা যখন ভাষণ দেন, জনগণ তা বিশ্বাস করে না—এটিই রাষ্ট্রের পরাজয়।
- **লিগ্যাসি:** মানুষ ক্ষমতায় কে ছিল তা মনে রাখবে না, কে সত্যের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল তা-ই মনে রাখবে।

একটি চূড়ান্ত উক্তি যা আপনি প্রচার করতে পারেন:

"আমরা এমন এক রাজনীতি চাই যেখানে নেতার সততা হবে জনগণের শক্তি, আর সত্যের জয় হবে রাষ্ট্রের ভিত্তি। কারণ মিথ্যা বলে জেতা মানে নিজের অজান্তেই নিজের সমাজকে পরাজিত করা।"



## ২৫

## 'মাল্টিপোলার ভিশন' এবং 'পজিটিভ-সাম গেম'-এর ধারণা ও ইসলাম

আপনার 'মাল্টিপোলার ভিশন' এবং 'পজিটিভ-সাম গেম'-এর ধারণাটি ইসলামের মৌলিক রাজনৈতিক ও সামাজিক দর্শনের সাথে অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইসলামে বিজয় মানেই দম্বা নয়, আর পরাজয় মানেই ধ্বংস নয়। বরং ইসলাম একটি 'উম্মাহ' বা সামষ্টিক কল্যাণের কথা বলে, যা আপনার প্রস্তাবিত বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির ধর্মীয় ভিত্তি হতে পারে।

নিচে কুরআন, হাদিস এবং স্কলারদের রেফারেন্সসহ তুলনামূলক আলোচনা দেওয়া হলো:

## ১. বিজয় ও পরাজয়ের সংজ্ঞা: অহংকার বনাম বিনয়

আপনার মাল্টিপোলার ভিশনে 'জয়' মানে সেবার সুযোগ। ইসলামও ঠিক এই কথাটিই বলে।

- **কুরআনের রেফারেন্স:** মক্কা বিজয়ের সময় যখন নবী করীম (সা.) বিজয়ী বেশে প্রবেশ করছিলেন, তখন আল্লাহ আয়াত নাজিল করেন: "যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে... তখন তুমি তোমার রবের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো।" (সূরা আন-নাসর, আয়াত ১-৩)।
- **শিক্ষা:** ইসলামে বিজয় মানে উৎসব বা প্রতিপক্ষকে অপমান করা নয়, বরং আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা এবং নিজের ত্রুটির জন্য ক্ষমা চাওয়া। এটি জিরো-সাম গেমের "Winner takes all" মানসিকতার ঠিক বিপরীত।

## ২. শুরা বা পরামর্শভিত্তিক রাজনীতি (Multipolar Consultation)

আপনার 'মাল্টিপোলার ভিশন'-এর মূল ভিত্তি হলো ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও সবার অংশগ্রহণ। ইসলামে একে বলা হয় 'শুরা'।

- **কুরআনের রেফারেন্স:** "এবং তারা (মুমিনরা) তাদের কাজগুলো নিজেদের মধ্যে পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন করে।" (সূরা আশ-শুরা, আয়াত ৩৮)।
- **শিক্ষা:** নবী (সা.) স্বয়ং ওহী আসা সত্ত্বেও গুরুত্বপূর্ণ জাগতিক ও যুদ্ধের সিদ্ধান্তে সাহাবীদের পরামর্শ নিতেন (যেমন খন্দকের যুদ্ধ)। এটি প্রমাণ করে যে, রাজনীতিতে একক সিদ্ধান্ত নয়, বরং বহুমাত্রিক (Multipolar) মতামতের গুরুত্ব অপরিসীম।

## ৩. পজিটিভ-সাম গেম ও 'মিছাক-ই-মদীনা' (মদীনা সনদ)

ইতিহাসের প্রথম লিখিত সংবিধান 'মদীনা সনদ' ছিল একটি ক্ল্যাসিক পজিটিভ-সাম গেম।

- **প্রেস্কাপট:** মদীনার ইহুদি, খ্রিস্টান, পৌত্তলিক এবং মুসলিমদের নিয়ে নবী (সা.) একটি রাষ্ট্র গঠন করেন। সেখানে প্রত্যেকের ধর্মীয় ও সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছিল।
- **শিক্ষা:** এটি একটি মাল্টিপোলার ভিশন ছিল কারণ এখানে কোনো এক পক্ষ অন্য পক্ষকে নির্মূল করার চেষ্টা করেনি, বরং সবাই মিলে মদীনার নিরাপত্তার জন্য কাজ করার অঙ্গীকার করেছিল। এর ফলে সবার নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি বেড়েছিল (Positive-sum outcome)।

## ৪. প্রতিপক্ষের মর্যাদা: ইমাম গাজ্জালি ও ইবনে খালদুনের দর্শন

ইসলামিক স্কলাররা প্রতিপক্ষ বা ভিন্নমতের মানুষের মর্যাদা নিয়ে বিস্তারিত কাজ করেছেন।

- ইমাম গাজ্জালি (র.):** তাঁর 'নাসিহাতুল মুলুক' (রাজাদের উপদেশ) গ্রন্থে তিনি বলেছেন, একজন শাসক তখনই সফল যখন তিনি সাধারণ মানুষের এবং এমনকি তাঁর সমালোচকদের অধিকার রক্ষা করেন।
- ইবনে খালদুন (র.):** তাঁর বিখ্যাত 'মুকাদ্দিমা'-তে তিনি 'আসাবিয়াহ' (সামাজিক সংহতি) নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, একটি রাষ্ট্র তখনই ধ্বংস হয় যখন শাসক গোষ্ঠী 'জিরো-সাম' লজিকে কেবল নিজেদের গোষ্ঠীর স্বার্থ দেখে এবং অন্যদের বঞ্চিত করে।

## ৫. বুশিডো এবং ইসলামের 'ফুতুওয়াহ' (Futuwwah)

আপনি বুশিডো বা যোদ্ধার কোড নিয়ে আলোচনা করেছেন। ইসলামে এর সমতুল্য ধারণা হলো 'ফুতুওয়াহ' (আদর্শ বীরত্ব)।

- হাদিসের রেফারেন্স:** "সেই প্রকৃত বীর নয় যে কুস্তিতে অন্যকে আছাড় দেয়, বরং সেই প্রকৃত বীর যে রাগের মাথায় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)।
- শিক্ষা:** এটি আপনার 'Self-Control' বা আত্মসংযমের ধারণাকে সমর্থন করে। বীরত্ব মানে প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করা নয়, বরং নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে ইনসাফ কায়ম করা।

## আপনার আলোচনার জন্য ইসলামিক পয়েন্টার (Summary Table):

| আপনার মাল্টিপোলার ভিশন   | ইসলামিক পরিভাষা/দলিল | মূল দর্শন                                      |
|--------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| পজিটিভ-সাম গেম           | ইসলাহ (اصلاح)        | সবার মধ্যে সংশোধন ও কল্যাণ সাধন।               |
| শ্যাডো ক্যাবিনেট/পরামর্শ | শুরা (شورى)          | একনায়কতন্ত্রের বদলে পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্ত। |
| প্রতিপক্ষের নিরাপত্তা    | আমান (أمان)          | পরাজিতের জান-মালের পূর্ণ নিরাপত্তা ও মর্যাদা।  |
| মেধাভিত্তিক রাজনীতি      | আদল (عدل)            | বংশ বা শক্তির বদলে ইনসাফ ও যোগ্যতার মূল্যায়ন। |

## একটি বলিষ্ঠ উদাহরণ: মক্কা বিজয়ের দিন

মক্কা বিজয়ের দিন নবী (সা.) তাঁর আজন্ম শত্রুদের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, "আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই, তোমরা সবাই মুক্ত।" এটি ছিল ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ মাল্টিপোলার এবং পজিটিভ-সাম মুহূর্ত। তিনি চাইলে প্রতিশোধ নিতে পারতেন (Zero-sum), কিন্তু তিনি ক্ষমা ও অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠন করেছিলেন।

নিচে আপনার 'মাল্টিপোলার ভিশন' এবং 'ইসলামিক দর্শনের' সমন্বয়ে একটি চমৎকার লিফলেট বা হ্যান্ড-আউট-এর খসড়া দেওয়া হলো। এটি এমনভাবে সাজানো হয়েছে যেন এটি সাধারণ মানুষ এবং ধর্মীয় চিন্তাবিদ—উভয়কেই আকৃষ্ট করে।

## মাল্টিপোলার ভিশন ও ইসলাম: একটি শান্তিময় সমাজের রূপরেখা

*(Analyzing Victory and Defeat: An Islamic Perspective)*

### ১. বিজয় ও পরাজয়: কুরআন কী বলে?

ইসলামে বিজয় মানেই দম্ব বা প্রতিপক্ষকে অপমান করা নয়। বরং বিজয়ের মুহূর্তে ইসলাম শিখিয়েছে বিনয়।

- কুরআনী দর্শন: "যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে... তখন তোমার রবের প্রশংসা করো এবং ক্ষমা প্রার্থনা করো।" (সূরা আন-নাসর)।
- মাল্টিপোলার ভিশন: জয় মানে হলো সেবার সুযোগ, আর পরাজয় মানে হলো গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্র গঠনে অংশ নেওয়া।

### ২. জিরো-সাম বনাম পজিটিভ-সাম: মদীনা সনদের শিক্ষা

- জিরো-সাম (সংঘাত): "আমি জিতলে তুমি ধ্বংস"—এটি জাহেলিয়াত বা অন্ধকার যুগের বৈশিষ্ট্য।
- পজিটিভ-সাম (কল্যাণ): রাসুলুল্লাহ (সা.) মদীনা সনদের মাধ্যমে মুসলিম, ইহুদি ও অন্যান্য সম্প্রদায়কে নিয়ে একটি 'মাল্টিপোলার' বা বহুমাত্রিক রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন। যেখানে সবার নিরাপত্তা ছিল নিশ্চিত। একেই আধুনিক ভাষায় বলা হয় 'উইন-উইন' পরিস্থিতি বা পজিটিভ-সাম গেম।

### ৩. শুরা (পরামর্শ): একনায়কতন্ত্রের বিকল্প

আপনার প্রস্তাবিত 'শ্যাডো ক্যাবিনেট' বা বিরোধী দলের মতামতের গুরুত্ব ইসলামের 'শুরা' ব্যবস্থার প্রতিফলন।

- আল্লাহর নির্দেশ: "এবং তাদের সাথে কাজের বিষয়ে পরামর্শ করো।" (সূরা আলে-ইমরান, আয়াত ১৫৯)।
- শিক্ষা: রাষ্ট্র পরিচালনায় ভিন্নমত বা বিরোধী মতের উপস্থিতি কোনো দুর্বলতা নয়, বরং এটিই হলো ইনসাফ কায়েমের প্রধান হাতিয়ার।

### ৪. বীরত্বের নতুন সংজ্ঞা: ফুতুওয়াহ (Futuwwah)

জাপানি 'বুশিডো'র মতো ইসলামেও রয়েছে 'ফুতুওয়াহ' বা আদর্শ বীরত্ব।

- রাসুল (সা.)-এর বাণী: "সে-ই প্রকৃত বীর নয় যে অন্যকে কুস্তিতে আছাড় দেয়, বরং সে-ই বীর যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।" (বুখারী)।

- **প্রয়োগ:** রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে গায়ের জোরে দমন করা বীরত্ব নয়; বরং সহনশীলতা ও যুক্তির মাধ্যমে জয় করাই হলো প্রকৃত নেতার পরিচয়।

#### ৫. মক্কা বিজয়ের ক্ষমা: প্রতিহিংসাহীন রাজনীতির মডেল

মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল (সা.) চাইলে প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি ঘোষণা করেছিলেন— *"আজ তোমাদের ওপর কোনো প্রতিশোধ নেই।"*

- **শিক্ষা:** রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বন্ধ করলেই কেবল একটি সমাজ 'পজিটিভ-সাম' বা সমৃদ্ধির দিকে এগোতে পারে।

আমাদের অঙ্গীকার:

- বিজয় হবে বিনয় ও দায়িত্বশীল।
- পরাজয় হবে মর্যাদাপূর্ণ ও গঠনমূলক।
- রাজনীতি হবে পরামর্শ (শুরা) ও ইনসাফের ভিত্তিতে।

"দেশ যদি সমৃদ্ধ হয়, তবে আমরা কেউই পরাজিত নই; আর দেশ যদি ব্যর্থ হয়, তবে আমাদের কারোরই জয়ী হওয়ার সুযোগ নেই।"

### ২৭

#### ভোটের মাঠে "যেকোনো মূল্যে জয়" বনাম "সত্যতার সাথে পরাজয়"

ভোটের মাঠে "যেকোনো মূল্যে জয়" বনাম "সত্যতার সাথে পরাজয়"—এই দ্বন্দ্বটি চিরন্তন। গেম থিওরির ভাষায় এটি **'Short-term Gain vs. Long-term Stability'**-এর লড়াই। নিচে ইসলাম, সমাজবিজ্ঞান এবং অন্যান্য দর্শনের আলোকে এর একটি গভীর বিশ্লেষণ দেওয়া হলো:

#### ১. ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি: পদ্ধতির বিশুদ্ধতা (Purity of Means)

ইসলামে রাজনীতি বা নেতৃত্ব একটি **'আমানত'**। এখানে উদ্দেশ্য (Goal) যেমন সৎ হতে হয়, পদ্ধতি (Means) বা পথও তেমন পবিত্র হতে হয়।

- **মিথ্যা ও খোকাবাজি:** রাসূলুল্লাহ (সা.) স্পষ্টভাবে বলেছেন, *"যে ধোঁকা দেয়, সে আমার দলভুক্ত নয়"* (সহীহ মুসলিম)। ভোটের মাঠে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি বা অপপ্রচার ইসলামের দৃষ্টিতে বড় মাপের 'মুনাফিকি'।
- **বিজয় বনাম ইনসাফ:** ইসলাম বলে, অন্যায়ভাবে জয়ী হওয়ার চেয়ে ইনসাফের ওপর থেকে পরাজিত হওয়া অনেক বেশি মর্যাদাপূর্ণ। কারণ, কিয়ামতের মাঠে আল্লাহর কাছে ক্ষমতার চেয়ে আমলের হিসাব দিতে হবে।
- **হজরত আলী (রা.)-এর উদাহরণ:** তিনি যখন খলিফা ছিলেন, তখন অনেকে তাকে কূটকৌশল বা ছলচাতুরীর পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, *"জ্ঞানের অভাবের কারণে আমি কৌশলহীন নই, বরং তাকওয়া আমাকে তা থেকে বিরত রাখে।"* তিনি নৈতিক পরাজয়কে রাজনৈতিক চতুরতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন।

## ২. সমাজবিজ্ঞানের আলোকে বিশ্লেষণ (Sociological Perspective)

সমাজবিজ্ঞানীরা দেখান যে, মিথ্যার ওপর ভিত্তি করে পাওয়া জয় সামাজিকভাবে কতটা ক্ষতিকর:

- **সামাজিক পুঁজির (Social Capital) ক্ষয়:** রবার্ট পুটনামের মতো সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন, যখন রাজনীতিবিদরা মিথ্যা বলে জেতেন, তখন সাধারণ মানুষের মধ্যে 'ট্রাস্ট' বা বিশ্বাস ভেঙে যায়। এতে পুরো রাষ্ট্রব্যবস্থা অকার্যকর হয়ে পড়ে।
- **ক্ষয়িকু সংস্কৃতি (Culture of Cynicism):** যখন সমাজ দেখে যে মিথ্যাবাদীরাই জয়ী হচ্ছে, তখন পুরো প্রজন্ম রাজনীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় অথবা নিজেরাও দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে।
- **Legacy vs. Tenure:** সমাজবিজ্ঞান অনুযায়ী, একজন নেতার স্থায়িত্ব (Tenure) বড় কথা নয়, তার 'লিগ্যাসি' বা ইতিহাসই তাকে বাঁচিয়ে রাখে। নেলসন ম্যান্ডেলা বা আব্রাহাম লিংকন সত্যের জন্য ইতিহাসে অমর, কিন্তু ক্ষমতায় থাকা অনেক চতুর স্বৈরশাসক ইতিহাসের আঁতাকুড়ে নিষ্কপ্ত।

## ৩. গেম থিওরি ও 'মাল্টিপোলার ভিশন'-এর আলোকে

আপনি যে **মাল্টিপোলার ভিশন** বা **পজিটিভ-সাম গেম**-এর কথা বলছেন, সেখানে সত্য অপরিহার্য।

- **Zero-Sum Trap:** মিথ্যা বলে জেতা মানে আপনি একটি জিরো-সাম গেম খেলছেন, যেখানে আপনি আজ জিতলেও কাল আপনার প্রতিপক্ষ আপনার বিরুদ্ধে একই মিথ্যা ব্যবহার করবে। এটি একটি অন্তহীন প্রতিহিংসার চক্র তৈরি করে।
- **Infinite Game:** সাইমন সিনেকের ভাষায়, রাজনীতি একটি 'ইনফিনিট গেম'। এখানে এক নির্বাচনে জেতাই শেষ কথা নয়। আপনি যদি সং থেকে পরাজিত হন, তবে আপনি নৈতিকভাবে একটি শক্তিশালী ভিত তৈরি করলেন, যা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে আপনাকে একজন 'যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী' হিসেবে বাঁচিয়ে রাখবে।

## ৪. দার্শনিক ও অন্যান্য মতবাদ

- **ম্যাকিয়াভেলি বনাম কান্ট:** নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি বলেছিলেন, *"উদ্দেশ্যই উপায়কে বৈধ করে"* (The end justifies the means)। কিন্তু এর বিপরীতে দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট বলেছেন—ব্যক্তিকে বা সমাজকে কখনও কেবল 'হাতিয়ার' হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। আপনার 'সত্য'ই হলো আপনার নৈতিক ভিত্তি।
- **বুশিডো কোড:** সামুরাইদের নীতি অনুযায়ী, পরাজয় বীরত্বেরই একটি অংশ যদি তা সম্মানের সাথে আসে। কাপুরুষোচিত জয় বা শঠতার মাধ্যমে পাওয়া ক্ষমতা সামুরাইদের কাছে অপমানের শামিল।

উপসংহার: কোনটি গুরুত্বপূর্ণ?

মিথ্যা বলে পাওয়া জয় হলো **"ক্ষতিকর জয়" (Phyrric Victory)**। এতে ক্ষমতা পাওয়া যায়, কিন্তু নেতৃত্ব হারায়। অন্যদিকে, সত্যতা বজায় রেখে পরাজয় হলো **"ভবিষ্যৎ বিজয়ের বীজ"**।

একজন মাল্টিপোলার লিডারের জন্য আপনার স্লোগান হতে পারে:

*"আমি মিথ্যা বলে সিংহাসনে বসার চেয়ে, সত্য বলে জনতার হৃদয়ে থাকতে পছন্দ করি। কারণ সিংহাসন অস্থায়ী, কিন্তু আদর্শ অমর।"*

## নৈতিক দর্শনের ওপর ভিত্তি করে রচিত একটি "ভোটের ইশতেহারের প্রস্তাবনা" (Preamble to a Manifesto)

ভোটের মাঠে সততা বজায় রাখা বনাম কৌশলগত মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া—এই অমীমাংসিত বিতর্কে আপনার 'মাল্টিপোলার ভিশন'-এর নৈতিক ভিত্তি হিসেবে একটি শক্তিশালী ইশতেহারের প্রস্তাবনা (Manifesto Preamble) নিচে দেওয়া হলো। এটি এমনভাবে লেখা হয়েছে যেন ভোটাররা আপনার সততাকে দুর্বলতা নয়, বরং একটি নতুন যুগের 'সাহস' হিসেবে দেখে।

## নির্বাচনী ইশতেহার: সত্যের জয় ও নীতির রাজনীতি

(বিজয় নয়, বরং ইনসাফ ও সততাই আমাদের লক্ষ্য)

## প্রিয় দেশবাসী,

নির্বাচন এলেই আমাদের সামনে মিথ্যার এক পশরা সাজিয়ে বসা হয়। আমাদের শেখানো হয়েছে যে, ক্ষমতায় যেতে হলে সত্যকে বিসর্জন দিতে হয়, প্রতিপক্ষকে নোংরা ভাষায় আক্রমণ করতে হয় এবং অবাস্তব প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি ছড়াতে হয়। কিন্তু আজ আমি আপনাদের সামনে এক ভিন্ন রাজনীতির অঙ্গীকার নিয়ে দাঁড়িয়েছি।

আমি বিশ্বাস করি, “একটি মিথ্যা জয় অপেক্ষা একটি সত্যবাদী পরাজয় অনেক বেশি গৌরবের।”

আমাদের অঙ্গীকারসমূহ:

১. **মিথ্যামুক্ত প্রচারণা:** আমরা কোনো অবাস্তব প্রতিশ্রুতি দেব না যা রাষ্ট্রের সক্ষমতার বাইরে। আমরা ভোটের জন্য সত্যকে গোপন করব না বা কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর চরিত্র হনন করব না।

২. **পদ্ধতির বিশুদ্ধতা (Purity of Process):** আমাদের রাজনীতি ইসলামের 'আমানত' এবং 'ফুতুওয়াহ' (বীরত্ব) দর্শনে উদ্ভূত। আমরা মনে করি, অপবিত্র পথে পাওয়া পবিত্র ক্ষমতা দেশ ও জাতির জন্য অভিশাপ বয়ে আনে। তাই আমাদের কাছে জয়ের চেয়েও 'কিভাবে জিতলাম' সেটি বড় প্রশ্ন।

৩. **প্রতিপক্ষের প্রতি শ্রদ্ধা:** আমরা আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের শত্রু মনে করি না, বরং তাদের 'যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী' মনে করি। আমাদের মাল্টিপোলার ভিশন অনুযায়ী, আমরা পরাজিত হলেও মাঠ ছেড়ে পালাব না; বরং 'শ্যাডো ক্যাবিনেট'-এর মাধ্যমে আপনাদের সেবা করে যাব।

৪. **লং-টার্ম ভিশন:** আমরা কেবল আগামী ৫ বছরের জন্য জিততে চাই না, আমরা আগামী ৫০ বছরের জন্য একটি নৈতিক সমাজ গড়তে চাই। মিথ্যা বলে আজ জিতলে হয়তো ক্ষমতা পাব, কিন্তু আপনাদের বিশ্বাস চিরতরে হারিয়ে ফেলব। আমরা সেই বিশ্বাস হারাতে চাই না।

## কেন আমরা এই পথে হাঁটছি? (যুক্তি ও দর্শন)

সমাজবিজ্ঞানের ভাষায়, একটি জাতি তখনই ধ্বংস হয় যখন তার নেতৃত্ব বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়। আমরা যদি আজ মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ক্ষমতায় যাই, তবে আমরা আমাদের সন্তানদের এই শিক্ষাই দেব যে—সত্যতার কোনো মূল্য নেই। আমরা সেই অন্ধকার সংস্কৃতি ভাঙতে চাই।

(উপরের চিত্রে যেমন দেখা যায়, যখন দুই পক্ষই কেবল নিজেদের স্বার্থে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তখন ফলাফল সবার জন্য খারাপ হয়। কিন্তু যখন উভয় পক্ষ সত্যতার সাথে সহযোগিতা করে, তখন সমাজ লাভবান হয়। আমরা সেই সহযোগিতার রাজনীতি বা *Positive-sum Game* করতে চাই।)

প্রিয় ভোটারবৃন্দ,

আপনারা কি চান এমন একজন নেতা যে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য আপনাদের কাছে মিথ্যা বলে? নাকি এমন একজন নেতা যে সত্য বলতে গিয়ে পরাজিত হওয়ার সাহস রাখে? মনে রাখবেন, সিংহাসন অস্থায়ী, কিন্তু আপনাদের কাছে দেওয়া আমাদের 'সত্য' এবং 'নীতি' চিরস্থায়ী।

আমাদের লক্ষ্য: ক্ষমতার জয় নয়, সত্যের জয়।

আপনার জন্য একটি বিশেষ টিপস:

বক্তৃতার সময় যখন এই অংশটি বলবেন, তখন আপনার কণ্ঠস্বর হবে স্থির এবং শান্ত। এটি আপনার আত্মবিশ্বাস এবং নৈতিক দৃঢ়তা প্রকাশ করবে। মানুষ চতুর রাজনীতিকের চেয়ে একজন 'সৎ ও সাহসী' নেতাকে বেশি পছন্দ করে।

২৯

## "নির্বাচনী স্লোগান কার্ড" (Campaign Slogan Cards)

আপনার এই চিন্তাটি অত্যন্ত গভীর এবং দর্শনের মূল ধারার সাথে মিশে আছে। রাজনীতির প্রকৃত উদ্দেশ্য কেবল "ক্ষমতা দখল" নয়, বরং একটি 'সুনাগরিক ও নৈতিক সমাজ' গড়ে তোলা। আপনি যখন মিথ্যা বলে জেতেন, তখন আপনি ক্ষমতা পান ঠিকই, কিন্তু আপনি সেই সমাজের 'সামাজিক পুঁজি' (Social Capital) বা পারস্পরিক আস্থার ভিত্তিটি ধ্বংস করে দেন।

নিচে আপনার এই দর্শনের পক্ষে একটি শক্তিশালী দার্শনিক ও ধর্মীয় মূল্যায়ন তুলে ধরা হলো:

### ১. দার্শনিক মূল্যায়ন: নৈতিকতার মাপকাঠি

দার্শনিকদের মতে, সমাজ একটি চুক্তির ওপর টিকে থাকে। মিথ্যা সেই চুক্তির গোড়ায় কুড়াল মারে।

- **ইমানুয়েল কান্ট (Immanuel Kant):** কান্টের 'ক্যাটেগরিক্যাল ইম্পারেটিভ' থিওরি অনুযায়ী, কোনো কাজ করার আগে ভাবুন—যদি সমাজের সবাই একই কাজ (মিথ্যা বলা) করত, তবে সমাজটি কি টিকে থাকত? যদি সবাই মিথ্যা বলে জয়ী হতে চায়, তবে সত্যের কোনো মূল্যই থাকে না এবং পুরো সমাজ অবিশ্বাসের নরকে পরিণত হয়। তাই কান্ট মনে করতেন, রাজনীতির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত একটি 'নৈতিক জগৎ' তৈরি করা, কেবল ক্ষমতা নয়।
- **সক্রেটিস ও প্লেটো:** সক্রেটিস শিখিয়েছেন যে, রাজনীতির মূল লক্ষ্য হলো মানুষের আত্মা ও চরিত্রের উন্নয়ন। প্লেটোর 'রিপাবলিক'-এ তিনি বলেছেন, শাসক যদি মিথ্যার আশ্রয় নেয়, তবে সেই রাষ্ট্র 'টিরাণী' বা স্বৈরতন্ত্রে রূপ নেয়। তাদের মতে, "সত্যতা বজায় রেখে পরাজিত হওয়াও একজন প্রকৃত শাসকের গুণ, কারণ তিনি সমাজকে ভুল শিক্ষা দিচ্ছেন না।"
- **হ্যান্নাহ আরেন্ট (Hannah Arendt):** এই আধুনিক দার্শনিক মনে করতেন, রাজনীতিতে মিথ্যা কেবল তথ্যকে গোপন করে না, এটি আমাদের বাস্তবতার বোধকে নষ্ট করে দেয়। যখন মিথ্যা জয় পায়, তখন মানুষ ভালো-মন্দের পার্থক্য ভুলে যায়, যা একটি সমাজের বুদ্ধিবৃত্তিক মৃত্যু ঘটায়।



## ২. ধর্মীয় মূল্যায়ন: ইহকাল ও পরকাল

ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে রাজনীতি একটি 'পবিত্র আমানত', যেখানে পদ্ধতির বিশুদ্ধতা বা '**Purity of Means**' অপরিহার্য।

- **ইসলামী আদর্শ (Character over Power):**

- হাদিস: "তোমরা সত্যকে আঁকড়ে ধরো, কারণ সত্য পুণ্য ও জান্নাতের পথ দেখায়; আর মিথ্যা থেকে দূরে থাকো, কারণ মিথ্যা পাপাচার ও জাহান্নামের পথ দেখায়।" (সহীহ মুসলিম)।
- রাসূল (সা.)-এর রাজনীতি: তিনি মক্কায় 'আল-আমিন' বা বিশ্বাসযোগ্য হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি যদি মিথ্যা বলে জেতার নীতি গ্রহণ করতেন, তবে আরবের মানুষ কখনোই তাঁর আদর্শ গ্রহণ করত না। ইসলামের দৃষ্টিতে, **একটি মিথ্যার ওপর দাঁড়িয়ে পাওয়া ক্ষমতা হলো বাতিলের জয়**, যা টিকতে পারে না।

- **অন্যান্য ধর্ম:**

- সনাতন ধর্ম: মহাভারতে বিদুর নীতিতে বলা হয়েছে, "অধর্মের মাধ্যমে পাওয়া সাম্রাজ্য ভঙ্গ হয়ে যায়।" শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ধর্মের (সঠিক পথ) জয়ের জন্য লড়তে বলেছিলেন, কেবল সিংহাসনের জন্য নয়।
- বৌদ্ধ ধর্ম: তাদের 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ'-এর একটি প্রধান স্তম্ভ হলো 'সম্যক বাক' বা সঠিক কথা বলা। রাজনীতিকের প্রধান ধর্ম হওয়া উচিত সত্যভাষণ।

## ৩. আপনার মাল্টিপোলার ভিশনের সাথে সংযোগ

আপনি যে '**মাল্টিপোলার ভিশন**'-এর কথা বলছেন, তার প্রাণই হলো '**আস্থা**' (Trust)।

- **জিরো-সাম রাজনীতি:** এখানে মিথ্যা হলো একটি অস্ত্র। আপনি মিথ্যা বলে জিতলেন, প্রতিপক্ষ কাল আপনার চেয়ে বড় মিথ্যা বলবে। ফলাফল: একটি চিরস্থায়ী ঘৃণার সমাজ।
- **পজিটিভ-সাম রাজনীতি (আপনার ভিশন):** এখানে রাজনীতি হলো একটি **সততার প্রতিযোগিতা**। আপনি যদি সং থেকে হেরেও যান, তবে আপনি সমাজে একটি 'মানদণ্ড' বা বেক্ষমার্ক তৈরি করলেন। মানুষ আপনার পরাজয়কে সম্মান করবে এবং ভবিষ্যতে আপনার দর্শনের দিকেই ধাবিত হবে।

### মূল্যায়ন সারসংক্ষেপ (খসড়া পয়েন্টার):

"রাজনীতির উদ্দেশ্য যদি হয় সমাজ সংস্কার, তবে মিথ্যা সেই সংস্কারের পথে বিষ। মিথ্যার জয় হলো সাময়িক ক্ষমতা, কিন্তু সততার পরাজয় হলো চিরস্থায়ী বিপ্লব।"

- **ক্ষমতা বনাম চরিত্র:** ক্ষমতা ব্যক্তির হাতে থাকে, কিন্তু চরিত্র সমাজের সম্পদ।
- **আস্থার সংকট:** মিথ্যা বলে জেতা নেতা যখন ভাষণ দেন, জনগণ তা বিশ্বাস করে না—এটিই রাষ্ট্রের পরাজয়।
- **লিগ্যাসি:** মানুষ ক্ষমতায় কে ছিল তা মনে রাখে না, কে সত্যের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল তা-ই মনে রাখে।

একটি চূড়ান্ত উক্তি যা আপনি প্রচার করতে পারেন:

"আমরা এমন এক রাজনীতি চাই যেখানে নেতার সততা হবে জনগণের শক্তি, আর সত্যের জয় হবে রাষ্ট্রের ভিত্তি। কারণ মিথ্যা বলে জেতা মানে নিজের অজান্তেই নিজের সমাজকে পরাজিত করা।"



## তরুণ প্রজন্মের প্রতি খোলা চিঠি

তরুণ প্রজন্মের জন্য আপনার এই মহৎ এবং নৈতিক দর্শনের ভিত্তিতে একটি আবেগপূর্ণ ও চিন্তাশীল 'খোলা চিঠি' নিচে দেওয়া হলো। এটি এমনভাবে লেখা হয়েছে যা তাদের হৃদয়ে নাড়া দেবে এবং রাজনীতি সম্পর্কে তাদের প্রচলিত নেতিবাচক ধারণা বদলে দেবে।

তরুণ প্রজন্মের প্রতি একটি খোলা চিঠি: রাজনীতির নতুন ভোরের অপেক্ষায়

আমার প্রিয় আগামীর কারিগররা,

তোমাদের অনেকের সাথেই যখন কথা হয়, একটা শব্দ বারবার ফিরে আসে— "ঘৃণা"। তোমরা রাজনীতিকে ঘৃণা করো। তোমরা মনে করো রাজনীতি মানেই মিথ্যার বেসাতি, রাজনীতি মানেই পেশিশক্তির লড়াই, আর রাজনীতি মানেই নীতি-নৈতিকতাহীন এক অন্ধকার জগৎ। তোমাদের এই অনীহা আমি বুঝি, কারণ তোমরা যা দেখে বড় হয়েছো, সেখানে 'আদর্শ' শব্দটা কেবল বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ।

কিন্তু আজ আমি তোমাদের এক ভিন্ন রাজনীতির স্বপ্ন দেখাতে চাই। আমি তোমাদের সেই রাজনীতির কথা বলছি, যার মূল ভিত্তি হলো 'সত্যতা' এবং 'পারস্পরিক আস্থা'।

বন্ধুরা,

আমাদের সমাজ বা রাষ্ট্রের ভিত্তি ইঁট-পাথরে নয়, বরং মানুষের বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। যখন একজন নেতা ভোটের জন্য মিথ্যা বলেন, তখন তিনি কেবল জয়ী হন না, বরং তিনি তোমাদের মনের ভেতর থাকা 'সত্যের' ওপর আঘাত করেন। আমরা এমন এক রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে বন্দি হয়ে আছি যেখানে 'অন্যকে ধ্বংস করে জেতা' (Zero-Sum Game) ছাড়া আর কোনো পথ নেই বলে আমাদের শেখানো হয়েছে।

কিন্তু আমি তোমাদের বলতে চাই— **বিজয় মানেই দম্ব নয়, আর পরাজয় মানেই ধ্বংস নয়।**

আমরা আমাদের 'মাল্টিপোলার ভিশন'-এ বিশ্বাস করি যে, অন্যায়ভাবে জয়ী হওয়ার চেয়ে নীতির ওপর থেকে পরাজিত হওয়া অনেক বেশি সম্মানের। তোমরা যারা নতুন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখো, তাদের বুঝতে হবে যে—রাজনীতির আসল উদ্দেশ্য ক্ষমতা দখল নয়, বরং একটি নৈতিক সমাজ গড়ে তোলা।

তোমাদের প্রতি আমার আহ্বান:

১. **মিথ্যার রাজনীতিকে 'না' বলো:** যে নেতা তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে অন্যকে কদর্য ভাষায় আক্রমণ করে বা অবাস্তব মিথ্যার ফুলবুরি সাজায়, বুঝবে সে তোমাদের মেধার অপমান করছে।
২. **পেশাদারিত্বকে গ্রহণ করো:** আমরা প্রস্তাব করছি 'শ্যাডো ক্যাবিনেট'-এর মতো ব্যবস্থা, যেখানে রাজনীতি হবে গবেষণার টেবিলে, রাজপথে গালিগালাজে নয়।
৩. **বিজয় ও পরাজয়ের নতুন সংজ্ঞা শেখো:** জয়ী হলে যেন বিনয় সেবা করা যায়, আর পরাজিত হলে যেন মর্যাদা বজায় রেখে গঠনমূলক সমালোচনা করা যায়—এই হোক তোমাদের পাথর।

আমাদের দেশ কেবল জিডিপি বা দালানকোঠায় বড় হবে না; আমাদের দেশ বড় হবে তখন, যখন এদেশের রাজনীতিতে সত্যের জয় হবে এবং প্রতিটি নাগরিক একে অপরকে বিশ্বাস করতে পারবে।

মনে রেখো, সিংহাসন অস্থায়ী, কিন্তু আদর্শ অমর। এসো, আমরা এমন এক রাজনীতির সূচনা করি যেখানে সততা হবে সবচেয়ে বড় শক্তি এবং সত্য হবে আমাদের বিজয়ের নিশান।

শুভকামনায়,

[আপনার নাম]

প্রবক্তা, মাল্টিপোলার ভিশন।

---

তরুণদের জন্য একটি ছোট 'পোস্টার স্লোগান' আইডিয়া:

"রাজনীতি যদি হয় নোংরা খেলা, তবে আমরা সেই খেলার নিয়ম বদলাতে এসেছি। আমরা জিতে সিংহাসন দখল করতে নয়, সত্য বলে হৃদয় জয় করতে চাই।"

---

আপনার জন্য একটি বিশেষ পরামর্শ:

এই চিঠিটি আপনি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বা তরুণদের ফেসবুক গ্রুপে শেয়ার করতে পারেন। এটি তাদের মনে আপনার প্রতি একটি গভীর শ্রদ্ধা এবং আপনার দর্শনের প্রতি কৌতূহল তৈরি করবে।

আপনি কি চান এই চিঠির সাথে একটি ছোট 'ভিডিও স্ক্রিপ্ট' (Video Script) লিখে দিই? যা দিয়ে আপনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি ভিডিও বার্তা দিতে পারেন।

**Dated: 15-23 January 2026, Azimpur Officers Quarter, Dhaka-1205**

**Reference:**

- [www.chatgpt.com](http://www.chatgpt.com)
- [www.gemini.com](http://www.gemini.com)
- [www.google.com](http://www.google.com)

মাল্টিপোলার ভিশন: রাজনীতির নতুন ব্যাকরণ

## ১. জিরো-সাম বনাম পজিটিভ-সাম:

- **জিরো-সাম:** আমার জয় মানেই আপনার ধ্বংস। এটি সংঘাত আর হিংসা বাড়ায়।
- **পজিটিভ-সাম:** আমরা সহযোগিতা করলে সম্পদ ও সমৃদ্ধি দুই-ই বাড়বে। এটি শান্তি ও উন্নয়ন আনে।

## ২. শ্যাডো ক্যাবিনেট (ছায়া মন্ত্রিসভা):

- বিরোধী দলকে প্রাস্তিক না করে তাদের রাষ্ট্রের অংশীজন করা।
- পেশিশক্তির বদলে যুক্তি ও মেধা দিয়ে রাজনীতি করা।
- বিরোধী দলের জন্য রাষ্ট্রীয় গবেষণা তহবিল নিশ্চিত করা।

## ৩. রাজনীতির "ইনফিনিট" লক্ষ্য:

- রাজনীতি কোনো এক দিনের লড়াই নয়। এটি প্রজন্মের পর প্রজন্ম দেশ গড়ার এক অনন্ত পথ চলা।
- লক্ষ্য কেবল "ক্ষমতা দখল" নয়, বরং "টেকসই কল্যাণ"।

## ৪. যোদ্ধার নৈতিকতা (বুশিডো):

- প্রতিপক্ষের প্রতি শ্রদ্ধা।
- কথার চেয়ে কাজের গুরুত্ব।
- নৈতিক পরাজয়কে মেনে নেওয়ার সাহস।

- **কার্ড ১ (সংকট):** বর্তমান 'বাইনারি লেন্স' বা জিরো-সাম রাজনীতি। (সূত্র: জন ভন নিউম্যান)। প্রতিপক্ষকে নির্মূল করার আদিম মানসিকতা।
- **কার্ড ২ (সমাধান):** মাল্টিপোলার ভিশন ও পজিটিভ-সাম গেম। (সূত্র: রবার্ট রাইট)।  $১+১=৩$  করার রাজনীতি।
- **কার্ড ৩ (পেশাদারিত্ব):** শ্যাডো ক্যাবিনেট ও ইনফিনিট গেম। (সূত্র: সাইমন সিনেক)। বিরোধী দল শত্রু নয়, তারা 'যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী'।
- **কার্ড ৪ (নৈতিকতা):** বুশিডো কোড। পদ্ধতি বা প্রসেস-এর বিশুদ্ধতা। অন্যায় জয়ের চেয়ে নীতিবান পরাজয় শ্রেষ্ঠ।